To
beloved Satyavrata
and Usa
with Love and
blessings.
From
Roma-Didi
30. 3. 78.

Prācyavāṇī Sanskrit Series Volume XXXIV

YUGA-JĪVANAM

(*"Life and Soul of the Century"*)

(A Modern Sanskrit Drama on the Holy Life of Śrī Rāma Kriṣṇa Paramahaṃsa Deva.)

युग-जीवनम्

BY

DR. (MRS.) ROMA CHAUDHURI
M.A., PH. D. (OXFORD)

Principal, Professor and Head of the Department of Logic and Philosophy, Lady Brabourne College, Government of West Bengal, Calcutta (Retd.)
Vice-Chancellor, Ravindra Bharati University, Calcutta (Retd.)

AND

Founder-Secretary, "Prācyavāṇī (Institute of Oriental Learning, Calcutta),
January, 1977

Price Rs. 10/- only.

Prācyavāṇī Sanskrit Series Volume XXXIV

YUGA-JĪVANAM

(*"Life and Soul of the Century"*)

(A Modern Sanskrit Drama on the Holy Life of Śrī Rāma Kriṣṇa Paramahaṃsa Deva.)

युग-जीवनम्

BY

DR. (MRS.) ROMA CHAUDHURI
M.A., PH. D. (OXFORD)

Principal, Professor and Head of the Department of Logic and Philosophy, Lady Brabourne College, Government of West Bengal, Calcutta (Retd.)

Vice-Chancellor, Ravindra Bharati University, Calcutta (Retd.)

AND

Founder-Secretary, "Prācyavāṇī (Institute of Oriental Learning, Calcutta),

January, 1977

Price Rs. 10/- only

Published by : **Dr. Roma Chaudhuri,**
Secretary : **"Prācyavāni"**

on behalf of
"Prācyavāṇī"
(Institute of Oriental Learning)
3. Federation Street, Calcutta 700009
(Phone : 35-1995)

Available from
All leading book sellers

Printed by : **D. P. Mitra at the Elm Press,**
63, Beadon Street, Calcutta–700006.

Price Rs. **10/-** *only*

BLESSINGS

"Yuga-Jivanam", with a wonderful, appropriate and exhilarating name, is, undoubtedly, a great and a grand contribution to Modern Sanskrit Literature, specially, to Modern Sanskit Drama Movement, of which Dr. Roma Chaudhuri, the revered and reputed authoress, is, indeed, a pioneer of long-standing and well-deserved fame. She has already to her credit more than twenty Modern Sanskrit Dramas, staged, many times, all over India, and outside by her own beloved "Pracyavani" (Institute of Oriental Learning), with very great success, before audiences, thousands strong, under the enthusiastic auspices of celebrated Cultural Organisations, Educational Institutions, Universities, Government Concerns, International Centres, and the like. As it is, this, by itself, is something very great and inspiring. For, it is one thing to compose Dramas, and quite another to have the same staged, with equal success, and appreciation. Yet the main proof of the real worth and glory of a Drama is, undoubtedly, its fitness for the stage, its inherent capability to enchant audiences, and impart to them real peace and bliss, exhilaration and exultation, enthusiasm and enlightenment, to no mean extent. And it is, indeed, a supreme point in favour of Dr. Roma Chaudhuri's great success as the only Lady Sanskrit Dramatist of the world, with so many actually tested Sanskrit Dramas of high literary merit and equally high stage-craft, combined together in a beautiful, harmonious whole.

The present Sanskrit Drama of Dr. Roma Chaudhuri possesses all the above merits of her glorious productions, and is over and above, just like a full-blown lotus, offered at the holy feet of the *Avatara-Varistha*, Sri Ramakrisna Paramahamsa Deva, shedding its colour all around, spreading its fragrance all around, sprinkling its honey all around. "Colour" of what ? "Fragrance" of what ? "Honey" of what ? "Colour" of Upalabdhi or Realisation, "Fragrance" of Bhakti or Devotion, "Honey" of Priti or Love. Her serene realisation of the incomparable grandeur of the Great Master, her

supreme devotion and sublime love for him have combined together beautifully to make the whole work a noble "Arghya" at his auspicious feet, bringing welfare and fulfilment to all. As usual with her, the language is very simple and easily intelligible, yet equally dignified and delightful. The plot has been handled with great dramatic skill, and enables one to have quite a full picture of the great life that will, for ever, shine as a Golden Light before the whole world, in the dark and desolate Path of Life. The large number of verses in different metres and songs has greatly enhanced the value of the whole work.

Taken all together, "Yuga-Jivanam" is also a worthy contribution to the field of the world-famous extensive, voluminous, variegated Ramkrishna Literature, which has benefitted and gladdened the entire Universe to an extent incomparable in the literary history of the whole world.

My blessings and good wishes to our beloved "Brahmavadini" Dr. Roma, who has done and is doing so much for bringing the Divine Light, the Divine Ambrosia, the Divine Song to all and sundry, through all her spiritually-inspired works of divine merit.

Calcutta,
The 15th August,
1976.

(Dr.) Amareswar Thakur,
Formerly, Asutosh Professor and
Head of of the Department
Sanskrit, Calcutta University.

INFINITE GRATITUDE

This is very humble Puja of mine at the lotus-feet of Yuga-Jivana, Yugavatara, Yuga-Paritrata Sri Ramkrisna Parama Hamsa Deva was very kindly, very graciously, very lovingly inaugurated by the Most Revered Srimat Swami Vireswaranandaji Maharaj, President, Ramkrisna Math and Mission, on the 10th July, 1967, the third anniversary of the very sad and sudden demise of Dr. Jatindra Bimal Chaudhuri, who dedicated his whole blessed life at the holy feet of Sri Ramkrisna and Sri Saradamani Devi. The Most Benign President Maharaj sat through the entire performance in Mahajati Sadan, Calcutta, till late at night, and blessed the participants, full of praise, and was photographed with them all, to their infinite gratitude and joy.

After that, this Sanskrit Drama "Yuga-Jivanam" has been staged more than hundred times' all over India, with great success, before highly appreciative audiences, thousands strong, under the auspices of well-known cultural and educational Institutions and the like.

My infinite gratitude to our revered and beloved President Maharaj, through whose golden grace alone has this very trivial offering of mine been so much lovingly blessed by the World of Devotees at large.

Roma Chaudhuri

(প্রতিলিপি)

"বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্"

ফোন
৩৫-১৯৯৫

৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

২০ শে জুন ১৯৬৭

পরমপুণ্যনিলয়েষু,

আগামী ১০ই জুলাই ১৯৬৭ (২৫ শে আষাঢ় ১৩৭৪) বিকাল সাড়ে পাঁচটায়, ১৬৬ চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থ মহাজাতি সদনে "প্রাচ্যবাণীর" প্রতিষ্ঠাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীসারদামণি দেবীর শ্রীচরণাশ্রিত সন্তান ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীসারদামণি দেবীর স্মরণ-মনন সভা হবে। এই সভায় সানুগ্রহে পৌরোহিত্য করবেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পরম-পূজনীয় **শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ।**

এই পণ্যানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধেয়া অধ্যক্ষা ডক্টর রমা চৌধুরী বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পুণ্যলীলামূলক নূতন, সঙ্গীতবহুল সংস্কৃত নাটক "যুগ-জীবনম্" প্রাচ্যবাণী সংস্কৃত-পালি-নাট্যসঙ্ঘ কর্তৃক অভিনীত হবে।

আপনাদের পুণ্য উপস্থিতিতে এই মঙ্গলানুষ্ঠান ধন্য হয়ে উঠুক!
ভক্তি-প্রণতি গ্রহণ করবেন।

আশীর্বাদ-প্রার্থী
"প্রাচ্যবাণীর" সেবক-সেবকাবৃন্দ।

RAMKRISHNA MATH
P. O. Belur Math, Dist. Howrah
Phone : 66-3619 Pin : 711202

August 24, 1976

Dr. Roma Chaudhuri needs no introduction to the scholars of our country. Many years back at Mahajati Sadan I had the good fortune of attending the staging of a Sanskrit Drama composed by her— 'YUGAJEEVAN' on the life of Sri Ramakrishna. It was very much appreciated by all those who were present. I learn that it has since been staged at several other places with equal success. I am, therefore, happy that the drama is now going to be published in a book form to make it available to the general public. I am sure the general public also will appreciate its publication.

May the blessings of Sri Ramkrishna be on this endeavour and also on Dr. Roma Chaudhuri— this is my earnest prayer to Him.

Sd— **Swami Vireswarananda**
President
Ramkrishna Math
and
Ramkrishna Mission.

"युगजीवन"स्थ छन्दः सूची

পাত্র-পাত্রী

পুরুষ

গদাধর, অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ—"যুগ-জীবন"।

নরেন্দ্র, অথবা স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণপ্রতিম উত্তর-সাধক ; বিশ্ববিশ্রুত সন্ন্যাসী, জনসেবক ও লেখক ইত্যাদি।

হৃদয়—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগিনেয়।

মথুরানাথ—রাণী রাসমণির তৃতীয় ও পরে চতুর্থ বা কনিষ্ঠ জামাতা ("সেজ বাবু")

রামচন্দ্র—শ্রীসারদামণি দেবীর পিতা।

তোতাপুরী—কেবলাদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক "গুরু"রূপে গৃহীত ও সম্মানিত।

গিরিশ—"ভক্তভৈরব"—শ্রীরামকৃষ্ণের বিশিষ্ট ভক্ত ও বিশেষ স্নেহপাত্র ; সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতা ইত্যাদি।

কালীপ্রসাদ—শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য, পরে স্বামী অভেদানন্দ নামে বিশ্ববিশ্রুত ; "শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্তমঠের" প্রতিষ্ঠাতা ও সুবিখ্যাত লেখক, ইত্যাদি।

বৈষ্ণবচরণ }
গৌরীনাথ ভট্টাচার্য্য } সুবিখ্যাত পণ্ডিত।

অন্যান্য পণ্ডিত।

রাণী রাসমণির কর্মচারিবৃন্দ।

নান্দী-গায়ক, সূত্রধার।

পাত্রী

শ্রীসারদামণি দেবী—যুগজননী, শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী ও দ্বিতীয় জীবন ইত্যাদি।

রাণী রাসমণি—অপূর্ব শক্তিধারিণী, বিশাল জমিদারীর সুপরিচালিকা, বহু ঝড়ঝঞ্ঝা ও ইংরাজ শাসকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেও নির্ভয়ে। অত্যন্ত দয়া-দানশীলা, এবং দক্ষিণেশ্বরের বিশ্ব-বিখ্যাত ভবতারিণী (কালী) ও দ্বাদশশিবের মন্দির, বিষ্ণুমন্দির ও নাটমন্দিরের প্রতিষ্ঠাকারিণী ইত্যাদি।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী—সুপ্রসিদ্ধ নারী তান্ত্রিক, শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক "গুরু"-রূপে গৃহীতা ও সম্মানিতা।

নটী—প্রধানা অভিনেত্রী।

"যুগ-জীবনম্"

নান্দী—অথবা স্তুতিগান

প্রস্তাবনা

সূত্রধার, নটী।

সূত্রধার ও নটী—"যুগজীবনম্" নাটকটির বিষয়-বস্তু নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথোপকথন করছেন। এস্থলে এই কথাই বলা হচ্ছে যে, যুগ-জীবন শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁরই সাধনসঙ্গিনী শ্রীসারদামণি দেবী এবং তাঁরই যোগ্যতম উত্তরসাধক স্বামী বিবেকানন্দ—তিনজনেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন—ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মত্ব, জীবের শিবত্ব প্রচার করে', আপামর জনসাধারণ সকলকে মোক্ষের পথ প্রদর্শন করতে।

প্রথম দৃশ্য

(ভগ্নবিগ্রহ বিষয়ে গদাধরের বিধানদান)

স্থান—দক্ষিণেশ্বরস্থ ভবতারিণী মন্দির।

সময়—মধ্যাহ্ন।

গদাধর অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ, মথুরানাথ, হৃদয়, পণ্ডিতগণ।

ভবতারিণী মন্দিরের একজন পূজক যখন শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ হস্তে ধারণ করে মন্দিরে আসছিলেন, তখন তিনি জলসিক্ত অলিন্দে পা পিছ্‌লে পড়ে যান, এবং শ্রীবিগ্রহের পা ভেঙ্গে যায়। ভগ্নবিগ্রহ অশুদ্ধ বলে', তা' গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে' নববিগ্রহের পূজা করাই সমীচীন—এই বিধানই পণ্ডিতেরা সকলে দেন। রাণী রাসমণির তৃতীয় জামাতা মথুরানাথ এ বিষয়ে গদাধর বা শ্রীরামকৃষ্ণের মতামত জিজ্ঞাসা করলে তিনি বিশেষ ব্যথিত হয়ে মথুরানাথকে জিজ্ঞাসা করেন—"আপনার পা ভেঙ্গে গেলে কি আপনার স্নেহশীলা শ্বশ্রূমাতা আপনাকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে' নব জামাতা আনয়ন করতেন?" মথুরানাথ সহাস্যে উত্তর দিলেন "না, না, সে কি কথা? তিনি তা' করবেন কেন? বরং তিনি আমার জন্য যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থাই কেবল করতেন।" এখন শ্রীরামকৃষ্ণ বল্লেন—"তাহলে শ্রীবিগ্রহকে ভগ্নপদ বলে' গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া কি যুক্তিসঙ্গত? সাধারণ মানবের ক্ষেত্রে যা হয় না, স্বয়ং দেবতার ক্ষেত্রে তা' হতে পারে কিরূপে?" এই কথায় মথুরানাথের চৈতন্যোদয় হয়, এবং শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীবিগ্রহের ভগ্নপদের সংস্কার সাধন করলে, সেই পুরাতন বিগ্রহেরই পূজা পূর্ববৎ যথারীতি চলবে—রাণী রাসমণির পক্ষ থেকে তিনি এই আদেশই দেন। এতে পণ্ডিতবর্গ বিশেষ বিরক্ত হয়ে স্থানত্যাগ করেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(জগজ্জননী দর্শনলাভের জন্য গদাধরের ব্যাকুলতা)

স্থান—দক্ষিণেশ্বরস্থ ভবতারিণীর মন্দির।

সময়—মধ্যাহ্ন।

গদাধর অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ, হৃদয়, রাণী রাসমণির কর্মচারিদ্বয়।—

সাধারণ রীতি অনুসারে পূজার্চনা কিছুই না করে', শ্রীরামকৃষ্ণ অহোরাত্র শ্রীশ্রীমাতৃদর্শনলাভের জন্য আকুল প্রার্থনা ও ক্রন্দন করতে লাগলেন। এতে রাণী রাসমণির কর্মচারিদ্বয় বিশেষ ক্রুদ্ধ হয়ে, হৃদয়ের সনির্বন্ধ অনুনয়-বিনয় উপেক্ষা করে, রাণী রাসমণির নিকট সে বিষয়ে অভিযোগ করতে গেলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

(গদাধরের নিয়মবিহীন পূজা-পদ্ধতি বিষয়ে রাণী রাসমণির অনুপম নির্দেশ)

স্থান—দক্ষিণেশ্বরস্থ ভবতারিণী-মন্দির।

সময়—মধ্যাহ্ন।

গদাধর অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ, রাণী রাসমণি, মথুরানাথ, রাণী রাসমণির কর্মচারিদ্বয়।

তাঁর নবনিযুক্ত পূজক গদাধরের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ পাবার পর, স্বচক্ষে সব কিছু দেখবার জন্য, রাণী রাসমণি তাঁর জামাতা মথুরানাথকে সঙ্গে নিয়ে স্বয়ং মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন, এবং এককোণে গোপনে দাঁড়িয়ে থেকে গদাধরের পূজা পদ্ধতি দেখতে লাগলেন। আত্মবিস্মৃত গদাধর তখন শ্রীশ্রীভবতারিণী বিগ্রহের সঙ্গে শিশুবৎ সরল, মধুর আচরণ, অভিমান, আবদার প্রভৃতি করছেন, এমন কি, তাঁকে নিজের উচ্ছিষ্ট পর্যন্ত খাওয়াতে দ্বিধাবোধ করছেন না। এই দেখে, অতীব পাপকার্য করা হচ্ছে ভেবে' মথুরানাথ বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। কিন্তু গভীর প্রজ্ঞাশীলা রাণী রাসমণি স্থিরই বুঝতে পারলেন যে, অতি উচ্চস্তরের

সাধক ব্যতীত স্বয়ং জগন্মাতার সঙ্গে এরূপ অন্তরঙ্গ ব্যবহার করতে অন্য কেহই সাহসী হবেন না। সেজন্য, তিনি তৎক্ষণাৎ এই আদেশই দিলেন যে—"ছোট ভট্‌চাযি্য" মশায় গদাধর যেরকম মন চায়, ঠিক সেরকম ভাবেই পূজার্চনা করবেন—কেহই তাঁকে কোনো বাধা দেবেন না।"

সকলকে আশ্চর্যান্বিত করে' "দেবমন্দিরেও বিষয়-চিন্তা ?" এই বলে গদাধর হঠাৎ রাণী রাসমণির গণ্ডে চপেটাঘাত করলেন। এতে স্বভাবতঃই উপস্থিত সকলে বিশেষ ক্রোধান্বিত হলেন এবং কর্মচারিবৃন্দ গদাধরকে তৎক্ষণাৎ চাকুরী থেকে বরখাস্ত করবার জন্য সনির্বন্ধ আবেদন করলেন। কিন্তু মহীয়সী রাণী রাসমণি নিজের দোষ স্বীকার করে', বল্লেন যে, তিনি সত্যই দেবমন্দিরে তাঁর জমিদারীর বিষয় ভাবছিলেন, যা অত্যন্ত অন্যায়—সেজন্য গদাধরের কোনো শাস্তিই হতে পারে না।

চতুর্থ দৃশ্য

(গদাধরের ভৈরবী-ব্রাহ্মণী-গুরু-লাভ)

স্থান—গঙ্গাতীর।

সময়—প্রভাত।

গদাধর অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ, ভৈরবী ব্রাহ্মণী, হৃদয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠা তান্ত্রিক সাধিকা ভৈরবী-ব্রাহ্মণীকে মাতা ও গুরু-রূপে সানন্দে গ্রহণ করলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণীও শ্রীরামকৃষ্ণকে "গোপাল" ও "রঘুবীর" এবং "রাম" ও "কৃষ্ণের" একীভূত প্রকাশরূপে বরণ করে' নিয়ে স্বচক্ষে রঘুবীরের দর্শনলাভ হয়েছে বলে', স্বীয় কণ্ঠলগ্ন শ্রীরঘুবর-শিলা গঙ্গাজলে বিসর্জন দিলেন।

পঞ্চম দৃশ্য

(গদাধরের অবতারত্ব-বিষয়ে প্রমাণ)

স্থান—দক্ষিণেশ্বর ভবতারিণী মন্দিরের সম্মুখস্থিত নাটমন্দির।

সময়—প্রভাত।

গদাধর অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ, মথুরানাথ, ভৈরবী ব্রাহ্মণী, বৈষ্ণবচরণ, গৌরীনাথ, অন্যান্য পণ্ডিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব সম্বন্ধে বহু আলোচনা ও বাগ্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হওয়াতে, মথুরানাথ এক মহতী পণ্ডিতসভা আহ্বান করলেন এই গুরুতর

বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার জন্য। এই সভাতেও পণ্ডিতগণের মধ্যে বহু তর্কাতর্কি হয়। পরিশেষে, ভৈরবী ব্রাহ্মণী স্বয়ং এই বিষয়ে তাঁর চারটি সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে, শেষ পর্যন্ত এই সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্ব স্বীকার করে' নেওয়া হয় সানন্দে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(গদাধরের অদ্বৈত-বেদান্তবাদী তোতাপুরী-নামক-গুরুলাভ)

স্থান—দক্ষিণেশ্বরস্থ গঙ্গাতীর।

সময়—প্রভাত।

গদাধর অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ, তোতাপুরী।

কঠোর অদ্বৈত-বেদান্তবাদী তোতাপুরীর নিকট একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জীব-জগৎ মিথ্যা-মায়াই মাত্র। পুনরায়, একমাত্র শুদ্ধজ্ঞানই মোক্ষের কারণ, ভক্তি বা কর্ম একেবারেই নয়। অতএব ভক্তিবিগলিত বঙ্গদেশে জ্ঞানমার্তণ্ডের পূর্ণোদয় যাতে হতে পারে, সেজন্য তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে এসে শ্রীরামকৃষ্ণকে দীক্ষাদানের ব্যবস্থা করলেন অদ্বৈতমতানুসারে, এবং এ বিষয়ে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব দেখে চমৎকৃত হলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতবাদ ত সাধারণ অদ্বৈতবাদ নয়—তা' প্রকৃতকল্পে সমন্বয়বাদ। সেজন্য এতে স্থান আছে ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মের মধ্যে, স্থান আছে জীবের শিবের মধ্যে, স্থান আছে শক্তির শক্তিমানের মধ্যে, স্থান আছে ভক্তি ও নিষ্কাম কর্মের জ্ঞানের মধ্যে। তোতাপুরী এ সবই সজোরে অস্বীকার করলেন। তখন ঘটল অকস্মাৎ একটি দৈব-ঘটনা। তোতাপুরী অসহ উদরপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে' গঙ্গাজলে প্রাণবিসর্জন করতে গেলেন। কিন্তু কোন মায়াবলে, পরিপূর্ণ গঙ্গাজল ক্রমশঃ দূর থেকে দূরে সরে যেতে লাগল, তাঁর জন্য সামান্য মাত্র জল অবশিষ্ট রেখে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় তোতাপুরী অবশেষে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মূল কারণ আদ্যাশক্তি বা পরমা জননীকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হলেন।

তোতাপুরী গদাধরকে "রামকৃষ্ণ"—এই অপূর্ব নামটি দিলেন—যে পবিত্রতম, মধুরতম, সুন্দরতম, পূর্ণতম, ধন্যতম নামটি ভবিষ্যতে সমগ্র সংসারের কোটি কোটি জনের নিত্য-জপমন্ত্র, নিত্যপজ্য, নিত্যশান্তিস্থল রূপে পরিগণিত হয়েছে সগৌরবে।

সপ্তম দৃশ্য

(শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য গার্হস্থ্য জীবন এবং ষোড়শী-পূজা)

স্থান—দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহ।

সময়—প্রভাত।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদামণি, রামচন্দ্র, হৃদয়।

সুদীর্ঘ চার বৎসর পতিদেবতার সাদর আহ্বানের জন্য বৃথা অপেক্ষা করে', শ্রীসারদামণি অবশেষে পিতা রামচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে' নিজেই দক্ষিণেশ্বরে পতিগৃহে উপস্থিত হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন, এবং এইভাবে আরম্ভ হল এই দিব্য দম্পতির অত্যাশ্চর্য সমন্বিত আধ্যাত্মিক জীবন, যার দ্বিতীয় উদাহরণ জগতে নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণের সেই সুবিখ্যাত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীসারদামণিও দিলেন সেই তুল্য সুবিখ্যাত উত্তর—

"তুমি কি আমাকে সংসারের পথে টেনে নিয়ে যেতে এসেছ ?"

"না, তোমাকে সংসারের পথে টেনে নিয়ে যেতে আসব কেন ? তোমার ইষ্টপথে সহায় হতে এসেছি।"

পুনরায়, শ্রীসারদামণির সেই সুবিখ্যাত প্রশ্নের উত্তরে, শ্রীরামকৃষ্ণও দিলেন সেই তুল্য সুবিখ্যাত উত্তর—

"আচ্ছা, আমি তোমার কে ?"

"যে মা আমার জন্মদাত্রী, যে মা এখন ভবতারিণী-মন্দির-মধ্যে বিরাজিতা, নহবৎখানা-নিবাসিনী তুমিও আমার সেই একই মা।।"

তারপর শ্রীরামকৃষ্ণ এরূপ একটি অচিন্তনীয় অবর্ণনীয় অত্যাচর্শ্য, অপরূপ, অভিনব কার্য করলেন, যা' সমগ্র পৃথিবীতে কেহই কোনো-দিনও করেননি—অর্থাৎ, স্বীয় সহধর্মিণীকে স্বয়ং জগজ্জননীরূপে পূজা-নিবেদন। ফলহারিণী কালীপূজা, অথবা ষোড়শীপূজার দিন অমাবস্যার রাত্রিতে তিনি শ্রীসারদামণিকে আদ্যাশক্তির মূর্ত প্রতীকরূপে অর্ঘ্য দান করলেন ; তাঁর এতদিনের সঞ্চিত সকল সাধনার ফল, এমন কি নিজের জপমালাটি পর্যন্ত তাঁরই শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করে' দিলেন, নিজের জন্য কিছুই না রেখে—একেবারে কিছুই না, নিঃশেষে নিজেকে তাঁর নিকট উৎসর্গ করে দিয়ে'।

এই রোমাঞ্চকর ঘটনাটি সর্বজনসমক্ষে এই মহৎ-মধুর-সত্যটিই প্রমাণিত করে যে, দাম্পত্য-জীবনও আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম স্তরে উপনীত হতে পারে, যদি সে ভাবে সাধনা করা যায়।

অষ্টম দৃশ্য

(শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তরসাধক লাভ)

স্থান—দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহ।
সময়—মধ্যরাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ, নরেন্দ্র অথবা স্বামী বিবেকানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বহুদিন যাবৎ স্বীয় উত্তর সাধকের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে' বসেছিলেন। অবশেষে, তিনি সাক্ষাৎলাভ করলেন নরেন্দ্রনাথের; এবং তাঁর সাদর আহ্বানে দোদুল্যমান-হৃদয় নরেন্দ্র বহু বিলম্বে গভীর নিশীথে ছুটতে ছুটতে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহে এসে উপস্থিত হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সাদরে সানন্দে সাগ্রহে গ্রহণ করলেন নিজের প্রাণপ্রতিম শিষ্য ও উত্তরসাধকরূপে। কিন্তু বিজ্ঞানের ছাত্র, যুক্তিবাদী, প্রখরব্যক্তিত্বসম্পন্ন নরেন্দ্র অত শীঘ্র, অত সহজে শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরুরূপে স্বীকার করে নিলেন না—তাঁকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দৃঢ়সংকল্প হলেন। সেজন্য, প্রথমেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে সেই মূলীভূত মহাপ্রশ্ন করলেন, যা' তিনি পূর্বেই বহু জ্ঞানিগুণিজনকে করেছিলেন, কিন্তু কোনোরূপ সন্তোষজনক উত্তর অদ্যাপি পাননি—

"মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?"

"নিশ্চয়ই, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি—তোমাকে যেমন দেখছি, তার চেয়েও স্পষ্টতরভাবে দেখেছি; এবং তোমাকেও দেখাতে পারি, যদি তুমি আমি যা বলি তাই কর।"

তারপর, শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে নিজের পা দিয়ে স্পর্শ করলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্র মহাসমাধিগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁর তখন মাতাপিতা ও সংসারকে দেখতে হবে বলে', তিনি সেই উচ্চতম স্তরে শাশ্বতভাবে বিরাজ করতে চাইলেন না; এবং তাঁর কাতর প্রার্থনায়, শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে পুনরায় সংসারে নামিয়ে আনলেন।

দারিদ্র্যভারক্লিষ্ট নরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রীশ্রীভবতারিণীর নিকট তাঁর জন্য প্রার্থনা করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে তা' না করে', নরেন্দ্রকেই স্বয়ং জগজ্জননীর নিকট মন্দিরে গিয়ে যথেচ্ছ প্রার্থনা করতে নির্দেশ দান করলেন। সেই নির্দেশানুসারে, নরেন্দ্র বারংবার তিনবার ভবতারিণী-মন্দিরে গেলেন, কিন্তু প্রত্যেকবারই মৃন্ময়ী প্রতিমার চিন্ময়ী মূর্তির অনুপম রূপমাধুরী দর্শনে বিমোহিত

হয়ে' তাঁর নিকট পার্থিব ধনৈশ্বর্য কিছুই না চেয়ে, কেবল ভিক্ষা করলেন, বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান এবং সর্বোপরি মহাজননীর অবাধ-দর্শন। এতে মহাসন্তুষ্ট হয়ে' শ্রীরামকৃষ্ণ, নরেন্দ্রকে এই বলে' আশ্বস্ত করলেন যে, "তোমার ও তোমার পরিবারবর্গের মোটা ভাতকাপড়ের কোনোদিনও অভাব হবে না।"

নবম দৃশ্য

(শ্রীরামকৃষ্ণ-"কথামৃত")

স্থান—দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতীর।

সময়—সন্ধ্যা।

শ্রীরামকৃষ্ণ, নরেন্দ্র, কালীপ্রসাদ, গিরিশ, অন্যান্য ভক্ত-শিষ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ সকৌতুকে সানন্দে সকলের সঙ্গে কথোপকথন করছেন। এরই মধ্যে তিনি তাঁর স্বীয় অতুলনীয় মতবাদও সকলের মধ্যে সহজ-সরল-সুমধুরভাবে ব্যক্ত করছেন—যথা—

"জীবই শিব, সেজন্য জীবে দয়া নয়, জীবে শ্রদ্ধা, জীবে প্রীতি, জীবে সেবা—এই ত সকলের সর্বপ্রধান কর্তব্য।" ইত্যাদি।

এই সুমধুর শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পান করে' সকলেই পরমতৃপ্ত ও ধন্য হলেন।

দশম দৃশ্য

(অন্তিম দৃশ্য)

(শ্রীরামকৃষ্ণের "কল্পতরু"-রূপধারণ ও অভয়-প্রকাশ)

স্থান—কাশীপুরের উদ্যানবাটী। ১লা জানুয়ারী, ১৮৮৬।

সময়—অপরাহ্ন।

শ্রীরামকৃষ্ণ, ভক্তভৈরব গিরিশ, শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ।

মহাপ্রয়াণের পূর্বে, করুণাবরুণালয় পতিতপাবন, দীনতারণ, ভক্ত-বৎসল শ্রীরামকৃষ্ণ "কল্পতরু"রূপে, সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে' প্রত্যেককে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে'—"তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক!—এই বলে' মহাশীর্বাদ জ্ঞাপন করলেন।

(পটপরিবর্তন)

(নরেন্দ্রের নিকট স্বীয় অবতারত্ব বিষয়ে শেষবারের মত প্রকাশ)

স্থান—কাশীপুরস্থ উদ্যানবাটী।

সময়—প্রভাত।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র।

নরেন্দ্র শাশ্বতকাল মহাসমাধিস্তরে অবস্থান করবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করলে, শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়ে' তাঁকে কেবল স্বমুক্তিকামী, স্বার্থপর জন বলে তিরস্কার করলেন। নিজের ভুল বুঝতে পেরে, অনুতপ্ত নরেন্দ্র এই শুভ সংকল্পই গ্রহণ করলেন যে, তিনি সাধারণ সন্ন্যাসী না হয়ে', সংসার ত্যাগ না করে', প্রকৃত সন্ন্যাসীই কেবল হবেন—যিনি পদ্মপত্রে জলের ন্যায়ই সংসারে বসবাস করেও, সংসারে লিপ্ত না হয়ে', সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে জনসেবা করে যান।

নরেন্দ্রের মনোগত অবিশ্বাসের ভাব জানতে পেরে', অন্তর্যামী শ্রীরামকৃষ্ণ, পুনরায় শেষবারের মতই নরেন্দ্রের নিকট নিজের অবতারত্ব সম্বন্ধে স্পষ্টতমভাবে ব্যক্ত করলেন।

(পট-পরিবর্তন)

(শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কর্তৃক শ্রীসারদামণি দেবীর
দেবীর উপর ভার ন্যস্ত)

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীসারদামণি।

মহাপ্রয়াণের পূর্বে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দ্বিতীয়-জীবন, আত্মপ্রতিম, শক্তি-স্বরূপিণী শ্রীসারদামণিকে সাদরে আহ্বান করে', তাঁর উপর সমস্ত ভার দিয়ে গেলেন—তাঁর অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করতে অনুরোধ করে'।

(পট-পরিবর্তন)

স্থান—কাশীপুরের উদ্যানবাটী।

সময়—প্রভাত। (১৬ই, আগষ্ট ১৮৮৬)।

শ্রীসারদামণি এবং আবির্ভূত শ্রীরামকৃষ্ণ।

শোককাতরা শ্রীসারদামণি সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচন করে', শেষে শ্রীহস্তের বলয়দ্বয় উন্মোচন করতে উদ্যতা হলে, শ্রীরামকৃষ্ণ সহসা আবির্ভূত হয়ে বল্লেন—"আমি ত কেবল এক ঘর থেকে অন্য ঘরে গিয়েছি মাত্র। তাহলে আমার জন্য তুমি বৈধব্যবেশ ধারণ করবে কেন ?"

এই পরম আশ্বাস অনুসারে, শ্রীসারদমণি কোনোদিনও বৈধব্য বেশ ধারণ করেননি—হাতে বালাও রাখতেন, সরু লালপাড় সাড়ীও পরতেন, মাথার পেছনে সিঁদূরবিন্দুও পুঁছতেন না। কি অটল বিশ্বাস, কি অসীম সাহস তৎকালীন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে, কি অনন্ত প্রীতি-ভক্তি। সকল কার্যেই, সকল দিক থেকেই উপমাবিহীন এই দিব্য-দম্পতির পুণ্য-ধন্য-অনন্য জীবনে এই আরেকটী অতুলনীয় অননুকরণীয়, অভাবনীয় দিব্য-ঘটনা।

ভরত বাক্যম্
ওঁ শান্তি:
:—×—:

YUGA-JIVANAM

("The Life and Soul of the Century")

Composed by Dr. Roma Chaudhuri on the holy life of Sri Ramkrisna Parama Haṃsa Deva.

Dramatic Persone.

Males

Gadadhara or Sri Ramkrisna—"Yuga-Jivana".

Narendra or Swami Vivekananda—His great spiritual successor and Image ; a world-famous Monk, Server of Mankind and writer etc.

Hridaya—Nephew (Sister's son) of Sri Ramkrisna (Bhagne).

Mathuranath—Third and later on fourth or the last son-in-law of Rani Rasmani (Sejo Babu).

Ramchandra—Father of Sri Saradamani Devi.

Totapuri—A strict Monist or Advaita-Vedanta Sannyasin, honoured by Sri Ramkrisna as Guru.

Girisa—A great devotee of Sri Ramkrisna and well-known dramatist and actor, etc.

Kaliprosad—A well-known disciple of Sri Ramkrisna, later on celebrated as Swami Abhedananda, founder of "Sri Ramkrisna Vedanta Math" and author of a large number of books of very high merit and spirituality, etc.

Vaisnavacharan, Gaurinath Bhattacharya, Celebrated Pandits.

Officers of the Estate of Rani Rasmani. Other Pandit

Nandi-Singer—Eulogist

Sutradhara—Stage-Manager.

Females

Sri Saradamani—Spiritual Consort of Sri Ramkrisna. Juga-Janani, etc.

Rani Rasmani—A wonderfully capable lady, managing her big Estate most capably, single-handed, against very heavy odds and in the teeth of opposition from British officers. An intensely religious and charitable lady, with hundreds of princely gifts to her credit—the crown-jewel being the world-famous Bhavatarini (Kali), twelve Siva Mandiras, as well as Visnu Mandira and Nat-Mandira, erected by her in Daksinesvar.

Bhairavi—A great lady Tantrik, honoured by Sri Ramkrisna as Guru.

Nati—Main-Actress.

YUGA–JIV NAM

("The Life and Soul of the Century")

First Nandi or Eulogistic Song.
Then Prastāvanā or Prologue.
Sutradhāra or the Stage Manager and Naṭī or the Main Actress.

They converse with each other regarding the topic of the Drama, viz., the most wonderful life-history of Śri Rāmkrisna Paraṃa Hamsa Deva, who appeared on earth, together with Śrī Sāradāmaṇi Devī and Swami Vivekananda, to show all, the benign, blissful and bleassed Path to Salvation, by making them realise their inner and intrinsic, essential and eternal divine nature.

Scene I

(Godādhara's enjoinment regarding Broken Image)
Place — Bhavatāriṇī (Kali) Mandir, Daksinesvar.
Time — Noon.

Gadādhara or Śrī Rāmkrisna, Mathurānāth, son-in-law of Rāṇī Rāsmaṇi, Pandits, Hridaya, nephew of Gadādhara.

Gadādhara is now employed as the priest-in-charge of the well-known Bhavatāriṇī Mandir (Kālī Mandir) in Daksineswar, built by Rani Rasmani of immortal fame. It happens so that another priest carrying the Govinda Image in hand, slips and falls down on the Verandah, with the result that a leg of the Divine Image comes to be broken to pieces. Then, the Pandits of that locality all opine that a broken Image, being wholly impure, should be totally discarded, thrown into the river Ganga forthwith ; and a new Image installed instead. But Gadādhara or Sri Ramkrisna vehemently opposes this, and asks Mathurānāth—"Revered Sir, if you break your legs accidentally, then what will your most respected mother-in-law do ? Will she discard you, throw you into the river Ganga and take a new son-in-law instead ?". "No, no,"

replies Mathurānāth, smilingly "Of course not ; she will surely arrange proper medical treatment for my recovery." "Then, why should the Divine Image be so shabbily treated ?" Asks Gadādnara. Ashamed, Mathurānāth at once requests Gadādhara to repair the broken leg of the Divine Image, and worship the same as before. This infuriates the Pandits greatly, who leave the place in disgust.

Scene II

(Godādhara's intense desire for a direct vision of the Mother.)

Place — Bhavatāriṇī Mandir.

Time — Noon.

Gadādhara or Sri Ramkrisna, Hridaya, Employees of the Estate of Raṇī Rāsmani.

Instead of worshipping the Deity in the usual way, Godādhara or Sri Ramkrisna spends his time in lamenting for a direct vision of the Mother. The employees object vehemently to Gadādhara's uuconventional way of worshipping the Deity, and go to complain to Rāṇi Rāsmanī about him, ignoring Hridaya's pleadings.

Scene III

(Rāṇī Rasmani's benign injunction regarding Gadādhara's unconventional way of worship.)

Place — Bhavatāriṇī Mandir, Daksineswar.

Time — Noon.

Gadādhara or Śrī Rāmkrisṇa, Rāṇī Rāsmani, Mathurānāth, Employees of the Estate of Rāṇī Rāsmani.

Receiving numerous complaints regarding her Priest Gadādhara or Śrī Rāmkrisna, Rāṇī Rāsmani, accompanied by her son-in-law Mathurānāth, comes to the Bhavatāriṇī Mandir to see for herself what is happening there. So, she stands concealed in a corner of the Temple and watches Gadādhara closely and his ways of worshipping the Deity. As usual and oblivious of everything else, Gadādhara continues his simple,

sweet, artless, playful and childlike behaviour with the Image of the Divine Mother ; and even goes to the length of feeding Her with his "Ucchistas" or left-over portions of the food, taken by him first. Mathurānāth is very much perturbed at this, taking this to be a direct insult to the Divine Mother Herself, But the wiser Rāṇī Rāsmaṇī sees through the whole apparently daring and offensive behaviour of Gadādhara, realising what a great devotee he must be to dare to treat the All-Great, All-Powerful Mother in this way. So, she at once issues an order, through Mathurānāth, giving Gadādhara absolute freedom of action, in respect of the worship of the Holy Image of the Divine Mother.

Taking everyone by surprise, Gadādhara suddenly slaps Rāṇī Rāsmani on the cheek, asking her to stop thinking of worldly affairs inside a Temple. This enrages all present, and the employees of the Estate of Rāṇī Rāsmani want him to be dismissed at once. But Rāṇī Rāsmani, herself a wise and a benevolent lady, frankly confesses that she has really done something wrong by actually thinking of the affairs of her Estate, inside the Temple ; and so Gadādhara should not be taken to task for his action.

Scene IV

(Godādhara's acceptance of Bhairavi Brahmaṇī as Tantra Guru.)

Place — Banks of the Ganga.
Time — Morning.

Gadādhara or Sri Ramkrisna, Bhairavi Brāhmaṇī, Hridaya.

Gadādhara or Sri Ramkrisna meets Bhairavī Brāhmaṇī, a lady of wonderful calibre and spiritual achievements, and gladly and gratefully takes her to be his Spiritual Mother and Preceptor (Guru). Bhairavī Brahmani, too, on her part, takes him to be her "Raghuvir" and "Gopāla" "Ram" and "Krisna" together and initiates him to the Tantra Faith. Thus, two great souls meet, for the greater benefit of the entire world.

Scene V

(Acceptance of Gadādhara or Sri Ramkrisnaby all as an Incarnation of God Himself on earth.)

Place — Nata-Mandira, in front of Daksineswar Kali Mandira.

Time — Morning.

Gadādhara or Sri Ramkrisna, Mathurānāth, Hridaya, Bhairavi Brahmani, Vaisnava Charan, Gaurinatha, other Pandits.

After a lot of discussion, the Pandits, led by Vaisnava Charan, Gaurinath Bhattacharya Tarkabhusana, finally accept Gadadhara or Sri Ramkrisna as an Incarnation of God Himself on earth, on the ground of four unassailable proofs, advanced forcefully by Bhairavi Brahmani.

Scene VI

(Godādhara's acceptance of Totāpuri as his Advaita-Vedānta Guru.)

Place — Banks of the Ganga near Daksineswar.

Time — Morning.

Gadādhara or Śrī Rāmkrisna ; Totāpuri, the great and uncompromising Advaita-Vedāntist or Strict Monist.

Totāpurī, a very strict Advaita-Vedantist or Monist, believing only in Brahman or the Absolute and Śuddha Jñāna or Pure Knowledge as the means to realising Him, is vehemently opposed to any kind of Śaktivāda and Bhaktivāda — i. e., any Śakti or Power of Brahman and any Bhakti or Devotion for Him. He initiates Gadādhara to Advaita-Vedanta Faith ; and Gadādhara, too, as before, gladly and gratefully accepts him as Spiritual Preceptor or Guru. Here, again, as before, two great souls meet, for the greater benefit of the whole mankind ; and this incident once more proves the wonderful open-mindedness of Śri Rāmkrisna, ready and also eager to see the Truth in every doctrine, of the world, without any distinctions whatsoever.

But Śrī Rāmkrisna is not only an Advaita-Vedāntist—but more a Samanvaya-vādin or a Synthesist ; and so he easily

combines together Brahman and Śakti, Jñaña and Bhakti. Hence, through his divine influence, Totapuri, too, has to admit Sakti and Bhakti finally, through a miraculous incident. He is all at once attacked with a very severe and intolerable stomach pain ; and desperately tries to drown himself in the river Ganga, not being able to bear same. But the water of the erstwhile full river suddenly begins to recede away and away, far and far off, leaving not even knee-deep water for him. Absolutely baffled and greatly perturbed, the uncompromising Advaita-Vedanta Saint Totapuri has, at long last, to admit Śakti behind the whole world-creation.

Totāpurī gives the name "Rāmkrisna" to Gadādhara—a name to be adored by countless millions, later on, all over the world, all throughout the ages. with deepest reverence and purest love.

Scene VII

(Śrī Ramkrisna's wonderful spiritual conjugal life with Śrī Sāradāmaṇi, and Soḍaśi Pujā.)

Place — Sri Rāmkrisna's room at Daksineswar.

Time — Morning.

Sri Rāmkrisna, Sri Saradāmaṇī, Ramchandra, her father, Hridaya.

After waiting in vain for four long years for her husband's loving call, the Holy Mother Śrī Sāradāmaṇi herself arrives in her husband's house at Daksineswar with her father Ramchandra. Sri Ramkrisna, too, welcomes her very gladly ; and thus begins the most astounding combined spiritual life of this Divine Couple, unparalleled in the whole world. In reply to Śri Rāmkrisna' celebrated query : "Have you come here to drag me into the mire of worldly existence ?" Śrī Saradāmaṇi gives him the equally celebrated reply : "Why should I drag you into the mire of worldly existence ? I have come here simply to help you in your desired for Spiritual Path."

Again, in reply to Śrī Saradāmaṇi's celebrated query, "Who am I to you ?" Śrī Rāmkrisna gives her the equally celebrated reply : "You, residing in the Nahavat Khānā, are to me, the very same Mother. who gave birth to me, and, who now resides inside the Bhavatāriṇī Temple."

Then, Śrī Rāmkrishna does something, absolutely unique in the History the whole world. On the Falaharini Kali Puja or Soḍaṣī Pujā Night, he worships Śrī Saradāmaṇi as the Divine Mother Herself, dedicates himself completely at her holy feet, renounces all Sadhanas or spiritual enterprises to her and even goes to the length of giving up his Japa-mālā or counting beeds to her, retaining nothing for himself henceforward— nothing, absolutely nothing. The wonderful impact of this breath-taking, unbelievable, thrilling, inspiring incident on the world at large, is yet to be seen. But it will, for ever, shine in its ever-bright golden radiance as to what heights can a Sādhaka rise even in his conjugal life, ordinarily condemned as wholly impure and rejectable for a saint.

Scene VIII

(Śrī Rāmkrisna's attainment of a Spiritual Successor.)

Place . — Śrī Rāmkrisna's room at Daksineswar.

Time — Midnight.

Śrī Rāmkrisna, Narendra or Swami Vivekananda.

After waiting in vain for his "Uttara-Sādhaka" or spiritual successor for a long time, Śrī Rāmkrisna, at long last, meets Narendra or Swami Vivekananda, who comes to him running, at the dead of night, eager, yet reluctant. Śrī Rāmkrisna accepts him most eagerly and lovingly. with outstretched arms. But Narendra. a staunch rationalist to the core, is not so eager to accept him as his Guru, so easily and quickly. So, he puts to him a fundamental question which has been worrying him for a long time, viz., "Sir, have you seen God ?" Smilingly and quite at ease, Śrī Rāmkriṣṇa at once replies : "Of course, I have seen God — I have seen Him as clearly as I see you now : I can make you also see Him, if you follow my advice."

No one has, till now, dared to assert the same to Narendra. Astounded, yet relieved, Narendra thinks of surrendering himself to Śrī Rāmkrisna, yet hesitates, as a strict rationalist. Knowing of this at once, Śrī Rāmkrisna touches him with his feet, and thereby puts him into the Supreme Trance of Maha-Samadhi. But Narendra amazed

and perplexed, begs of him to take him down from that lofty state, as he has to look after his family.

Poverty-stricken Narendra begs Śrī Rāmkrisna to save him ; and on Śrī Rāmkrisna's advice, he goes to Devi Bhavatāriṇī thrice to pray to Her to relieve him of his poverty. But each time he totally forgets himself at the very sight of the Divine Mother and ends by asking only Viveka-Vairāgya-Jñāna-Bhakti-Avādha-Bhagavad-Darśana from Her — i. e., Power of Discrimination, Detachment, Knowledge, Devotion, and Untramelled Vision of the Divine Mother.

Very much pleased, Śrī Rāmkrisna graciously assures Narendra that he and his family would never lack the bare necessities of life.

Scene IX

Place — Banks of Ganga, Daksineswar.
Time — Evening.

Sri Rāmkrisna, Narendra, Kaliprasada, Girisa.

Śrī Rāmkrisna graciousy and joyously instructs his beloved disciples on some fundamental philosophical, theological and ethical theories, such as — One cannot show 'mercy' to any one, but can only worship and serve him as the living embodiment of God Himself ; the whole Universe is the loving, playful, blissful manifestation of God Himself ; Pure Knowledge (Suddha-Jñāna) by no means excludes Devotion (Bhakti) and selfless activities (Niskama Karmas) etc.

Scene X
(Last Scene)

(Śrī Rāmkrisna as Kalpataru and his Maha-Samadhi)

Place — Garden-house at Kasipur.
Time — Afternoon.

Śrī Rāmkrisna, Girisa, Devotees.

Śrī Rāmkrisna, becoming Kalpataru (Wish-fulfilling Tree), touches and blesses all and sundry with the words — "May Knowledge and Realisation dawn on you."

(Change of Scene)

Place — As above.
Time — Morning.

Śrī Rāmkrisna. Narendra.

Narendra desires to remain in the supreme-state of Maha-Samadhi permanently and is severely taken to task for his selfishness by Śrī Rāmkrisna, who wants him to remain in the world and show the path of salvation to all. Ashamed repentant, Narendra eagerly agrees to do so, and dedicate his whole young life for the service and worship of mankind on earth, specially of the depressed and distressed ones.

Then, to clear off the lingering doubts in Narendra, regarding his own Avatarship, Śrī Rāmkrisna reveals himself as an Incarnation to him.

(Change of Scene)

Place — As before.
Time — Night.

Śrī Rāmkrisna donates all his supreme Vibhutis or powers to Narendra and thus, declares himself to be an absolute beggar, leaving nothing for himself on earth.

(Change of Scene)

Place — As above.
Time — Night.

Śrī Rāmkrisna, Śrī Sāradamani Devi.

Before leaving his mortal coils, Śrī Rāmkrisna directs Śrī Saradamani to carry on his unfinished works and complete his incomplete Vow of Universal Service, teach Devòtion and performance of unselfish works to all, as necessary for their salvation.

(Change of Scene)

Place — As above.
Time — Morning. (16th August, 1886)
Śrī Saradamani

Śrī Rāmkrisna suddenly appears before the grief-sticken Śrī Saradamani and assures her that he has gone only from one room to another and so she should not consider herself to be a widow and put on widow's apparels etc.

Sri Saradamani also very boldly follows her husbands instructions, even in those days of social prejudices, and this is another unique wonderful incident in her holy life, of unparalled glory and beauty.

BHARATA-VAKYAM

—Om Santi—

युग-जीवनम्

(नाटकम्)

(डक्टर-रमा-विरचितम)

(नान्दी)

धरावतंसं परात्मवंशं
प्रणमामि परमहंसम् ।
जित-कलि-कंसं हृत-वलिदंशं
धूत-धार्मिकध्वंसम् ॥१॥

[प्रस्तावना]

(नान्द्यन्ते प्रविशति सूत्रधारः)

सूत्रधारः । अहो ! अनिन्द्यानन्दघनो दिवसोऽयं भीषण-भावनाजनकश्च । यतः प्राच्यवाणीकर्तृपक्षैरादिष्टोऽस्मि यत् त्रिभुवनजनानां सहस्र-कोटिजन्म-सञ्चित-पुण्यानां घनीभूतसारम्, परब्रह्मणो वरणीयतमं-विभूतीनां विलसितागारम्, सकल-देशकालानाम् अनुपमावताराणां वरिष्ठावतारम, निखिल-ज्ञानिगुणिगण-लब्धानां शोभन-शुभानां सहजतम-द्वारं श्रीरामकृष्णपरमहंस-देवमाश्रित्य रचितं किञ्चन श्रद्धाश्रितं भक्तिभरितं प्रीतिप्रसन्नं संस्कृतनाटकं नाट्ये प्रयोक्तव्यमिति ।

ततो वयं "प्राच्यवाणी" सदस्या डक्टर-रमाचतुर्धुरीणा-विरचितस्य अभिनवस्य संस्कृत-नाटकस्य "युगजीवन" समाख्यस्याभिनयार्थं प्रस्तुता वर्तामहे ।

किन्तु, किं करोमि, किं करोमि दीनहीनः क्षुद्रक्षीणः पापतापलीनोऽहम् ? किमहं भगवतो रामकृष्णपरमहंस-देवस्य सुचरितम् अभिनयेनोद्धारयितुं शक्नोमि ?

किं खद्योतः शक्नोति मार्तण्डम् उद्भासयितुम् ? किं भेलकः शक्नोति सागरम् उत्तारयितुम् ? किं जलकणः शक्नोति निर्झरम् उत्सारयितुम् ? श्रीरामकृष्णपरमहंसदेवो ज्ञानमार्तण्डो भक्तिसागरः कर्मनिर्झरश्च। अहन्तु क्षीणातिक्षीणः खद्योतः, क्षणभङ्गुरो भेलकः अणु-परमाणुपरिमाणो जलकणश्च केवलम्।

युगावतारो जड़देहधारी
जड़े जगत्यद्य विहारकारी।
भूमा निगूढ़ातिनिगूढ़ उच्चा-
दुच्चो गभीरातिगभीर-सत्त्वः ॥२॥
महात्मनस्तस्य चरित्रचित्रणे
भवेत् समर्थः कथमेष मादृशः।
तुच्छातितुच्छश्चिररिक्तजीवनो
दीनातिदीनो मनसा मलीमसः ॥३॥ (युग्मकम्)

ततः किं करोमि किं करोमि मन्दभाग्यः ?

भवतु, आह्वयामि मम सकल-सन्देहवारिणीं सकलसमस्याहारिणीं सकल-सङ्कटतारिणीं नटीम्। (नेपथ्याभिमुखः)

देवि देवि! यदि तव नाट्यकार्यं सर्वमवसितं ततस्त्वरितमत्रागम्यताम्।

नटी। (प्रविश्य) देव! इयमहम् आगतास्मि। किन्तु देव! कथं भवान् कराल-कुटिलकादम्बिनीकलित-कृष्णाकाश इव कठिनाननः परिलक्ष्यते ? प्रसन्न-प्रकट-प्रभातालोक इव सदा हास्यमयो हि भवान्, किं संघटितं सहसा ?

सूत्रधारः। शृणु निपुण-दर्शने! शृणु। जानासि किल यत् श्रीराम-कृष्णपरमहंस-देवस्य कल्याण-कमनां गौरव-गहनां मङ्गल-मोहनां जीवन-गाथामवलम्ब्य रचितस्य कस्यचन नाटकस्याभिनयार्थम् आदिष्टा वयम्। किन्तु क्षुद्रातिक्षुद्रा वयं कथमिदं युगालोक-युगामृत-युगानन्द-युगजीवनं स्वल्पमात्र-मपि चित्रितं कर्तुं पारयिष्यामः! अयमेव मम गभीरचिन्ताविषयः।

नटी। (विहस्य) देव ! मा अकारणं पर्याकुलो भवतु भवान्। किं भवता विस्मृता श्रीरामकृष्णपरमहंस-देवस्य, तस्य द्वितीय-जीवनरूप-श्रीसारदामणिदेव्याः, तस्य प्राणप्रतिम-मन्त्रशिष्य-स्वामिविवेकानन्दस्य च जीवनव्यापिनी शिक्षा ? शृणोतु भवान् शृणोतु सानन्दं, शृणोतु साग्रहं, शृणोतु सगौरवं तेषाम् अमृतवाणीम्। अद्यापि सा ध्वनति प्रतिध्वनति भारतवर्षस्य तथा विश्वब्रह्माण्डस्य गगने पवने वनोपवने। शृणोतु भवान् शृणोतु तां रोमाञ्चकरीं मञ्जुल-वाणीम्—

"जीवः शिवः शिवो जीवः, जीवः शिवः केवलम्।" (श्रीरामकृष्णस्य)

"विश्वब्रह्माण्डम् आत्मजनं परिगणयितुं शिक्षस्व। कोऽपि न तव परः। मातः ! जगत् तव" (श्रीसारदामणिदेव्याः)।

"जानीहि—तत्त्वमसि—त्वं हि सः, त्वं हि विश्वेश्वरः, त्वं हि विश्वात्मा, त्वं हि विश्वब्रह्माण्डम्"।

"अत एव न त्वं दीनः, न त्वं हीनः, न त्वं क्षुद्रः, न त्वं तुच्छः—त्वं तु अजरः अमरः अभयः अजेयः अशोकः परमेश्वरः केवलम्। अत एव उत्तिष्ठ, जागृहि, स्वस्वरूपं प्रकटय" (स्वामिविवेकानन्दस्य)।

अतएव आर्य ! जगति न कोऽपि अशक्तः अधमः अनादृतो वा। सर्वे एव ब्रह्म, पूर्ण-ब्रह्म, नित्य-ब्रह्म, शुद्ध-ब्रह्म। ततः कथं भवतो भीतिः आशङ्का व्याकुलता वा ?

हिमाद्रेः स्थिरत्वं द्रुतनद्याश्चलत्वं
रवेस्तापमुग्रं विधोः शीतलत्वम्।
पवेः पूर्णदार्ढ्यं सुमानां मृदुत्वं
चिरं बिभ्रतां नो जये का नु बाधा ? ॥४॥

सूत्रधारः। (सानन्दम्) सत्यं प्रज्ञाप्रसन्ने ! चिरसत्यम्। ततो युग-जीवनम् अस्माकं प्राणमनोधनं श्रीरामकृष्णपरमहंसदेवं तस्य प्रतिच्छवि-विस्वरूपां जननीं श्रीसारदामणिं, तस्य जीवनालोकं स्वामि-विवेकानन्दञ्च

प्रणम्य उपस्थित-सहृदय-भक्तजनानां मङ्गलाशिषं प्रार्थ्य प्रारभामहे विश्वस्य आश्चर्यतमां जीवनगाथाम् ।

नटी । (सानन्दम्) पश्यतु भवान्, पश्यतु कृपया सम्मुखे ।

सूत्रधारः । (तथा कृत्वा) अहो !

चलति गुणाधारः कल्याणाकारः
मातृदर्शनाकुलः साधकः ।
"युगजीवन" सारः परतमावतारः
विश्व-विद्वेष-विघ्नबाधकः ॥५॥

(इति प्रस्तावना)

—०—

प्रथम-दृश्यम

[भग्न-विग्रहविषये गदाधरस्य विधिप्रदानम्]

स्थानम्—दक्षिणेश्वर-कालीमन्दिरम् ।

समयः—मध्याह्नः ।

(ततः प्रविशति विश्वजननीदर्शनाकुलो गदाधरो गायन्)

(सङ्गीतम्)

देहि मे धन-रक्षण-भारम्
अकृतज्ञो नाहं शङ्करि !
हरन्ति सर्वे पद-रत्नभाण्डारं
नाहमेतत्सहनकारी ॥६॥
भाण्डाराध्यक्षस्तव हि जननि !
स्वात्मविस्मृतस्त्रिपुरारिः ।
आशुतोषः स स्वभावदाता
तथापि तव चिर-भाण्डारी ॥७॥

अर्धाङ्ग-भूमिभोगी स
तथापि बहुवेतनधारी।
वेतनहीन-दासस्तवाहं
केवलं चरणरजोऽधिकारी ॥८॥
भणति प्रसादो दीनहीनो
मातृपदं महागुरुभारि।
नास्ति मातृपदतुलना भुवने
तत् पदं मम विपद्वारि ॥९॥

गदाधरः। (भावाविष्टः) मातः मातः मातः ! करुणा-कोमले ममता-मधुरे स्नेह-सुशीतले मातः ! भक्तवत्सला सन्तान-शुभाकुला दीनहीन-मोक्ष-व्याकुला हि त्वम् तापतारिणी हानिहारिणी विपद्वारिणीति ख्याता। किन्तु कथं त्वम् अधमाधमं मां प्रति ईदृशी निष्ठुरा कठोरा च जाता ? कथं कथं मातः ! को मे अपराधः ? कथम् अहम् अद्यापि त्वद्दर्शनवञ्चितः ? कथं कथं मातः ! कथं कथम् ? (रोदिति भावावेगेन)।

माता मेऽरुणकोटितोऽपि विशदा कोटीन्दुतः कोमला
सूक्ष्मा कोटिहिमाद्रितः सुविमला स्वर्गापगाकोटितः।
सेयं कोटिशिरीषपुष्पमृदुला कोटेः खगानामहो
गीतिभ्योऽप्यतिपेशला न तुलना विश्वेऽस्ति तस्याः क्वचित् ॥१०॥
भूयस्तीर्थविलोकनाद् भवति यत् पुण्यं महद् भूतले
तत् स्यान्मातृपदद्वये नयनयोर्नीतेऽतिथित्वं सकृत्।
यां स्पृष्ट्वा सकृदर्जयन्ति मनुजास्तृप्तिं हि लोकोत्तरां
सा न स्याद् बहुकोटिसाधुचरणस्पर्शं सदा कुर्वताम ॥११॥
यस्याः सकृन्मननतः शतलक्षकोटी-
कोटीष्टनाम-मननस्य फलागमः स्यात्।
ध्यानं यदीयमनुतिष्ठति वारमात्रं
ध्यानानि देवनिवहस्य फलन्ति लोके ॥१२॥ (विशेषकम्)

(ततः प्रविशति हृदयः वेगेन)

हृदयः। मातुल मातुल ! कुत्र त्वम् ? (दृष्ट्वा) किं करोषि भूत-ग्रस्तवद् दण्डायमानो भूत्वा ? अहो ! रोदनपरवशो हि त्वं पुनः शिशुवत्। मातुल मातुल ! शृणु मद्वचनम्। पुनरपि कथयामि यत्, ईदृशाचाराचरणानि न त्वयि शोभन्ते। गण्यो मान्यः पूज्यो जनो हि त्वम्—महामहिमान्वित-राज्ञ्याः श्रीरासमणिदेव्याः सुप्रसिद्ध-कालीमन्दिरस्य वरेण्यः पूजकः ! ततो यदि त्वं जड़वत् मूकवत् मत्तवत् आचरसि तदा किं वा लोका वदिष्यन्ति ? किं वा मंस्यते प्रवर-प्रतापशालिनी राज्ञी महोदया तस्या जामातृप्रवरः प्रबलपराक्रान्तः श्रीलश्रीयुक्त-मथुरानाथो वा ?

गदाधरः। हृदय ! तूष्णीम्भव। मम आचाराचरणानां विचारकर्त्री हि सा, सैव ; न त्वं न वा अन्यः।

हृदयः। हा हतोऽस्मि ! किं न सुहृज्जनानां सत्परामर्शस्तुभ्यं रोचते ? भवतु, स्वकर्मणां फलानि त्वं भोक्ष्यसे अचिरेण स्वयमेव, नाहम्। किं वा अहं कर्तुं पारयामि ?

गदाधरः। हृदय ! पुनरपि कथयामि—तूष्णीं भव, न मां पर्याकुलं कुरु। कामये अहम् अखण्ड-निर्जनताम्, येनाहं जनन्या सह विवाद-निष्पत्तिं कर्तुं पारयामि।

हृदयः। (सोपहासम्) जनन्या सह विवादनिष्पत्तिः ? हाः हाः हाः ! असमसाहसः अशेष-स्पर्धाशीलो हि त्वं मातुल महोदय ! हाः हाः हाः ! किं जगज्जननी तव खेलन-सामग्री हेलन-वस्तु वा ? हाः हाः हाः !

दीनातिदीनस्तृणगुच्छकः कथं
वनस्पतेः स्यात् परिरम्भणक्षमः।
हीनातिहीना किमु मृत्कणा भवे-
च्छक्ता विजेतुं हिमशैलमुन्नतम् ॥१३॥
क्षीणादपि क्षीणशिखा प्रदीपिका
शक्ता किमुद्भासयितुं त्विषाम्पतिम्।

जगज्जनन्यप्यनयैव धारया
न मादृशामिन्द्रियगोचरा क्वचित्॥१४॥ (युग्मकम्)

(आदरभरेण गदाधरं कण्ठे धृत्वा) शृणु मम आदरभाजन मातुल महोदय ! शृणु तव शाश्वत-मङ्गलाभिलाषिणो भागिनेयस्य वचनम्। जगज्जननीं त्यक्त्वा अस्य देशस्य जननीं प्रति कृपाकटाक्षं कुरु। न जाने अहं, जगज्जननी तुभ्यं धनैश्वर्याणि दास्यति न वा, किन्तु जाने अहं निश्चितं यत्, अस्य स्थानस्य जनन्या अङ्गुलीहेलनेनापि प्राप्स्यसि त्वं प्रभूत-धनानि।

गदाधरः। (सरोषम्) हृदय ! हृदय ! त्यज स्थानमिदं मुहूर्तेन। त्वं परिपूर्णतया जानासि यत् नाहं पार्थिव-धनकामी, मन्निकटे मुद्रा मृत्तिका च समाने एव। मुद्रा मृत्तिका, मृत्तिका मुद्रा, मुद्रा मृत्तिका, मृत्तिका मुद्रा, मुद्रा मृत्तिका, मृत्तिका मुद्रा।——

हृदयः। पुनरपि प्रारभसे तव उन्मत्त-व्यवहारान्? विरम, विरम, मातुल ! विरम विरम। आगच्छ मया सह श्रील-श्रीयुक्त-राज्ञीमहोदयायाः पण्डितसभायाम्।

गदाधरः। पण्डितसभायाम्? का सा पण्डितसभा?

हृदयः। (ललाटाघातेन सह) हा मम भालम्! एतदेव न जानासि त्वम्? सत्यं नु त्वं स्वपदे कुठाराघातं करोषि स्वयम्। शृणु। भग्न-विग्रह-विषयक-विधानलाभार्थं राज्ञ्या रासमणिदेव्या आहूता महती पण्डितसभा एका। तत्र समवेताः पण्डिताः तया बहु-दक्षिणादानेन पूजिताः। ततो मातुल ! आगच्छ, कृपया आगच्छ तत्र—त्वमपि बहुधनानि प्राप्स्यसि राज्ञीमहोदयायाः सकाशात्। आगच्छ, आगच्छ, मा कुरु विलम्बं मुहूर्तमात्रम्, समाप्तप्राया हीयं सभा।

गदाधरः। गच्छ यत्र तत्र, कुरु यथा तथा तवेच्छानुसारेण, केवलं न माम् उत्यक्तं कुरु। नाहं गच्छामि पण्डितसभायाम् अनाहूतः, नाहं कामये धनम्। ततः परिप्रस्थानं कुरु अस्मात् स्थानात् अस्मिन्नेव क्षणे। न मम शान्तिं विघ्नितां कुरु।

हृदयः। (सरोषम्) हुँ। (मातुलमनुकृत्य मुखभङ्गीसहकारेण)

"नाहं कामये धनम् !" ततः किं कामयसे त्वम् ? जगज्जनन्याः श्रीमुख-दर्शनम् ? किं तत् आनेष्यति त्वदर्थम् अन्नं वस्त्रम् आश्रयं वा ? हुँ ! भवतु, मूर्खसङ्गो हि सर्वथा परित्यजनीयः। विदायं याचे श्रीलश्रीयुक्त-मातुल-महोदय ! अयं हृदयशर्मा न मरिष्यति सत्वरम्। ततो द्रक्ष्यति स सुनिश्चित-मेव—किं घटिष्यते तव ललाटे—द्रक्ष्यति तत् सुनिश्चितमेव। (गमनोद्यतः)

(ततः प्रविशति पण्डितैः सह मथुरानाथः)

मथुरानाथः। कनिष्ठ-भट्टाचार्य महोदय ! अहं वाञ्छामि भवतः परामर्शम् एकस्मिन् गुरुतरे विषये। किमधुना भवतः अवसरोऽस्ति ?

हृदयः। (उत्सुकः) निश्चितं निश्चितम्। महामहिममय देव ! भवदर्थम् अवसरः सर्वदा सर्वथा सर्वस्थानेषु च लप्स्यते मम प्राज्ञश्रेष्ठ-मातुल-महोदयेन। ततः कृपया वदतु भवान् भवदभिलाषविषयम्।

गदाधरः। (जनान्तिकम्) हृदय ! मान्य-जनसम्मुखे प्रगल्भता न करणीया। (प्रकाशम्) मान्य-महोदय ! दीनहीन-जनोऽहम्। तथापि यदि मम परामर्शो भवतः सुख-शुभ-हेतुको भवेत् तदाहं सानन्दं तं दास्यामि। कृपया कथयतु भवान् सर्वं वृत्तान्तम्।

हृदयः। (सन्तुष्टः जनान्तिकम्) मातुल ! किम् अनेन हृदयशर्मणा कथितम् ? ब्रूहि तत्, प्राणप्रतिम ! ब्रूहि तत्।

गदाधरः। (जनान्तिकम्) मा चापल्यं प्रकटय अतिथिजनानां सम्मुखे।

मथुरानाथः। मन्ये भवान् जानाति तम् अतीव दुःखजनकं संवादम्। श्रीराधा-गोविन्दपूजकः श्रीक्षेत्रनाथः शुभ-नन्दोत्सवदिवसे श्रीगोविन्दविग्रहस्य शयन-गृहानयनकाले जलसिक्ते पिच्छिले अलिन्दे स्खलित-पदो भूत्वा श्रीविग्रहेण सह धराशायी अभवत्। तेन श्रीविग्रहस्य पदमेकं भग्नं जातं दौर्भाग्येण। अतीवाशुभं लक्षणमेतत्। ततः किं करणीयमत्र अस्माभि ?

अस्माकं कर्तव्य-निर्णयार्थं माननीय-श्वश्रूदेव्या आदेशानुसारेण वयं महतीं पण्डित-सभामेकाम् आहूतवन्तः। शृणोतु भवान् कृपया श्रेष्ठ-पण्डितानां सर्ववादि-सम्मतिक्रमेण गृहीतं मतम् अस्मात् पण्डितप्रकाण्डात्।

गदाधरः। यद् भवान् इच्छति।

पण्डितः। अस्माकं सुचिन्तितं सुदृढं मतम् एतदेव—भग्नविग्रहपूजा हि अशुद्धा। ततो भग्नविग्रहो गङ्गाजले विसर्जनीयः, तत्स्थले नव-विग्रह एको निर्मातव्यश्च, स एव पूजनीयो नान्यः।

अखण्डानन्त-पूर्णा हि सत्ता श्रीभगवानयम्।
न तत्र कोऽप्यभावोऽस्ति न दोषोऽपूर्णता न च ॥१५॥
ततो भग्नपदोऽपूर्णोऽशुद्धो विग्रह एष वः।
कथं साक्षाद् भगवतः प्रतीकत्वं प्रपद्यताम् ॥१६॥
किं कर्दमाक्तं धरणीतलं क्वचिद्
व्योम्नो निरङ्कुस्य भजेत् प्रतीकताम् ?
तुच्छातितुच्छं तृणपुष्पकं तथा
हा पारिजातस्य सुचारु-रोचिषः ? ॥१७॥ (विशेषकम्)

मथुरानाथः। कनिष्ठ-भट्टाचार्यमहोदय! किं भवन्मतम्?

गदाधरः। मम मतम्? को वाहं परम-मातृविषये मतं दातुम्? परम-प्रज्ञाशीला परम-प्रज्ञापरा अशेष-शक्तिशालिनी सा स्वयमेव स्वकीय-सर्वव्यवस्थादिकं करोति सर्वदा। न सा परनिर्भरशीला अस्मद्वत्।

भवतु, मथुरानाथ महोदय! महाप्रश्नमेकं पृच्छामि भवन्तम्—यदि भवान् रोगाक्रमणेन आकस्मिक-दुर्घटनापातेन वा भग्नपदो भवेत्, तदा किं भवतः पूजनीया श्वश्रूमाता कुर्यात्?

मथुरानाथः। (विहस्य) अपि अयमेव भवतो महाप्रश्नः? ततः शृणोतु भवान् मम निःसंशयमुत्तरम्—

स्नेहमयी सा स्वजीवनं पणीकृत्य मम चिकित्सा-व्यवस्थादिकं करिष्यति, येन मम भग्नपादः अचिरेण संयुक्तो भवेद् भेषज-गुणेन।

गदाधरः। (सस्मितम्) किं न सा भवन्तं गङ्गाजले निक्षिप्य नव-जामातृवरम् आनेष्यति? (सर्वे हसन्ति)

मथुरानाथः। न न, कनिष्ठ-भट्टाचार्य-महोदय! न कदापि तत् संघटिष्यते, कदापि न। न सा तादृशी कठोर-हृदया।

गदाधरः। (भावाविष्टः) ततः कथं भवान् भग्नपादं श्रीदेवविग्रहं गङ्गाजले निक्षेप्तुम् उद्यतः? यदि भवान् भग्नपादान् आत्मीयबान्धवान् न त्यजेत् तदा कथं भग्नपाद-विग्रहं त्यक्ष्यति अवहेलाभरेण? किं स आत्मीय-बान्धवेभ्यो दीनतरो हीनतरः क्षुद्रतरः क्षीणतरो वा? ततः कथं सः अवहेलनीयः परित्यजनीयो वा?

मथुरानाथः। (सचकितः) सत्यं सत्यं पूर्णसत्यम्! नैतन्मया चिन्तितपूर्वम्, न जाने कथम्, न जाने।

गदाधरः। ततो माननीय महाशय! देवविग्रहः कदापि न विसर्जनीयः। परन्तु तस्य भग्नपदं विग्रहदेहे संयुक्तं कृत्वा स एव विग्रहः पूज्यः, नान्यो नान्यः।

मथुरानाथः। अतीव समीचीनं मतमिदम्।

गदाधरः। पुनरपि कथयामि। यथा अङ्गहीना आत्मीय-बान्धवा न परित्यजनीयाः कदापि, तथा जगज्जनकोऽपि। स हि अस्माकं श्रेष्ठ आत्मीय-बान्धवः। न स कदापि त्याज्यः, कदापि न, कदापि न, कदापि न।

मथुरानाथः। सत्यं सत्यं पूर्णसत्यं चिरसत्यम्।

पण्डितः। (सरोषम्) न न न, नेदं सत्यम्। इदं स्वकपोलकल्पितम्, स्वगौरवप्रचारमूलकं स्वप्रतिष्ठामात्रफलम् असत्यम् अन्याय्यम् अशास्त्रीयं मतं केवलम्। कथं भग्नविग्रहः अङ्गहीन-विग्रहः अपूर्णो विग्रहः, अशुद्धो विग्रहः पूजार्हः? ईदृशी पूजा देवताया अवमाननामूलिका अनादरसूचिका च केवलम्। किं श्रीभगवान् भग्नपदः अङ्गहीनः विकलाङ्गः अपूर्णः अशुद्धो वा? धिक् धिक्! अस्य मतस्य श्रवणं चिन्तनं चापि महापापम् का वा कथा ग्रहणस्य। ततः, भग्नपद-विग्रहोऽवश्यमेव गङ्गाजले विसर्जनीयः अचिरेण—इति समग्र-पण्डित-समाजस्य सुचिन्तितं मतं स्थिरं विधानञ्च।

ब्राह्मण-पण्डितमुखात् ईदृशीं पापकथां श्रुत्वा विषजर्जरितं जातं मम

कर्णयुगलम् अशुद्धञ्च सर्वशरीरम्। ततस्त्यक्ष्यामि इदं पापस्थानम् अचिरेण। गङ्गास्नानेन मम अनिच्छाजातं पापस्पर्शनं मोक्ष्यामि।

गदाधरः। (सविनयम्) मान्य-महोदय! कथम् अकारणं भवान् मयि कुप्यति? देवः सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान् शाश्वतकालं व्याप्य परिपूर्णः अपरिवर्तनीयः अखण्डश्च। न तस्याङ्गहानिरूपं परिवर्तनं सम्भवति, कदापि न।

वस्तुतो विग्रहस्तस्य प्रतीकरूपः केवलम्। भक्तकरुणार्थं विग्रहे स स्वयमाविर्भूय तं प्राणवन्तं करोति। ईदृशः प्राणवान् देवविग्रहो हि पूज्यः, नान्यः। ततः सर्वशक्तिमान् स कथं न भग्नविग्रहेऽपि आविर्भवितुं समर्थः? तस्याविर्भावो हि चिन्ताविषयोऽत्र, नान्यत् किञ्चित्, नान्यत् किञ्चित्।

मथुरानाथः। अतीव युक्तियुक्तम् इदं मतम्।

सर्वव्यापी जगल्लीनः परमेशः सनातनः।
अणौ च परमाणौ च तृणे तोयलवेऽपि च ॥१८॥
निःसंशया स्थितिस्तस्य ततोऽयं भग्नविग्रहे।
अस्मदादिरिव क्षुद्रः किं विराजितुमक्षमः ?॥१९॥(युग्मकम्)

गदाधरः। (भावाविष्टः) विश्वब्रह्माण्डस्य प्राणस्वरूपः स परमकृपया धरणीधूलिधोरणीतले आविर्भवति सानन्दम्, आविर्भवति पापपङ्किल-तापातङ्कित-शापशङ्कित-जगतः अणुषु-परमाणुषु च स्वच्छन्दम्। ततः कथं स भग्नेऽपि स्वविग्रहे पूर्ववत् आविर्भवितुं न पारयति? परन्तु, परमादर-भाजन-भूतोऽयं देवविग्रहः सर्वेषाम्, स न कदापि त्याज्यः—कदापि न, कदापि न, कदापि न।

पण्डितः। (पूर्ववत् सरोषम्) अरे रे पाण्डित्याभिमानिन् मूढ़ जन! त्वं ब्राह्मणकुलकलङ्कः, पण्डितजनाभिशापः। त्वया सह वाक्यालाप एव महापापम्। ततस्त्यक्ष्यामि इमं पापसंसर्गम् अस्मिन्नेव क्षणे।

(वेगेन प्रस्थितः)

गदाधरः। (विहस्य) श्रीमथुरानाथ महोदय! न जाने किम् अन्याय्यं मया कृतम्। देवविग्रहपरित्यजनम् अन्याय्यतमं कर्म, तन्न करणीयं कदापि। वारं वारं वदामि, तन्न करणीयं कदापि।

मथुरानाथः। प्राज्ञवर ! अहं सश्रद्धं शिरसि धारयामि भवन्मतं विधानं वा। युक्तिसङ्गतमिदं भक्तिसिक्तञ्च। ततो भग्नपद-विग्रहो नास्माभिर्विसर्जनीयः अपि तु भग्नपदं योजनीयम्। किन्तु कः तस्याङ्गसंयोगं करिष्यति ? क ईदृशो योग्यः कारुकरः ?

हृदयः। (साग्रहम्) माननीय महाशय ! मम श्रद्धेयो मातुलदेवो विग्रहनिर्माणकुशलः। स मुहूर्तेन विग्रहे भग्नपदं सुष्ठुशोभनरूपेण संयोजयिष्यति। ततः परं न कोऽपि इदं संयोजनम् अविकलं वेति निर्णेतुं पारयिष्यति।

मथुरानाथः। सत्यं सत्यम्। अहमपि जानामि कनिष्ठ-भट्टाचार्य-महाशयस्य विग्रहनिर्माण-कुशलताम्। प्रमादात् तदहं विस्मृतवान्। ततो मान्य-महाशय ! कृपया करोतु भवान् यथाविहितमत्र, येन नित्यदेवार्चनायां वाधा न घटेत मुहूर्तमात्रम्।

गदाधरः। कृतकृतार्थो जातोऽहम् ईदृशं देवसेवाधिकारं प्राप्य। जननि ! मयि प्रसीद। तव प्राणप्रिय-जनमहं सेविष्ये प्राणान् पणीकृत्य। मा उद्विग्ना भव मातः, मा शोकाकुला भव मुहूर्तमात्रमपि। तव दासानुदासः अधमाधमो गदाधरः अत्र समुपस्थितस्त्वत्सेवार्थम्। (भावावेगेन रोदिति)

मथुरानाथः। अहं यामि श्रद्धेय-श्वश्रूमातरम् इमं शुभसंवादं ज्ञापयितुम्। कल्याणं भवतो भूयात्। (प्रस्थितः)

गदाधरः। (भावाविष्टः) मातः मातः मातः ! श्रीचरणतलगत-सेवा-दासस्तवात्र समागतः। कृपया तं तव श्रीमुखं दर्शय कोटि-भास्कर-सम-भास्वरम्, कोटि-सुधाकरसम-सुधामयं तव श्रीमुखं तं दर्शय, मातः ! दर्शय दर्शय दर्शय। (भावावेगेन रोदिति)

हृदयः। (सहसा साष्टाङ्गं प्रणम्य) रुदिहि मातुल-महोदय ! रुदिहि रुदिहि। कुरु यदेव त्वं वाञ्छसि, नाहं कदापि रुष्टो भविष्यामि। नाहं कदापि त्वां मूढं जडम् उन्मत्तं वा वदिष्यामि।

अहो ! स्वयं राजाधिराजस्तव अङ्गुलि-चालनेन चलति, उत्तिष्ठत्युप-

विंशति च। न त्वं साधारणो जनः, हेलनयोग्यः उपहास-तिरस्कारपात्र-भूतो वा। त्वं महापुरुषः, मातुल! असीमशक्तिधरः। तव श्रीचरणे सहस्र-कोटि-प्रणामाञ्जलिं निवेदयामि। आगच्छ मया सह स्नानाहारार्थम्। विलम्बं मा कुरु।

गदाधरः। वत्स! अहं दीनहीनो जननीसेवकः केवलम्, अयमेव मम एकमात्र-परिचयः।

(इति प्रथम-दृश्यम्)

—०—

द्वितीय-दृश्यम्

[जगज्जननी-दर्शन-लाभार्थं गदाधरस्य व्याकुलता]

स्थानम्—दक्षिणेश्वरस्थितं कालीमन्दिरम्।

समयः—प्रभातम्।

(ततः प्रविशति उन्मना भावव्याकुलो विस्रस्तवेशो गदाधरः)

गदाधरः। मातः! मातः! मातः! दर्शनदानेन मां धन्यं कुरु। सततं मां दर्शनदानेन धन्यं कुरु। मातः! मातः! मातः! प्रचण्डप्रतापो दिन-करः स्वीय-सुवर्णालोकेन सूर्यमुखि-पुष्पं विकाशयति प्रतिप्रभातेषु, सुधा-प्रस्रवणश्चन्द्रः स्वीय-स्निग्ध-पीयूषेण चकोरीं तर्पयति प्रतिनिशीथे, गुरुगम्भीर-श्चुम्बकः स्वीय-मधुरस्पर्शेन लौहम् आकर्षति प्रतिक्षेत्रे।

किन्तु का मम जीवनशतदलं विकाशयिष्यति स्वीय-सुवर्णालोकेन, का ममात्म-पात्रं पूरयिष्यति स्निग्ध-पीयूषेण, का मम सर्व-प्राण-मनोजीवनम् आकर्षयति मधुर-स्पर्शेन? का का का? वद मातः! वद, वद, का का का? त्वं विना अन्या का वा अस्ति मम जीवने जगति वा?

(उच्चस्वरेण) जननि जननि जननि! जगत्कारिणि, जगत्तारिणि, जगद्धारिणि, जननि! आगच्छ आगच्छ आगच्छ मत्समीपं त्वरितम्।

आगच्छ आगच्छ आगच्छ तव रमणीय-रूपं प्रकटय्य, तव शोभन-सौरभं विस्तार्य, तव स्निग्ध-सुधां संसिच्य। आगच्छ आगच्छ आगच्छ; मातः मातः मातः! आगच्छ आगच्छ आगच्छ कृपया त्वरितम्। हृदय-यन्त्रणया अहं मरणापन्नो जातः। असहनीया व्यथा मम चित्ते सञ्जाता, अहो न पारयामि तां सोढुम्। न पारयामि मातः, न पारयामि मुहूर्तमात्रमपि।

जननि जननि जननि! विदीर्यते ममान्तरं, प्रचण्ड-मार्तण्डकिरण-दग्ध-काष्ठखण्डमिव, विदीर्यते तत् त्वत्प्रचण्ड-विरह-तापेन। कृपां कुरु मातः, कृपां कुरु। दर्शय मां तव श्रीमुखं, दर्शय मातः, दर्शय दर्शय दर्शय सत्वरम्। अन्यथाहं मरिष्यामि जननि! मरिष्यामि मुहूर्तेन निश्चितम्। नास्ति मम परित्राणोपायः। जननि जननि जननि! कुत्र कुत्र कुत्र? (उच्चस्वरेण रोदिति)।

(सहसा प्रविशन्ति द्वयो मन्दिर-कर्मचारिणश्च)

प्रथम-कर्मचारी। किं संघटितमत्र? कः शान्त-पवित्र-देवमन्दिरमध्ये रोदिति उन्मत्तवत्? नदति उच्चस्वरेण? करोति च हुहुङ्कारं सर्वेषां ध्यान-पूजा-तपोजपादिकं विघ्नितं कुर्वन्?

(दृष्ट्वा) अहो! एतदेवाहम् आशङ्कितवान्। एष हि नव-पूजकः कनिष्ठ-भट्टाचार्यमहोदयः। मन्ये, स उन्मत्तो भूतग्रस्तो वा जातः सहसा। ततश्चिकित्सनीयः सोऽचिरेण। कथं स परम-देवीपूजायोग्यः पूजको भवितुमर्हति?

द्वितीय-कर्मचारी। सत्यं सत्यम्। भ्रातः! पूर्णसत्यम्। नहि देवपूजा यथेच्छ-खेला, तस्याः सन्ति अलङ्घनीय-नियमाः शास्त्रविधिवलानुसारेण। किन्तु, किमत्र घटते अधुना? केवलं वाल-सुलभ-खेला, केवलं मत्तवदाचार-व्यवहाराः, केवलं बुद्धिहीनवदुच्च-सङ्गीतानि।

प्रतिकरणीया इयं दुर्दशा अविलम्बम्। अचिरेण यास्यामो वयं श्रीराज्ञी-महोदयासकाशं सर्वानाचार-वृत्तान्तं निवेदयितुम्। स्वचक्षुर्भ्यां द्रष्टुं सा कृपया अत्रागच्छेत् चेत् सुष्ठु भवेत्।

प्र-क०। अतीव समीचीनोऽयं प्रस्तावः। अचिरेणैवेदं करणीयम्।

गदाधरः। (अशृण्वन्) मातः मातः मातः ! आगच्छ आगच्छ आगच्छ मत्समीपं त्वरितम्। जननि ! जननि ! दर्शय दर्शय मां तव श्रीमुखं सत्वरम्।

प्र-क०। अहो ! असीमा खलु स्पर्धा कनिष्ठ-भट्टाचार्यमहोदयस्य ! पूजकस्त्वम्, फल-मूल-वस्त्र-तैजस-पात्राणि लब्ध्वा पूजाकार्यं यथाविहितं समाप्य दक्षिणां गृहीत्वा गृहं प्रतिनिवर्तस्व, साधारण-गृहस्थवद् गृहधर्मं च परिपालय। कथं त्वं जगज्जननीदर्शनकामी भूत्वा मत्तवत् चीत्कारं करोषि अत्र ? असीमं खलु तव साहसम् ! कथं परमा जननी त्वन्निकटम् आगमिष्यति दर्शयिष्यति च त्वां स्वीय-रूपम् ? कथम्, वद कथम् ? कस्त्वम् न त्वं महायोगी परम-साधको भक्तप्रवरो वा, ततः कथं तवेदृशः अहङ्कारः ?

द्वि-क०। सत्यं सत्यं, पूर्ण-सत्यम्। तदेहि गच्छाव आवां श्रीराज्ञी-समीपम्।

हृदयः। (व्याकुलः) भद्र-महोदयौ ! कृपया क्षमेथां मातुलं मम। स सम्प्रति वायुरोगग्रस्तो जातः, ततः स ईदृशम् आचरति बालकवद् मूढ़वद् वा। अहम् अचिरेण तस्य चिकित्सा-व्यवस्थां करिष्यामि। ततो मान्य-महोदयौ ! कृपया मा प्रकाशयतां भवन्तौ ईदृश-विवरणं श्रीश्रीराज्ञीमहोदयासकाशे।

प्र-क०। निश्चितं तत् प्रकाशयिष्याव आवाम्। तदेवावयोः कठोर-कर्तव्यम्। (उभौ निष्क्रान्तौ)

हृदयः। (मस्तके कराघातं कृत्वा) हा हतोऽस्मि मन्दभाग्यः। मम आशङ्का तु सत्या भूता। मम मातुलस्य जीविकोपार्जनपथस्तु विनष्टो भविष्यत्यचिरेण।

मातुल मातुल ! शृणु मद्वचनम्—मातुल मातुल ! शृणु मद्वचनम्। तव जननी तिष्ठतु तव म-स्त-के। किन्तु यदि त्वम् अचिरेण शास्त्रीय-विधानानुसारेण विग्रहार्चनं न करोषि ततः सर्वं ध्वंसं यास्यति सुनिश्चित-मेव। ततो मातुल ! मातुल, अवधानं देहि मद्वचने मुहूर्तमात्रम्। अहं

तव आजन्म-हिताकाङ्क्षी। शृणु मद्वचनम्, रक्ष मदनुरोधं पालय मन्निर्देशम्।

गदाधरः। (पूर्ववद् भावाविष्टः) मातः मातः मातः! कुत्र त्वम्! कुत्र कुत्र? कथं न त्वम् आविर्भवसि मत्सम्मुखे? ग्रीष्मातपक्लिष्ट-मरुस्थलमिव शुष्क-दग्ध-तप्तं जातं मम सर्व-जीवनं त्वद्विरहेण त्वद्दर्शनाभावेन च।

हृदयः। (मुखभङ्गिं कृत्वा) "दुत्तेरि"! उन्मत्त-जनो न प्रशमनीयः प्रबल-पराक्रान्त-नृपेणापि, का कथा मम! प्रचण्डो जातो मध्याह्नमार्तण्डः साम्प्रतम्। प्रतप्त-पवनो वहति तीव्र-वेगेन—स्पर्शमात्रेण त्वक्स्फोटकान् जनयन्। छायाविहीनं मन्दिरप्राङ्गणम्-अग्निकुण्डमिव प्रतिभाति, तत्र मुहूर्तमात्रः पदक्षेपो हि प्रखरदाहजनको भवति सर्वेषाम्। ततः किं करोमि? अस्नातः अभुक्तस्तु मम वातुलो मातुलः। न स एकाकी त्याज्योऽत्र, अथच स मां प्रति दृष्टि-निक्षेपमपि न करोति। कथं वा प्राप्स्याम्यहं चिकित्सकम् अस्मिन् भीषण-दावा-नलदग्धे मध्याह्नकाले? अहो मम दौभार्ग्यम्! भवतु, चिकित्सकान्वेषणाय गच्छामि, न जाने किं मम ललाटलेखनम्।

(मुखभङ्गिसहकारेण निष्क्रान्तः)

गदाधरः। (पूर्ववद् भावाविष्टः) मातः मातः मातः, स्नेहमयि, दयामयि, क्षमामयि! शेषवारं त्वां पृच्छामि—अपि त्वं मत्सम्मुखे आविर्भविष्यसि न वा?

(अवधानं नाटयित्वा) अद्यापि त्वं निरुत्तरा वर्तसे? अरे रे निष्ठूरे! अरे रे कठोरे! दाम्भिके! कथम् अहं तवावहेलन-भाजनम् ईदृशरूपेण! किं न त्वं श्रीरामप्रसाद-प्रमुखाणां बहु-भक्तजनानां सम्मुखे आविर्भूता आसीः पूर्वमेव? ततः कथम् अहमेव तव घृणापात्रम् अवहेलन-भाजनं वा जातः! तथापि वाग्रहिता तिष्ठसि त्वम्? मातः मातः मातः! त्वं सत्यमेव मम मरणं कामयसे, निश्चितमेव। भवतु, तव मनोवासनाम् अहं पूरयिष्यामि। (इतस्ततो दृष्ट्वा) अहो! मन्दिरकोणे विराजते एकस्तीक्ष्णधारोऽसिः, स एव भविष्यति मम मोक्षोपायः। गृह्णामि इमं परमादरभाजनम्।

(असिं गृहीत्वा स्वकण्ठच्छेदनोद्यतः सन् सहसा विद्युत्स्पृष्टवच्चकितः)

किं किं नु एतत् ? सहसा एकः अनन्तः असीमश्चैतन्यमयो ज्योतिः-समुद्र उच्छलोर्मिमालाम् उत्तोल्य महावेगेन सगर्जनम् आयाति मदभिमुखं मद्ग्रासार्थम्। मुहूर्तेनाहं निमज्जितो भविष्यामि अनेन प्रचण्डप्लावनेन।

किन्तु, का सा, का सा, का सा, अस्यालोक-सागरस्य केन्द्रस्थले ? का सा, का सा, का सा दीप्तिमती वराभयदायिनी मातृमूर्तिः, का सा, का सा, का सा ?

अहो ! अहो ! तामहं जाने। सा हि मम चिरात्मस्वरूपा, चिराराध्या, चिरवाञ्छिता, चैतन्यघना महामाता—यस्या दर्शनलाभार्थमहं रात्रिदिनं व्याकुलः स्थितः। सा सा सा हि मम माता, नान्या नान्या नान्या।

अहो महानन्दो महागौरवं महासौभाग्यं मम ! जननि जननि जननि ! परम-कृपा-कलिते परम-करुणा-कोमले परम-कल्याण-कमने जननि ! दर्शन-दानेन त्वं मां धन्यातिधन्यं कृतार्थातिकृतार्थं कृतवती।

जननि जननि जननि ! निमज्जितो भविष्याम्यहं तवात्याश्चर्य-ज्योतिः-समुद्रे, निमज्जितो भविष्यामि निमेषेण ; विलीनो भविष्यामि अहं तव लोहितातुल-श्रीचरणारविन्दतले। असीम-सौभाग्यं मम परम-सार्थकता च।

अहो आनन्दः, अहो आनन्दः, अहो आनन्दः ! चतुर्दिक्षु प्रवहन्ति निविडानन्दस्रोतांसि सवेगम्। अहो आनन्दः अहो आनन्दः अहो आनन्दः !

भित्त्वा संसारपङ्कं ते आनन्दः पङ्कजीभवन्।
विकाशमेति सततमालोकश्च तवैव हि ॥२०॥
संसार-तिमिरं तीर्त्वा सूर्यरूपेण दीप्यते।
अमृतश्च तवैवाम्ब ! संसार-विषमुल्वणम् ॥२१॥
विजित्य वृष्टिरूपेण काले काले प्रवर्षति।
सौन्दर्यैश्वर्य-माधुर्य-सीमा नास्ति तवेश्वरि ॥२२॥ (विशेषकम्)

जननि जननि जननि ! आनन्दमयि आलोकमयि अमृतमयि जननि ! जननि जननि ! (मूर्च्छति भावावेगेन)

२

[प्रविशति गायन् भक्त-गायकः]

(गानम्)

भ्रमामि विश्वभुवने व्याकुलो
वर-ब्रह्माभिलाषी ।
कठोर-क्लेश-क्लेदशूलः
स देवो विघ्नविनाशी ॥२३॥
स देवो मम मनःप्राणगतिः
स देवो मम रमरसः ।
स देवो मम मनोहारि-मतिः
स देवो मम जीवनहसः ॥२४॥
स देवः कमन-करुणाधीनो
विमलालोकविलासी ।
अयमतिहीनः पदतललीन-
स्तदवलोकन-प्रयासी ॥२५॥

(इति द्वितीय-दृश्यम्)

—०—

तृतीय-दृश्यम

स्थानम्—दक्षिणेश्वरस्थ-भवतारिणीमन्दिरम् ।

समयः—पूर्वाह्णः ।

[पूजारतो गदाधरो गायति भावाविष्टः]

(सङ्गीतम्)

तारे ! ईदृग्दिनं किमागमिष्यति । *
यदा तारा तारा तारेति वदतो मम
तारायाः धारा पतिष्यति ॥२६॥

* "एमन दिन कि हवे तारा !"

हृत्पद्मं विकसिष्यति
विलोप्स्यति घनान्धकारः ।
धरातले विलुण्ठिष्यामि
व्याकुलस्तारानामसारः ॥२७॥
त्यक्ष्यामि भेदाभेदौ
विनङ्क्ष्यति मनःखेदः ।
शतशत-सत्यवेदाः
तारा मम निराकारा ॥२८॥
भणति श्रीरामप्रसादो
माता राजते सवघटे ।
मोहान्धस्त्वं पश्य तां
सा तिमिरे तिमिरहरा ॥२९॥

(ततः प्रविशति राज्ञी रासमणिस्तस्या जामातृप्रवरो मथुरानाथश्च, तौ एकान्ते स्थित्वा गदाधरस्याचाराचरणानि पश्यतः)

गदाधरः । (सहसा समुत्थाय) मातः मातः मातः ! किं त्वं मयि कुपितासि ? तत् कथम्, कथं कथं मातः ! कः खलु ममापराधः ? कः कस्तवाभिलाषः ? अकपटं ब्रूहि मातः ! निर्भयं ब्रूहि ।

(श्रवणं नाटयित्वा) अहो ! बुध्ये, बुध्ये, सर्वमहं बुध्ये । अयि दुष्टे ! यदि त्वं क्षुधार्ता जाता ततः कथं नाहं विज्ञापितस्त्वया ? भवतु, गृहाण इमानि फलानि मिष्टान्नानि च । गृहाण, गृहाण त्वरितम् ।

हा हतोऽस्मि ! तथापि विमुखी वर्तसे ? कथं कथम् ? कोपवति, तत् कथम् ? (श्रवणं नाटयित्वा) किम्, किं भणसि त्वम् ? "अभुक्तं सन्तानं परित्यज्य माता कदापि न भुङ्क्ते ?" सत्यं सत्यम् । मूर्खोऽहम्, दीनहीनः क्षुद्रक्षीणः पल्लीवासी पूजकः केवलोऽहम् । किं वाहं जाने ! भवतु, मातः, मम ममता-मञ्जुले मातः ! अयमहं भक्षयामि तव सम्मुखे ।

(तथा कृत्वा) परमादरिणि जननि ! ममोदरं पूर्णं जातं त्वत्प्रसादीकृतेन भोज्येन । अत एव मधुरिममयि मातः ! त्वमपि इदानीं स्वोदरं पूर्णं

कुरु मत्प्रसादीकृत-भोज्येन। हाः हाः हाः! अत्र तव निस्तारो नास्ति। छलनामयी त्वम् अधुना मम करतलगतासि। हाः हाः हाः! भक्षय, भक्षय तव सन्तानगृहीत-भोज्यस्य अवशिष्टांशम्।

(भवतारिणीविग्रहस्य मुखे भुक्तावशिष्टं ददाति)

मातः मातः! मधुर-मोहने मातः! गृहीतं त्वया मद्दत्तं भोज्यं सानुग्रहम्। अहो आनन्दः, अहो आनन्दः, अहो आनन्दः!

हे मातर्भवतारिणि त्वमसि मे मातेति यत् कथ्यते
तत् सत्यं यदिहाधमेऽपि तनये नित्यं विधत्से दयाम्।
माता सैव यथार्थतो भवति सा या सन्ततिं निर्गुणां
सन्तत्योत्तमया समं परिचरत्यादर्शयत्यादरम् ॥३०॥
वृक्षं पुष्पफलान्वितं प्रकुरुते भूमिर्यथा वक्षसि
क्रूरं कण्टक-सङ्कुलं तरुमपि प्रेम्णैव धत्ते तथा।
शस्यश्याम-धरामिवोषर-धरामम्वेव कादम्बिनी
नित्यं सिञ्चति सादरं समतया सन्मातुरेष क्रमः ॥३१॥ (युग्मकम)

(आनन्दावेगेन नृत्यति शिशुवत् गायति च सकरतालम्)

मथुरानाथः। (जनान्तिकम् सोद्वेगम्) परम-श्रद्धेये श्वश्रदेवि! किं नायं घोरतरः अनाचारः? भवसागर-तरणतरणी-स्वरूपायै षड़ैश्वर्य-विभूषितायै महामहिमान्वितायै जगज्जनन्यै ईदृशरूपेण उच्छिष्टदानं निश्चितं भीषणं पापकार्यम्।. ततः किं वयं कुर्मः? यत इदं देवमन्दिरम् अस्माकं ततो वयमपि अज्ञानतः पापस्पृष्टा जाताः। अहो दौर्भाग्यम्!

यो यत्राधिकृतः सम्यक् स तस्य गुणदोषभाक्।
अङ्गार-हीरकोत्पत्तौ वाच्य आकर एव हि ॥३२॥
दायी विधिरपापोऽपि जीवानां पाप-पुण्ययोः।
हेतुर्धरैव हि तरोः स्वादुत्व-कटुकत्वयोः ॥३३॥ (युग्यकम)

रासमणिः। (सावेगम्) वत्स मथुरानाथ! स्वर्गीयं खल्विदं दृश्यम्। मुग्धा रोमाञ्चित-कलेवरा धन्या चाहं जाता। वत्स! न जानासि किल

यत्, महाशक्तेः श्रीकालिकायां अन्तरङ्गतमः पार्षदोऽयं श्रीगदाधर भट्टाचार्य-महोदयः। अन्यथा कथं स सर्वशक्तिधारिण्या परम-जनन्या सह ईदृशं सरल-शिशुवत् आचरितुं साहसी भूतः? न न, मथुरानाथ! नायम् अनाचारः। अयं भक्तश्रेष्ठस्य भक्तिपुष्पाञ्जलिः केवलम्।

(उपसृत्य) कनिष्ठ-भट्टाचार्य-महोदय! कनिष्ठ-भट्टाचार्य-महोदय! अपि समाप्ता भवतः पूजा?

गदाधरः। (अशृण्वन् भावाविष्टः) मातः मातः! परम-रसपूरिते, ललित-लीला-लसिते, कमन-कौतुक कलिते-मातः! किं त्वं वाञ्छसि मया सह खेलितुम् अद्य? हाः हाः हाः! आगच्छ आगच्छ प्राणाधिके जननि! अहम् अद्य त्वया सह रासक्रीड़ां करिष्यामि। हाः हाः हाः!

(सानन्दं हसति नृत्यति च स-करतालम्)

मथुरानाथः। अहो! किमयम् उन्मत्तो जातः? नायं शास्त्रसम्मतः पूजाविधिः। परम-प्रज्ञाशीले मातः! सर्वे जानन्ति यद् देवता हि न खेलन-सामग्री; सा शास्त्रानुसारेण पूजनीया न स्वैराचारेण। ततः पुनरपि पृच्छामि मातः किं नेदम् अशुभजनकम्?

रासमणिः। अहमपि पुनः कथयामि पुत्र! यत् नेदं विन्दुमात्रम् अन्यायपरम्, अयं श्रेष्ठः पूजाप्रकारः। (पुनः गदाधरमुद्दिश्य)

कनिष्ठ-भट्टाचार्य-महोदय, कनिष्ठ-भट्टाचार्यमहोदय! अहम् अत्र आगता भवतः परम-हिताकाङ्क्षिणी दीना रासमणिः। किं न भवान् मया सह वाक्यालापं कर्तुं वाञ्छति?

गदाधरः। (संविदं लब्ध्वा) कोऽत्र भोः! (दृष्ट्वा) परमभक्तिमयी राज्ञी रासमणिः अत्र समागता? अहो! परम-सौभाग्यं मम। भवती श्रीश्रीदुर्गाया अष्ट-सखीनामन्यतमा भवद्दर्शनलाभो मम अशेषानन्ददायकः। उपविशतु, मातः! उपविशतु अत्र भवती।

अहं साम्प्रतं छलकला-कौशलिन्या श्रीभवतारिण्या सह क्रीड़ारतः। अस्याः क्रीड़ाया नाम "लुकोचुरि"। अयं बालानां क्रीड़ाविशेषः। यत्र एकतमे गुप्तशरीरे सति तदन्वेषणार्थम् अन्ये बालका इतस्ततो धावन्ति।

अधुना लीलामयी छलना-कुशला सा मत्सकाशाद् विलीना जाता। अहं ताम् अन्विष्य वहिष्करिष्यामि। आगच्छतु आगच्छतु मातः! भवती अपि आवाभ्यां सह खेलतु सानन्दम् अद्य।

रासमणिः। (साश्रु-नेत्रा, भावावेग-रुद्धकण्ठा) भक्तप्रवर! नाहं तादृश-सौभाग्यवती, येन परम-जनन्या सह खेलितुं स्पर्धेय।

जीवोऽनेकसहस्रकोटिजनुषः पुण्यस्य पाकाद्भवे-
न्मातुः श्रीचरणाब्जयो कृश-कृशा धूलेः कणा केवलम्।
पर्याप्तं हि तदेव तस्य, कमलं कल्ये रवेरुद्गमे
एकामेव मरीचिमस्य लभते न त्वङ्कशय्याश्रयम्॥३४॥
सुधाविन्दुमिन्दोस्तृषार्ता नितान्तं
चकोर्यो हि पातुं परं कामयन्ते।
न तुङ्गं तदुत्सङ्गमेताः कदाचिद्
भ्रमात् कामयन्ते सकृच्चेतसापि॥३५॥ (युग्मकम्)

मथुरानाथ! ममादेशं सर्वत्र प्रचारय सत्वरम्। श्रीगदाधर-भट्टाचार्य-महोदयः श्रीभवतारिणीदेवीं यथेच्छं पूजयिष्यति—भवतु तत् शास्त्र-विधिसम्मतम् अशास्त्रीयं वा, न मम किञ्चिदपि वैमत्यं तत्रास्ति। ततः स केनापि न निन्दनीयो निवारणीयो वा।

वत्स मथुरानाथ! आदेशमिमं प्रचारय सत्वरं जनगणमध्ये।

मथुरानाथः। यद् भवती आज्ञापयति।

गदाधरः। परम-पुण्यवति मातः! असीमा खलु भवत्याः कृपा। भवदाश्रये स्थित्वा सार्थककामोऽहं जातः।

रासमणिः। नहि नहि देव! अहमेव भवदागमनेन धन्यातिधन्या जाता।

गदाधरः। कीटाणुकीटमात्रमहम्, सर्वमेव तस्या इच्छया संघटते। इच्छामयी सा, तस्या एवेच्छा जगति वलीयसी। (गायति भावाविष्टः)

(सहसा सङ्गीतं त्यक्त्वा रासमणिदेव्या गण्डदेशे चपेटाघातं कृत्वा) अहो ! अबोधे ! देवमन्दिरेऽपि पार्थिव-विषय-चिन्ता ?

मथुरानाथः । (सक्रोधम् उच्चस्वरेण) कनिष्ठ-भट्टाचार्य-महाशय ! किं भवान् उन्मत्तो जातः सहसा यथार्थमेव ? अन्यथा कथं भवान् परम-पूज्य-पाद-राज्ञीमहोदयाया गण्डे चपेटाघातं कृतवान् ?

(ततः प्रविशन्ति वेगेन कर्मचारिणः)

प्रथम-कर्मचारी । अहो ! वयं दृष्टवन्तः सर्वं पार्श्वस्थात् अलिन्दात् । असीमा खलु गदाधरस्य स्पर्धा ! श्रीराज्ञ्याः पुण्याङ्गे चपेटाघातः ! अचिन्तित-पूर्व एवायम् । ततः सः अद्यैव विताड़नीयः ।

द्वितीय-कर्मचारी । निश्चितम् । परम-करुणामयी श्रीराज्ञी माता गदाधरं प्रति अतिसदया । तेन हि तस्य साहसं गगनस्पर्शि जातम् । अमार्जनीयस्तस्यायम् अपराधः । अतएव अद्यैव, अस्मिन्नेव क्षणे तस्य कर्मच्युतिः अवश्य-करणीया ।

मथुरानाथः । न जाने किं करणीयमत्र ! विमूढोऽहं जातः (भ्रमत्यु-त्तेजितः) ।

रासमणिः । (शान्ता) जामातृप्रवर ! शान्तो भव । भद्रमहोदयाः ! असीमा खलु भवतां कृपा । किन्तु मा अकारणम् उत्तेजिता भवन्तु भवन्तः । कनिष्ठ-भट्टाचार्य-महाशयस्य नास्ति कोऽपि दोषः ।

मथुरानाथः । कथं कथं तत् ? भवत्या गण्डे चपेटाघातोऽपि न दोषाय ?

रासमणिः । न वत्स ! न, दोषो न तस्य, दोषो मम ।

मथुरानाथः । (आश्चर्यान्वितः) तत् कथं मातः ! तत् कथम् ?

रासमणिः । देवमन्दिरे पार्थिव-विषय-चिन्तनं हि महादोषावहम् । श्रीगदाधरस्य सङ्गीते दत्तचित्तापि सहसा अहं व्यवसाय-विषयक-चिन्ताभिः आक्रान्ता असावधानतावशेन । सर्वज्ञः श्रीगदाधरस्तज्ज्ञात्वा एव शिक्षादानार्थम् एतद् कृतवान् । ततः कस्तस्य दोषः ? दोषो ममैव सम्पूर्णतया, ममैव सम्पूर्णतया ।

उदये हि सहस्रांशोस्तस्यैकेनैव रश्मिना ।
विकाशते सपद्येव कुसुमानां कलिर्यथा ॥३६॥
एवं जीवन-पुष्पस्य दलं प्रत्येकमेव नः ।
सद्गुरोर्जीवनालोकेनोपैति हि विकासिताम् ॥३७॥
स हि सर्वं विजानाति पापं पुण्यञ्च नः समम् ।
स च पश्यति दिव्येन चक्षुषा नः शुभाशुभम् ॥३८॥ (विशेषकम्)

गदाधरः । मातः ! परम-प्रज्ञाशीला भवती । सत्यं, न जाने किम् अहं कदा कुत्र करोमि आत्म-विस्मरणशीलो भूत्वा । ततः क्षमणीया मम आचार-व्यवहाराः ।

रासमणिः । श्रद्धेय महाशय ! अलौकिक-भावधन्यो भवान् । न भवत आचाराचरणानि विचारणीयानि साधारण-नियमानुसारेण । ततः क्षमायाः का कथा ?

भद्रमहोदयाः ! गच्छन्तु भवन्तः सर्वे कृपया स्व स्व-कर्मसमापनाय । वत्स मथुरानाथ ! प्रतिनिवर्तनकामाहम, तत आनय शकटं मदर्थम् ।

मथुरानाथः । यद् देवी आज्ञापयति । (सर्वे प्रस्थिताः)

गदाधरः । [गायति]

इच्छाजातं तव सर्वम् *
इच्छामयी ताराऽसि त्वम् ।
तव कर्म करोषि त्वमम्ब ।
लोको वदति करोम्यहम् ॥३९॥

करिणं बध्नासि पङ्के
पङ्गुं लङ्घयसे गिरिम् ।
कस्मैचन ब्रह्मपदार्पणं
करोष्यन्यमधोगामिनम् ॥४०॥

---

* "सकलि तोमारि इच्छा, इच्छामयी तारा तुमि ।"

यन्त्रमहं यन्त्रिणी त्वं
गृहमहं गृहिणी त्वम्।
रथोऽहं रथिनी त्वमम्ब
चलामि यथा चालयसि माम् ॥४१॥
(इति तृतीय-दृश्यम्)

—०—

चतुर्थ-दृश्यम्

[गदाधरस्य "भैरवी"-ब्राह्मणी-गुरुलाभः]

स्थानम्—दक्षिणेश्वर-गङ्गातीरस्थोद्यानम्।

समयः—प्रभातम्।

(ततः प्रविशति हर्षोत्फुल्लो गदाधरः)

(सङ्गीतम्)

मनस्त्वं कृषिविद्याहीनम्। *
ईदृङ्मानवक्षेत्रं स्थितं पतितं
कर्षणेन भवेत् स्वर्णप्रदम् ॥४२॥
देहि कालीनाम वेष्टनजालं
भवेन्न हृतं शस्यं श्यामलम्।
मुक्तकेश्याः प्राचीरं दृढं
न याति यमोऽपि तत्र सभयम् ॥४३॥
अद्य किं वा शताब्दपरं
भवेच्च शस्यं राजहृतम्।
तवाधीनं मनः! शस्यं साम्प्रतं
कृन्त तत् त्वं यथेच्छम् ॥४४॥

---

* "मन! तुमि कृषि-काज जानना।"

रोपय श्रीगुरुदत्त-वीजं
सिञ्च भक्ति-वारि शीतलम् ।
न पारयसि मनो यदेत्कलं
रामप्रसादं कुरु सङ्गिनम् ॥४५॥

गदाधरः । अहो ! रमणीया खलु इयम् ऊषा ! तरुणारुण-कनक-किरण-रागरञ्जिता । स्वभाव-सुन्दरीयं वसुन्धरा सुतरामेव संशोभते अस्याः समागमेन । अहो ! भगवतो भुवन-भावनस्य परमेश्वरस्य शोभन-सभेयं परम-शोभामयी वसुमती, तस्य श्रीचरण-सरोज-रजोरम्या ।

विभाकरालोक-विमलमिदं वियत्तलं तस्य विततं वितानम्, तर्पयति तं राजाधिराजं सुशीतल-सुरभित-सुमन्दः प्रभातपवनः, अर्चयन्ति तं विकशित-विलुलित-वनज-कुसुमानि अर्ध्यदानेन, वन्दन्ते तं कमल-कोमल-कलकण्ठ-कोकिलाः सङ्गीत-मूर्छनया, सिञ्चन्ति तं तरल-तुहिन-तुङ्ग-तरङ्गा मङ्गल-वारिणा । कुतस्तत्र पापं, कुतो वा तापः ? ब्रह्माण्डं हि ब्रह्मणो वरेण्य-मूर्तिरेव ।

अहो ! मनो मे कथयति यत्, काचिन्मङ्गलमयी घटना घटिष्यते अचिरेण मम जीवने, अद्यैव प्रसन्न-प्रशान्त-प्रभाते । का सा मातः ! का सा ?

तव प्रसन्न-हास्येन परिपूर्णं नभस्तलम् ।
तव सञ्जीवन-स्पर्शाच्छुष्क-कुञ्जं विजृम्भते ॥४६॥
सुधा-वचस्तवाकर्ण्य कोकिलश्चिर-नीरवः ।
मादयत्यद्य गीतेन जगदानन्दविह्वलः ।
तव कल्याणकृन्मूर्तिः सर्वत्रैवाम्ब दृश्यते ॥४७॥(युग्मकम्)

(सहसा अदूरे दृष्टिनिक्षेपं कृत्वा)

का नु एषा अत्याश्चर्य-रूपधारिणी रमणी ? गैरिक-वसना, आलोलित-कुन्तला, भैरवीवेश-शोभना ? सा एकाकिनी गच्छति निर्भयं चतुर्दिशं स्वविभया समुज्ज्वलयन्ती । का सा, का सा ? मन्ये, सा आसीन्मम जन्म-जन्मान्तरीयात्मीया, अन्यथा कथम् अपरिचितापि सा माम् आकर्षति निकटतम-प्रियजनवत् ? भवतु, वाञ्छाम्यहं तया सह सम्मेलनं भृशम् ।

हृदय हृदय ! त्वरितमत्रागम्यताम्।

हृदयः। (प्रविश्य) मातुल-महोदय ! कथमहं त्वयाहूत ईदृश-व्याकुलतया ?

गदाधरः। वत्स ! गच्छ गच्छ, अनुसर इमां सन्न्यासिनीम्। ताम् आनय मत्समीपं सत्वरम्।

हृदयः। (विहस्य) मातुल ! सत्यमेव त्वं बुद्धिविहीनो जातः साम्प्रतम्। कथम् अपरिचिता सन्न्यासिनी सा त्वन्निकटे आगमिष्यति सहसा ?

गदाधरः। (अधैर्यः) मा वृथा वागाडम्बरेण कालव्ययं कुरु। गच्छ, गच्छ तत्र तामानेतुम्, परिपालय ममादेशम्। तत्र गत्वा मम नाम्ना तामत्र सादरम् आमन्त्रय। निश्चितं सा ईदृशामन्त्रणं ग्रहीष्यति सानन्दम्।

हृदयः। (असन्तुष्टः) यत् त्वमिच्छसि मातुल ! किन्तु वृथैव भविष्यति मम दौत्यम्। गण्य-मान्य-जनोऽहं, मम मानरक्षा तु कथं भविष्यति ? भवतु, वातुल-मातुल-हस्तान्नास्ति मम परित्राणम्। यामि, यामि माया-मरीचिकाम् अनुधावन्।

(मुखभङ्गिसहकारेण निष्क्रान्तः)

गदाधरः। मातः मातः मातः ! विश्वब्रह्माण्डं हि तव वासस्थानम्, विश्वमानवाः परमात्मीयाः। यतस्त्वमेव मम सर्वेषाञ्च मातृस्वरूपा। मातः मातः मातः ! असीम-कृपाघना हि त्वम्—तवैव मङ्गलाशिषा प्राप्स्यामि अहमद्य आत्मन आत्मीयाम्। अहो ! अशेष-सौभाग्यशाली अहम्। (गायति भावाविष्टः)

कदा भविष्यति स प्रेमसञ्चारः। ❀
भूत्वा पूर्णकामो वदिष्यामि हरिनाम,
पतिष्यति नयनयोः प्रेमाश्रुधारः ॥४८॥

❀ "कतदिने हबे से प्रेमसञ्चार"।

कदा भविष्यामि शुद्धप्राणमना ध्रुवं
कदाहं गमिष्यामि प्रेमवृन्दावनम् ।
कदा मोक्ष्यति संसारबन्धनं
ज्ञानाञ्जनेन लोप्स्यते लोचनतमिस्रम् ॥४९॥
कदा स्पर्शमणिस्पर्शेन सत्वरं
लौहमयदेहं भविष्यति काञ्चनम् ।
कदा हरिमयं द्रक्ष्यामि विश्वं
लुठिष्यामि भक्तिपथे निरन्तरम् ॥५०॥
कदा यास्यति मम धर्म-कर्म
कदा यास्यति जातिकुलभर्म ।
कदा यास्यति भय-भावना-लज्जा-नर्म
परिहृतोऽभिमान-लोकाचारः ॥५१॥
विलिप्य सर्वाङ्गे भक्तपदरजं
धृत्वा स्कन्धे चिरवैराग्यध्वजम् ।
अञ्जलिनोत्तोल्य सलिलं प्रेमजं
पास्यामि प्रेमयमुनावारः ॥५२॥
हसिष्यामि रोदिष्यामि प्रेममत्तश्चिरं
गाहिष्ये सच्चिदानन्दसागरम् ।
मत्तीभूयाहं मादयिष्यामि परं
भविष्यामि हरिपदे नित्यविहारः ॥५३॥

(ततः प्रविशति हृदयः "भैरवी"-ब्राह्मण्या सह)

हृदयः । मातुल-महोदय ! आगतेयं भैरवी सन्न्यासिनी । तत आलापादिकं कुरु तया सह स्वच्छन्दम् । किन्तु, न प्रकटय तव वातुलताम् अस्याः समीपे । हाः हाः हाः ! (प्रस्थितः)

भैरवी । (परमादरभरेण) तात ! नाहं ज्ञातवती यत् त्वमत्र वर्तसे । त्वदर्थमेवाहं परिभ्रमणशीला आसं गङ्गातीरे ।

व्रतं मे सुपूर्णं चिरारब्धमद्य
तपस्या च सार्था घृता दीर्घकालम्।
अभूद् धन्यधन्या ममाराधना सा
प्रपूर्तिं प्रयाता तथा साधना मे ॥५४॥
अपश्यमाकाङ्क्षितमक्षिपूरम्
अश्रौषमुक्तीरपि कर्णपूरम्।
सर्वेन्द्रियैरन्वभवं तदीयाम्
उपस्थितिं भाग्यमहो महन्मे ॥५५॥
प्रातरर्कांशु-सम्भिन्न-शतपत्रकलेरपि।
शशाङ्कामृतलुब्धायाश्चकोरयुवतेरपि ॥५६॥
श्रुत-लुब्धक-गीतायाः कुरङ्गयुवतेरपि।
विकस्वरा च तृप्ता च मुग्धा चाहं स्थिताऽधुना॥५७॥कलापकम

गदाधरः। (आश्चर्यान्वितः) मातः ! कथं त्वं मां ज्ञातवती ?

भैरवी। जगदम्बाकृपया अहं बहुपूर्वमेव ज्ञातवती यत् लोकोत्तरैस्त्रिभिर्जनैः सह मम साक्षात्कारः श्रीभगवदभीष्टः। द्वौ मया पूर्वमेव दृष्टौ। अद्य तव दर्शनलाभात् कृतकृतार्थाऽहम्।

गदाधरः। (बालकवत् सरलः) मातः मातः ! अहं तव क्षुद्रातिक्षुद्रः सन्तानः केवलम्। त्वदर्थमेव अहम् आसम् अपेक्षमाण एतावत्कालम्।

भैरवी। (सस्नेहम्) तत् कथं सौम्य ! तत् कथम् ?

गदाधरः। त्वां विना कस्य निकटे वाहं ममान्तर्वेदनां ज्ञापयिष्यामि ?

भैरवी। "अन्तर्वेदना" ? तत् कथं प्राणाधिक ! तत् कथम् ? ब्रह्मानन्दधन्यः सदानन्दः पुरुषस्त्वम्। का तव वेदना ? कथय मां तात ! कथय तत् अपकटं तव मातरम्।

गदाधरः। (साभिमानम्) परम-कृपाघने जननि मम ! त्वां विना को वा मां सत्यरूपेण जानाति ? सर्वे मम आचार-व्यवहारैरसन्तुष्टो भूत्वा मां वातुलं भूतग्रस्तं मूढं मूर्खञ्च गणयन्ति। ततस्ते सानुग्रहं मम चिकित्सा-

व्यवस्थादिकमपि सुष्ठु-सुन्दररूपेण कृतवन्तः। किन्तु मातः! किमेतत् सत्यं यदहम् उन्मत्तो भूतग्रस्तो वा जातः साम्प्रतम्?

भैरवी। न न न, न तत् कदापि सम्भवति। भवतु, कानि लक्षणानि तव प्रकटितान्यधुना? वत्स! कथय तान्यकपटं माम्।

गदाधरः। शृणु मातः, कृपया शृणु। लक्षणानि वहूनि मम। यथा अलौकिक-दर्शनम्, ईश्वरीय-प्रसङ्ग-श्रवणादेव वाह्यज्ञानलुप्तिः, गात्रदाहः, अनिद्रा दैहिक-विकारादयश्च।

मातः मातः! किम् एतानि वातुल-लक्षणानि?

भैरवी। न न तात! कदापि न। एतानि "महाभाव"-लक्षणानि परमकाम्याणि अथच परदुर्लभानि "महाभाव"लक्षणानि।

गदाधरः। (चकितः) "महाभाव" लक्षणानि? मातः एतावत् कालं सर्व एव इमानि निन्दनीयरूपेण परिगृहीतवन्तः। "वातुलः" "उपदेवता-ग्रस्तः", "निर्वोधः" इत्याख्याभिरहं सर्वैर्भूषितोऽस्मि।

भैरवी। वत्स! महावतारा हि लोकातीताः कालातीताः साधारण-धारणातीताश्च आद्यन्तकालम्। ततः समसामयिक-जना न तान् बोद्धुं पारयन्ति सर्वदा। अयमेव शाश्वत-नियमः। ततस्तदर्थं मा पर्याकुलो भव।

गदाधरः। जननि, परमादरिणि जननि! कृतकृतार्थोऽहं तव मधुर-बचनेन।

भैरवी। परमादरभाजन मम! जानीहि यत् एतानि श्रीमत्या राधायाः श्रीचैतन्यमहाप्रभोश्च—वस्तुतो युग-युगान्तरीय-सर्वसाधकानां सर्वमोक्षकामिणां साधारण-लक्षणानि। त्वं महासौभाग्यशाली यत् तरुण एव वयसि ईदृश-भावयुक्तो भूतः।

गदाधरः। जननि, कल्याणमयि जननि! तवोत्साह-वचनेन उद्बुद्धो जातोऽहम्।

भैरवी। (सहसा भावाविष्टा) को नु एषः, कः? पश्यामि सम्मुखे

सुपुष्ट-शरीरं छलकलाकुशलं नवनीत-लोभातुरं चपल-चञ्चलं श्रीवाल-गोपालम्। अहो! दिव्यरूपं मम गोपालस्य! सकज्जलनयनः, रक्ताधरः, फुल्ल-गण्डः, कुञ्चित-केशः, पीतवसनः, वेणु-वन्दितकरः, मञ्जीर-शिञ्जितपदः। अहो! एष एव मम वृन्दावनस्थ-गोपालः नान्यः नान्यः।

गोपाल गोपाल, गोपाल मम! अहं तव यशोदा-जननी। आगच्छ आगच्छ आगच्छ मम शून्यक्रोड़े, मम शुष्क-वक्षसि, मम दग्ध-जीवने। आगच्छ आगच्छ आगच्छ मम नयनतारक, मम हृदय-रस, मम साधनसार! आगच्छ आगच्छ आगच्छ त्वरितम्। मुहूर्तमात्रमपि विलम्बोऽसहनीयः।

गदाधरः। (भावाविष्टः) आगच्छामि आगच्छामि आगच्छामि मातस्तव स्नेहसुकोमल-क्रोड़े, तव विलसद्विशाल-क्रोड़े, तव जयिष्णु-ज्योतिष्मज्जीवने।

(सहसा प्रविशति त्रस्त-व्यस्तो हृदयः)

हृदयः। अहो मम दुर्भाग्यम्! वातुलेन सह वातुलायाः सम्मेलनमेतत्। एको वातुल एवासहनीयः वातुल-युग्मकस्य का कथा? मातुल! मातुल! जागृहि जागृहि, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। मध्याह्नवेला तु समुपस्थिता। किं न त्वं स्नानाहार-शयनादिकं करिष्यसि? ततः शीघ्रमेव त्वं मरणापन्नो भविष्यसि—इति श्रीहृदय-शर्मणो भविष्य-वाणी।

गदाधरः। (संविदं लब्ध्वा) कोऽत्र भोः! (दृष्ट्वा) किं हृदयोऽत्रागतः? सुष्ठु तत्। हृदय! आनय मदर्थं देवप्रसादं जनन्यर्थञ्च।

हृदयः। (स्वगतम्) हुं! जननी! ममावोधमातुलस्य जनन्यश्च पथिपार्श्वेषु पथिपार्श्वेषु विलुण्ठन्ति। भवतु, यामि मातुल-महोदयस्यादेश-परिपालनार्थम्। अन्यथा, का वा मम परित्राणस्याशा! (प्रस्थितः)

गदाधरः। मातः! अत्रैव तिष्ठ त्वं कियत्कालम्। मातृविरह-व्यथां सोढुं न पारयाम्यहम्।

भैरवी। अहमपि सन्तान-विरहव्यथां सोढुं न पारयामि। अतएव कियद्दिवसम् अहम् अत्रैव स्थास्यामि।

(ततः प्रविशति प्रसादहस्तः हृदयः)

हृदयः। (सुगम्भीरः) मातुल-महाशय ! त्वदर्थं प्रसाद आनीतो मया।

गदाधरः। सुष्ठु तत्। हृदय ! आनय मातू रन्धनोपकरणानि, तण्डुल-प्रमुखाणि रन्धनद्रव्याणि च।

हृदयः। (रुष्टः) किं सा अत्रैव स्थास्यति ? कथम् ? नास्त्यत्र आगन्तुकजनानां स्थानम्। ततः कथम् अपरिचिता सा अत्र तिष्ठेत् ?

गदाधरः। (विहस्य) कथं न वत्स ! कथं न ? इदं पवित्र-स्थानं पवित्रतरं हि भविष्यति अस्यास्तपस्विन्याः पुण्योपस्थित्या सुनिश्चितमेव।

हृदयः। (स्वगतम्) हुँ ! "पुण्योपस्थितिः ?" मम सरल-निर्बोध-मातुलस्य स्कन्धे सा विराजिष्यते शाश्वतकालम्। हुँ ! सन्न्यासिनी तपस्विनी सा ! ईदृश-सन्न्यासिनी बहुशो दृष्टपूर्वा मया। हुँ ! (प्रस्थितः)।

गदाधरः। मातः ! कृपया कुरु प्रसादग्रहणम्।

भैरवी। सन्तानम् अभुक्तं त्यक्त्वा माता जलग्रहणेऽपि न समर्था। तत आगच्छ वत्स ! अहं प्राथम्येन त्वां भोजयिष्यामि। ततः परम् अहं तव उच्छिष्ट-कणिकां ग्रहीष्यामि सानन्दम्। (तथा करोति)

गदाधरः। मातः ! अतः परं पञ्चवटीतले त्वदर्थं रन्धनादिव्यवस्थां करिष्यामि।

भैरवी। किं वा प्रयोजनम् अत्र पाककार्यादिभिः ? तथापि सुष्ठु एतत्। यतो मम कण्ठदोलित-श्रीरघुवर-शिलाया भोगप्रदानं मम नित्य-कर्तव्यकर्म।

गदाधरः। सुष्ठु तत्, मातः सुष्ठु तत्। त्वं श्रीरघुवराय भोगप्रदानं कुरु आत्मानञ्च तोषय, आत्मरक्षणमपि अवश्य-प्रयोजनीयम्।

(ततः प्रविशति रुष्टो हृदय उपकरणहस्तः)

हृदयः। मातुल ! गृहाण एतानि रन्धन-द्रव्याणि। न जाने कस्य कृते एतानि प्रयोजनीयानि।

भैरवी। रघुवरस्य कृते वत्स ! भुवनपालक-श्रीरघुवरस्य कृते।

हृदयः। (स्वगतम्) हुँः! "श्रीरघुवरस्य कृते"! अथवा स्वजठर-देवस्य कृते? अयं श्रींहृदयशर्मा न श्रीगदाधरशर्मवन्निर्बोधो दुर्बलो वा। न कोऽपि तं प्रतारयितुं समर्थः, न कोऽपि जगति, सन्न्यासी वा गृही वा। हुँः!

(प्रकाशम्) मातुल! न मुहूर्तमात्रविलम्वः करणीयः। वहुकालो वृथा व्ययितस्त्वया सारशून्य-कथोपकथनेन—अज्ञात-कुलशील-जनेन सह। तव वृत्तिरक्षा हि तव प्रथम-कर्तव्या, तव जीवनोपायस्तु नास्त्यन्यः। तदर्थं शरीररक्षा हि त्वया अवश्यकरणीया।

साम्प्रतं त्वं जगदम्वार्थम् उन्मत्तो भूत्वा यथायथं शरीर-पालनविधीन् न पालयसि, यथासमयं स्नानाहार-शयनादिकञ्च न करोषि। तदुपरि यदि अज्ञात-कुलशील-जनैः सह ईदृशरूपेण पञ्च-ष-घण्टाव्यापि-वाक्यालापेन आत्मानं व्याकुलीकरोषि—स्नानाहार-विश्रामान् त्यक्त्वा तदा का वा आशा तव स्वास्थ्यरक्षाया जीविकाया वा?

गदाधरः। हृदय! सम्माननीय-जनान् प्रति परुष-वाक्यप्रयोगः सर्वथा अन्याय्यः, ततो मुहूर्तेन त्यज इदं स्थानम्।

भैरवी। (सस्नेहम्) गोपाल मम! मा उद्विग्नो भव। सर्वमेतत् त्वत्कृते हृदयस्य गभीर-प्रीतिं द्योतयति।

वत्स हृदय! तव मातुल-महोदयेन सह मम वाक्यालापः परिसमाप्तः। ततः स गमिष्यति त्वया सह गृहाभ्यन्तरम्, मा पर्याकुलो भव। वत्स! तव मातुलदेवो हि विश्वजगता परिपालनीयः सादरम्। रक्ष तं सावधानं तात! स हि सर्वेषां महाधनम्, स हि तव परम-निधिः।

हृदयः। (लज्जितः) प्रणमामि मातः! ददातु भवती कृपया ममादर-णीय-मातुलवराय अलौकिक-शक्तिसमूहान्, येन स प्रभूत-धन-जन-मानशाली भवितुं पारयति।

भैरवी। (विहस्य) सौम्य! स्वयं परब्रह्म एव तस्य नित्यभाण्डारि,

अत एव स जगतः श्रेष्ठो धनी, श्रेष्ठो मानी, श्रेष्ठो जनगणस्वामी च। को वा तस्याभावः? का वा तुलना?

(सर्वे निष्क्रान्ताः)

(पटपरिवर्तनम्)

स्थानम्—दक्षिणेश्वरस्थ-पञ्चवटीतलम्।

समयः—मध्याह्नः।

(श्रीरघुवर-शिलायाः सम्मुखे भोगदत्त-भोज्य-द्रव्याणि सज्जितानि, समाधिग्रस्ता भैरवी ब्राह्मणी उपविष्टा।)

भैरवी। इष्टदेव मम! मम परमानन्दघन-परमालोकयुक्त-परमामृतमय-ध्यानदेव! सहसा पश्यामि त्वां मम ध्यान-नयनसम्मुखे। पश्यामि सुस्पष्टं, पश्यामि निरङ्कुशम्, पश्यामि निःसन्देहम्, पश्यामि निःशङ्कम्।

किन्तु-किन्तु-किन्तु-क एषः क एषः क एषः? मम अन्तरदेशं दीपयित्वा अकस्मात् आविर्भूतः षड़ैश्वर्यशाली अशेष-विभूतिविशिष्टः अनुपम-गौरव-धारी। कः सः, कः सः, कः सः? अथवा—

(सहसा प्रविशति भावाविष्टो गदाधरः)

गदाधरः। मदर्थं निवेदितो भोगोऽत्र विराजितः। ततो ग्रहीष्यामि इमं सानन्दम्। (भक्षणरतः)

भैरवी। (नयने उन्मील्य) अहो आगतो मम इष्टदेवः आगतो मम श्रीरघुवरोऽत्र अद्य, मम भोगं ग्रहीतुम् देहधारि-रूपेण सानुग्रहम्। परम-सौभाग्यं मम। तपःसिद्धा पूर्णकामा धन्यप्राणा चाहं जाता—अद्य मम श्रीरघुवरं पार्थिव-लोचनाभ्यां दृष्ट्वा। गोपाल गोपाल गोपाल मम! त्वं हि ममेष्टदेवः, त्वं हि मम श्रीरघुवरः, त्वं हि मम जीवननाथः। अद्य तव दर्शनलाभात् परिपूर्णा जाता मम जन्म-जन्मान्तरव्यापिनी साधना। गोपाल, गोपाल, गोपाल मम! अद्य त्वं रघुवर-गोपालयोः राम-कृष्णयोर्मिलितरूपं

धारयित्वा मत्सम्मुखे आविर्भूतः। मम रघुवरो हि मम गोपालः, मम रामो हि मम कृष्णः, को वा तयोर्भेदः? (सस्नेहं गदाधरस्य भोजनं पश्यति)

हे रामकृष्ण! मूर्तिस्ते समस्त-देवतात्मिका।
साधनानां हि सर्वासां सिद्धिस्त्वं मिलिता ध्रुवम् ॥५८॥
त्वमेवाराधनानाञ्च मिलिता मन्त्रशक्तयः।
यज्ञानामपि सर्वेषां त्वमेवाहुतयो हुताः ॥५९॥
आकूतेराकुलाया नः कृताया जन्मजन्मनि।
सङ्कल्पस्य कठोरस्य चाद्य सार्थकतादिनम्।
पश्यामो युगपत्तेन रामं कृष्णञ्च सङ्गतम् ॥६०॥(विशेषकम्)

गदाधरः। (भोजनं समाप्य संविदं लब्ध्वा लज्जितः) अहो! किं कृतं मया भावाविष्टेन? मातः! त्वया श्रीरघुवरार्थं भोगरूपेण दत्तं भोज्यम् अहमेव भक्षितवान्। ततोऽन्याय्यं मया कृतम्। मातः मातः मातः! कृपया क्षमस्व माम्। क्षुद्रो बालकोऽहम्—न जाने कथं किं करोमि। अबोधं बालकं मां क्षमस्व कृपया।

भैरवी। वत्स! प्राणाधिक गोपाल मम! कथं त्वम् अकारणम् आत्मानम् आकुलयसि? न किञ्चिदपि अन्याय्यं त्वया आचरितम्। तवान्तस्थदेवतया हि इदं कृतम्। ततो नेदम् अन्याय्यम् अशोभनं वा, इदं न्याय्यतमं शोभनतमं कर्म।

गदाधरः। किन्तु जननि! त्वया श्रीरघुवरार्थं दत्तोऽन्न-भोगः मया खादितः। किं नैतत् अन्याय्यम् अशोभनञ्च?

भैरवी। (भावाविष्टा) न न न, प्राणाधिक! न न न। यतस्त्वं हि मम श्रीरघुवरः। मम रघुवरो हि मम गोपालः, मम रामो हि मम कृष्णः—रामः कृष्णश्चाभिन्नौ।

रामो दूर्वादलश्यामः कृष्णस्तिमिर-मेचकः ।
ततो नाम्नैव तौ भिन्नावाकृत्या न मनागपि ॥६१॥
श्रीरामस्य धनुर्वाणावभिन्नौ कृष्णवेणुतः ।
अपृथक् च तयोरेवं पादुका-नूपुरावपि ॥६२॥
तयोरन्तर्गताः काममभिन्ना गुणशक्तयः ।
पश्यन्नेवमभेदेन रामकृष्णौ विमुच्यते ॥६३॥ (विशेषकम्)

गदाधरः । (सुगम्भीरः) सत्यम्—रामः कृष्णश्चाभिन्नौ ।

भैरवी । ततो यास्याम्यहं गङ्गातीरे एतावत्कालं मया कण्ठे वाहितां श्रीरघुवरशिलां गङ्गागर्भे निक्षेप्तुम् । सशरीरो रघुवरो दृष्टो मया अद्य परम-सौभाग्यात् । ततः किं पुनः प्रयोजनं मम श्रीरघुवर-शिलया ? ततो यामि यामि इमां सश्रद्धं गङ्गाजले निक्षेप्तुम्—यामि यामि सानन्दम् ।

(सर्वे निष्क्रान्ताः)

(इति चतुर्थ-दृश्यम्)

—o—

पञ्चम-दृश्यम्

[गदाधरस्य अवतारत्वे प्रमाणम्]

स्थानम्—दक्षिणेश्वर-कालीमन्दिरस्य सम्मुखस्थित-नाट्यमन्दिरम् ।

समयः—प्रभातम् ।

(ततः प्रविशति आनन्दोत्फुल्लो नृत्यरतो गानपरो गदाधरः)

गदाधरः -

नाहं सुरापानासक्तः *
"जय-कालि"-ध्वनि-विधानपरः
केवलं सुधापानारक्तः
केवलं जननीचरणधरः ॥६४॥

---

* "सुरापान करिना आमि,
सुधा खाइ 'जय काली वले' ।
आमाय मन-माताले माताल करे,
सव मद-माताले माताल वले"॥

मथुरानाथः । (पुनस्त्रस्त-व्यस्तः) किन्तु, कुत्र सर्वे पण्डितप्रवराः ? कथम् ईदृशो विलम्बः ?

(ततः प्रविशति वैष्णवचरणः)

वैष्णवचरणः । प्रणमामि भवन्तम् ।

गदाधरः । अहो ! आगतः साधकश्रेष्ठः श्रीवैष्णवचरणः । तद्दर्शन-मात्रेण अपूर्व-भावाविष्टोऽहं जातः सहसा ।

(सहसा स वैष्णवचरणस्य स्कन्धे उपविशति समाधिग्रस्तः)

गदाधरः । (समाधिस्तराद्दुत्थाय) विलम्बो न करणीयः । श्रीमथुरा-नाथ ! सभाकार्यं प्रारम्भणीयम् ।

मथुरानाथः । अवश्यमेव । किन्तु कथं चिरायते श्रीगौरीपण्डित-महोदयः ?

(प्रविशति श्रीगौरीनाथ-भट्टाचार्य-तर्कभूषणः सवेगम्)

गौरीनाथः । हा रे रे रे "निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम्" । (उच्चैः) हा रे रे रे !

गदाधरः । (सहसा उत्थाय उच्चतर-स्वरेण) हा रे रे रे !

गौरीपण्डितः । (तत उच्चतरस्वरेण) हा रे रे रे ।

गदाधरः । (ततोऽप्युच्चतर-स्वरेण) हा रे रे रे !

गौरीपण्डितः । (परास्तः ललाटे कराघातं कृत्वा) अहो ! न पारयामि इमं महाशक्तिधरं विजेतुम् । (गदाधरमुद्दिश्य) महागुरो ! कृपया क्षमतां भवान् माम् । भवता सह शक्तिपरीक्षणं हि मम जातम् । ततोऽहं भवतः कृपाप्रार्थी ।

गदाधरः । कृपाकारिणी सा—सा जगन्माता केवलम्, नान्यः ।

किन्तु आर्य ! मा विस्मरतु नाम भवान् यत् "सिद्धाइ" नामधारिणी मायाशक्तिर्न योगविभूतिः, तत ईदृशी मङ्गललेशहीना मायाशक्तिर्न प्रकटनीया कदापि ।

गौरीपण्डितः। (सविनयम्) न विस्मरिष्यामि देव ! कदापि न।

(ततः प्रविशन्ति समाहूताः पण्डितवर्याः)

मथुरानाथः। (उत्थाय कृताञ्जलिपुटः) पूजनीयाः पण्डितमहोदयाः ! प्रणमामि वः सर्वान्, भवतां पुण्याशिषो याचे। कृपया सर्वे आसनानि परिगृह्णन्तु।

पण्डिताः। कल्याणं भवतो भूयात्।

मथुरानाथः। दीनहीनस्य मम सश्रद्धाह्वानेन भवन्तः कृपया अत्र आगतवन्तः। अद्य अत्र कस्यचित् गुरुतर-विषयस्य मीमांसा भवद्भिः करणीया। अस्माकं परम-सौभाग्यात् अद्य अत्र पण्डित-कुलतिलकौ श्रील-श्रीयुक्त-वैष्णवचरणः श्रीलश्रीयुक्त-गौरीपण्डितश्च समागतौ। तयोर्विधानं अद्यास्माकम् अवश्यप्रयोजनीयम्।

वैष्णवचरणः। अहं साह्लादं विधानं दास्यामि यथायथम्।

गौरीपण्डितः। अहमपि।

मथुरानाथः। ततोऽहं महाशक्तिशालिनीं तन्त्ररत्नमालिनीं श्रीभैरवीं ब्राह्मणीम् अनुनयामि—कृपया सर्वजनसमक्षं आलोच्य-विषयस्योत्थापनार्थम्।

भैरवी। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति !

सर्वे। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति ! ।

भैरवी। समागताः पण्डितवर्याः ! कृपया शृण्वन्तु भवन्तः अस्याः सभाया विचार्यविषयम् तत्र मन्मतञ्च। कलियुगे अवताराः सन्ति न वा ? किञ्च, अयं श्रीगदाधरः अवतारो न वा ? अत्र मन्मतम् —अयं श्रीगदाधरमहोदयः कलियुगावतारः—इति नास्ति कश्चिदपि सन्देहः।

प्रथम-पण्डितः। (उत्तेजितः) किं, किं कथयति भवती ? "कलियुगावतारः" ? असम्भवम् इदं सर्वम् अयौक्तिकञ्च। कलियुगे नास्त्यवतारः, न प्रयोजनीयश्चैष आधुनिक-युगे। आधुनिक-युगं युक्तिविचारमूलकं मानवसेवानिष्णातञ्च। ततः सम्प्रति अवतारवादो हास्यास्पदं जातः सम्पूर्णतया।

भैरवी। (दृढ़स्वरेण) मान्य पण्डितप्रवर ! अवतारवादो भारतवर्षस्य शाश्वततत्त्वम्। प्राचीने वा नवीने वा न कदापि मिथ्या निष्प्रयोजनीयो वा भवितुमर्हति। करुणावरुणालयः अधमतारणः दीनजनशरणः पतितपावनः भक्तवत्सलो भगवान् विश्वब्रह्माण्डोद्धारार्थं मनुष्यवेशं धृत्वा जगति अवतरति सानुग्रहम्। अत्र को वा सन्देहः, का वा विमतिः, किं वा वैषम्यम् ?

जगन्निवासः परमेश्वरश्चे-
श्चराचरेष्वस्ति विराजमानः।
ततः कथं मानवदेहधारी
नचावतारी भवितुं समर्थः ? ॥६८॥
भूत्वाऽवतारी मनुजेषु देवः
सान्निध्यमस्माकमुपैति काले।
करोति चास्मान् व्रतिनः सुमार्गे
सोऽयं तदीयः करुणाविकाशः ॥६९॥

यथा दूरतया सूरोऽदृश्योऽपि पतितोऽङ्गने।
नैकट्याद् दृश्यते स्पष्टमवतारोऽपि तादृशः ॥७०॥ (विशेषकम)

वैष्णवचरणः। सत्यं सत्यं पूर्णसत्यम्। परमेश्वरो हि पृथिव्याः सर्वत्र प्रत्येके तृणगुच्छे, प्रत्येके वारिविन्दौ प्रत्येके जलकणिकायां प्रत्येके अणौ परमाणौ च विराजते सगौरवम्। केवलम् आधारभेदहेतोः स न सर्वत्र समभावेन दृश्यते। योग्यतमाधारे तु स स्वभावत एव प्रकटीभवत्यवतार-रूपेण। कस्तम् अस्वीकर्तुं पारयति ?

प्र०प०। मान्य महोदय ! युक्तिसङ्गतं भवतो मतम्।

भैरवी। अत एवास्मिन् युगेऽप्यवतारसम्भावना अस्ति इति मे प्रारम्भ-मतं हि अवश्य-स्वीकार्यम्।

द्वितीयतः, अस्मिन् युगेऽपि पूर्णावतारसम्भावना तुल्यरूपेणावश्यस्वीकार्या।

प्र०प०। असम्भवम् असम्भवम् ! न विश्वसिमि, न विश्वसिमि एतत् स्वप्नविलासजातं, मेघलोकविहारि मायामरीचिका-रचितं तत्त्वम्। कलियुगे सहसा पूर्णावतारप्रकटनम् ! असम्भवम्, वातुलवाक्यं ह्येतत्।

भैरवी। (दृढ़स्वरेण) वरेण्य-पण्डितप्रवर! नायं स्वप्नविलासः, मेघलोकविहारः मायामरीचिकारचनं वातुलवाक्यं वा। परन्त्वयं सकल-दर्शनसारः, इदं स्थिर-शाश्वत-सत्यम्। "कलियुगमिदम्" इति चेत् तेन किम्? किं न जानाति भवान् यत् श्रीभगवान् देशकालातीतः केवलः पुरुषः? ततस्तन्निकटे सत्य-कलियुगयोर्भेदो नास्ति, नास्ति स्वर्ग-मर्तयोर्वा भेदः। यस्मिन् कस्मिन् देशे, यस्मिन् कस्मिन् काले, यस्मिन् कस्मिन् जने वा स कृपाभरेण आविर्भवितुं पारयति। का वा तस्य वाधा? सर्वशक्तिमान् सः यथेच्छम् आत्मानं प्रकाशयितुं समर्थः।

गौरीपण्डितः। सत्यम्! आर्ये! अवश्य-स्वीकार्यं सत्यम्।

भैरवी। पुनरपि शृण्वन्तु सर्वे प्रमाणान्तरमेकम्—अधमतारणः पतितपावनः दीनजनशरणः सः। अतएव अधमाधिष्ठिते, पतितपूरिते, दीनजनकलिते कलियुगे एव तस्य विशेषाविर्भावः परमाविर्भावः पूर्णाविर्भावश्चात्यावश्यकः। अन्यथा, कथं स परम-करुणामयः, स्नेहसुकोमलः, प्रीतिप्रसन्नो ममतामधुरश्च भवितुमर्हति?

सर्वे। साधु साधु साधु!

भैरवी। ततः स्थापितं मम द्वितीय-मतम्।

मम तृतीय-मतं प्रागेव प्रारम्भ एव भवतां समीपे समुपस्थापितम्। पुनरपि प्रकटयामि तन्मधुर-मोहनं सत्यम्—श्रीगदाधर-महोदयः कलियुगावतारः—श्रीचैतन्य-महाप्रभु-श्रीनित्यानन्दयोः सम्मिलितो महावतारः।

सर्वे। साधु साधु साधु!

गदाधरः। (प्रशान्तः, वालकवत् मिष्टान्न-भोजनरतः) किमेतत्? किमेतत्? किं संघटते अत्र न बुध्ये। मूर्खोऽहं, तदुपरि वातुल-पदवाच्यः। न पारयामि पण्डित-प्रकाण्डानाम् आचार-व्यवहारान् वोद्धुम्। (सर्वे हसन्ति)

भैरवी। तस्य देह-मनोमध्ये अवताराणाम् ऊनविंशतिसंख्यकानि लक्षणानि परिपूर्णतया परिस्फुटानि। ह्लादिनीस्वरूप-श्रीराधायाम्, भक्ति-प्रीति-रसघन-श्रीचैतन्यदेवे च केवलम् इमानि ऊनविंशति-लक्षणानि प्रकटीभूतानि।

सर्वे। साधु साधु साधु।

द्वि०प०। किन्तु भद्रे! श्रीगदाधर-महोदयो वातुलरूपेण जनगणमध्ये परिचितः। वस्तुतस्तस्य आचाराचरणानि संलाप-संगीतानि च न प्रकृतिस्थानि।

गदाधरः। (उच्चैर्विहस्य) सत्यं सत्यम्! नाहं प्रकृतिस्थ-जनः। मम छलकलाकुशला परिहास-पेशला लीलाकमना जनन्येव माम् उन्मत्तं करोति सततं तस्याः कलाकौशलेन।

> **यथैव माता सरला सुकोमला**
> **बालेव नित्यं विमला च दृश्यते।**
> **तथा षडैश्वर्यमयी जगन्मयी**
> **भुजैरुपेता दशभिश्च सायुधैः॥७१॥**
>
> **अस्या अमू कोमल-कर्कशात्मकौ**
> **भावौ सदा सूचयतः प्रशस्तताम्।**
> **अग्नेर्यथा शीतविनाशिता तथा**
> **गृहादिदाहश्च महत्त्वसूचकौ॥७२॥**

(सहसा भावाविष्टः) जननि जननि! मम परम-सौन्दर्य-माधुर्यैश्वर्य-विलसिते जननि! तव चिन्तनमात्रं तु कोटिकोटिजनान् उन्मत्तान् कर्तुं पारयति निमेषेण। महामायाविनी हि त्वं महामोहिनी च। तव मोहन-शक्तिपाशात् नास्ति कस्यापि परित्राणं त्रिभुवने। जननि जननि! प्राणमनो-हारिणि! बुद्धिविभ्रमकारिणि महामायाधारिणि! जननि! (भावाविष्टो हसति नृत्यति च)।

(सर्वे मन्त्रमुग्धा इव पश्यन्ति)

भैरवी। पश्यन्तु भवन्तः स्वचक्षुर्भ्यां श्रीगदाधरस्य देहमनोमध्ये महाभावलक्षणानि। किं तथापि सन्देहाकुलानि भवतां मनांसि?

सर्वे। न, न, न।

हृदयः। (व्याकुलः) मातुल मातुल! जागृहि जागृहि। सुप्रसिद्ध-पण्डितसभामध्ये सर्वजनसक्षम् ईदृशानि वातुलतुल्यानि आचाराचरणानि न करणीयानि। ततो मातुल! उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ त्वरितम्।

भैरवी। वत्स! मा उद्विग्नो भव। खेलतु तव मातुलः परम-जनन्या सह स्वच्छन्दम्, तत्र का क्षतिः?

मथुरानाथः। रोमाञ्चकरम् इदं दृश्यम्।

गदाधरः। (सहसा समाधिस्तरात् अवतीर्य) हृदय हृदय! कुत्र मम मिष्टान्नानि।

हृदयः। (सानन्दम्) गृहाण, गृहाण मातुल! तव मिष्टान्नानि।

गदाधरः। (बालकवत् सानन्दं मिष्टान्नभक्षणरतः, सकौतुकम्) किं मम विचारः समाप्तः? श्रद्धेय विचारकवृन्द! को भवतां दण्डनिर्णयः? किम् अहं वातुलः? अथवा अवतारवरिष्ठः? (सर्वे हसन्ति)

भैरवी। शृण्वन्तु सर्वे मम चतुर्थं तथा शेषं सिद्धान्तम्। अयं श्रीगदाधरः न केवलं कलियुगावतारेषु गरिष्ठः परन्तु सर्वयुगावतारश्रेष्ठः। अपि प्रमाणानि वाञ्छन्ति भवन्त एतदर्थम्? ततः शृण्वन्तु कृपया सावधानम्। प्रथमतः—

गौरीपण्डितः। (सहसा उत्थाय) विरमतु, विरमतु। न वाञ्छामो वयं प्रमाणानि। साक्षात् परमेश्वर एवाविर्भूतः अस्मत्सम्मुखे परम-कृपया, पश्यन्तु तं पश्यन्तु सर्वे जीवनानि धन्यानि कर्तुकामाः, किंवा प्रयोजनम् अत्र अन्येन प्रमाणेन।'

मूर्तिमद्भगवन्! गृह्णातु कृपया अस्माकं दीनहीन-श्रद्धार्घ्यम्।

सर्वे। जयः श्रीगदाधरस्य जयः। जयः श्रीश्रेष्ठावतारस्य जयः। जयः श्रीभवन्मूर्तेर्जयः। जयः श्रीजगज्जनन्या जयः।

हृदयः। (नृत्यपरः) मातुल! मातुल! परमादरभाजन मातुल! त्वं हि सर्वावतारश्रेष्ठः। त्वं न जड़ो न मूढ़ो न वातुलः, त्वं स्वयं परमेश्वरः।

गदाधरः । (शिशुवत् सरलः) न जाने, न जाने । मातः ! कथं दीन-हीन-जनोऽयं तवेदृश-परिहासभाजनं जातः । न जाने, न जाने, न जाने तन्मातः ! न जाने कीदृशी तव खेला मया सह सहसा ।

(इति पञ्चम-दृश्यम्)

—०—

षष्ठ-दृश्यम्

[गदाधरस्य तोतापुरीसकाशाद्दीक्षालाभः]

स्थानम्—दक्षिणेश्वरस्थ-कालीमन्दिरसन्निहित-गङ्गातीरम् ।

समयः—प्रभातम् ।

(ततः प्रविशति गदाधरः)

जननी मम त्वं हि तारा *
त्रिगुणधरा त्वं परात् परा ।
दीनदयामयी सुखकरा
दुर्गमे त्वं हि दुःखहरा ॥७३॥
त्वं जले स्थले तुल्यचरा
जननि त्वमाद्य-शूलभरा ।
सर्वघटाक्षपुटाधारा
त्वं साकार-निराकारा ॥७४॥
सन्ध्या गायत्रीसारा
जगद्धात्री त्वं निर्जरा ।
अकूले सदा त्राणकरा
त्वं हि सदाशिवमनोहरा ॥७५॥

गदाधरः । अपूर्व-शान्तिपूर्णमिदं स्थानम् ! सम्मुखे प्रवहति कनकाञ्चला लीलाचञ्चला मोहन-मञ्जुला प्रेमोच्छला भक्तिविमला जननी जाह्नवी सानन्दम् ।

* "जननी त्वं हि तारा" ।

चलति सा चलति, चलति चलति चलति ; चलति रोधरहिता श्रान्तिशून्या विरतिविहीना च। कुत्र ? सागरसङ्गमे, प्रियसम्मेलनार्थं दयित-दर्शनार्थञ्च। अतएव तस्याः प्रतितरङ्गभङ्गे प्रकटिता मधुरा भक्तिः, प्रति'कुलुकुलु'नादे निनादिता मधुरतरा प्रीतिश्च। इयं भक्तिः इयं प्रीतिश्च श्रेष्ठ-साधनभूते।

यथैकस्या दृष्टिशक्तेः प्रकाशो हेतुरेव च।
नयनत्रितयं शम्भोः प्रेमशक्तेस्तथा त्रयम्।
स्नेहः प्रीतिस्तथा भक्तिः शम्भुनेत्रत्रयोपमाः ॥७६॥
भक्तिर्ज्येष्ठगतं प्रेम तत् तुल्ये प्रीतिनामकम्।
स्नेहः कनीयसि प्रेम तुल्यानन्दप्रदं त्रयम ॥७७॥(युग्मकम)

परम-प्रेमामृतघन-परमजनन्या अशेष-कृपया अहं मधुर-रसभरित-भैरवी-ब्राह्मणीसकाशाद् भक्तिप्रीतिमाधुर्यं सम्यक् ज्ञातवान् तन्त्ररहस्यञ्च। इदानीं ज्ञानमार्गमाहात्म्यम् उपलब्धुमिच्छामि।

वस्तुतः, शुद्ध-भक्तिः शुद्ध-ज्ञानञ्च समपर्यायभूते, न परस्पर-विरुद्धे। एतत् शाश्वत-सत्यं सुष्ठुरूपेण ज्ञातुं ज्ञान-साधना भक्ति-साधना च समप्रयोजनीये। लब्धो मया भक्तिगुरुः परमसौभाग्यात्, किन्तु कुत्र मे ईप्सितो ज्ञानगुरुः ? कुत्र कुत्र ? निश्चितं स आगमिष्यति अत्राचिरेण।

(सहसा पश्चाद् गुरुगम्भीराह्वानम्) "कोऽत्र भोः" !

(ततः प्रविशति तोतापुरीः)

गदाधरः। (चकितः स्वगतम्) कोऽयं दीर्घवपुः सुगौर-वदनः जटा-जूटधारी ज्योतिर्मय उत्तरीयमात्रसम्बलः नग्नः सन्न्यासी ? दर्शनमात्रेणैव निमज्जति मे मनः असीम-शान्तिपारावारे। कः सः ?

(प्रकाशम्) आर्य ! को भवान् ? किं भवतः प्रयोजनम् ?

तोतापुरीः। अहं तोतापुरी-नामधारी अद्वैतवेदान्तमतावलम्बी निष्किञ्चन-सन्न्यासी एकः, तीर्थदर्शनरतः साम्प्रतम्।

पश्याम्यहं—यत् त्वम् अद्वैत-वेदान्त-साधनस्य उत्तमाधिकारी। तन्त्रप्राण-वङ्गदेशे विरलो हि अद्वैत-वेदान्तसाधनाकारी जनः। ततोऽहं वाञ्छामि त्वाम् अद्वैत-वेदान्तसाधनमन्त्रे दीक्षयितुम्। किं त्वं वेदान्तसाधनं करिष्यसि ?

गदाधरः। (शिशुवत्) न जाने, किमहं करिष्यामि, किं नेति। मम माता जानाति सर्वम्। यदि सा आदिशति तदाहं तत् करिष्यामि।

तोतापुरीः। ततो गच्छ तव मातरं पृच्छ एतद्विषयम्। नाहं स्थास्यामि दीर्घकालम् अत्र।

गदाधरः। तिष्ठतु भवान् क्षणकालम्। गच्छाम्यहं मातृसकाशे श्रीकाली-मन्दिरं तस्या अनुमतिप्रार्थनार्थम्। (अङ्गुल्या कालीप्रतिमां निर्दिशति)

तोतापुरीः। (सोपहासम्) किं सा तव माता ? हाः हाः हाः ! कथं मृत्तिका-धातु-काष्ठ-निर्मितो विग्रहः माता भवितुमर्हति ? हाः हाः हाः !

सनातनं नित्यनिरञ्जनं महत्
परात् परं ब्रह्म कथं नु तिष्ठतु।
जड़े क्षणस्थायिनि पापसङ्कुले
विभङ्गुरे दारुमयेऽत्र विग्रहे ? ॥७८॥
घटे मिमीते किमसीम-वारिधिं
नभो दिगन्तप्रसृतं विलेऽल्पके।
वियत्तलस्पृक्शिखरं हिमाचलं
लघीयसि काप्युपलान्तरेऽथवा ? ॥७९॥ (युग्मकम्)

भवतु, अद्वैत-वेदान्तप्रभावेण अज्ञानप्रसूत-कुसंस्कारा अचिरेण दूरीभूता भविष्यन्ति। ततो गच्छ, गच्छ स्वकार्यसाधनार्थम्। (गदाधरो वहिर्गच्छति)

तोतापुरीः। (परिभ्रमणशीलः) हुँ ! माता ! अयं भक्तिपङ्किलः अज्ञानतिमिराच्छन्नो देशः। अद्वैतवेदान्ततत्त्वं हि केवलमस्य आलोकरश्मिः।

(ततः प्रविशति गदाधरः हर्षोत्फुल्लः)

गदाधरः। मान्य महोदय ! प्राप्ता मया अनुमतिर्मातुः।

तोतापुरीः। (सोपहासम्) सुष्ठु तत्। किं तव मातृदेवी कथित-वती ?

गदाधरः। सा कृपया अवदत्—"गच्छ अद्वैतवेदान्ततत्त्वं शिक्षस्व स्वच्छन्दम्, तव शिक्षार्थमेव एष सन्न्यासिवरोऽत्र समागतः।

तोतापुरीः। (सोपहासम्) हाः हाः हाः! असीमा तव मातुः कृपा। भवतु, वाञ्छाम्यहं तव दीक्षादानम्।

गदाधरः। किन्तु संगोपनं तत् कार्यम्। अन्यथा मम शोकसन्तप्ता वृद्धा जननी मर्माहता भविष्यति सुनिश्चितम्।

तोतापुरीः। यत् त्वं वाञ्छसि।

(पटपरिवर्तनम्)

स्थानम्—दक्षिणेश्वरस्थ-पञ्चवटीतलम्।

समयः—ऊषा।

तोतापुरीः। गदाधर! उच्चारय मया सह विरजाहोममन्त्रम्—

हे अग्निशरीरशयित ज्ञानप्रतिवन्ध-हननकुशल लोहिताक्ष पुरुष! जागृहि! हे अभीष्टपूर्तिकारिन्! मत्तत्त्वज्ञानलाभस्य सकलप्रतिवन्धान् नाशय। अपि च यथा मच्चित्तस्य सकल-संस्काराः शुद्धा भवन्ति, ततश्च गुरुमुखात् श्रुतज्ञानं मम मनसि सम्यक् प्रतिफलति—तथा कुरु। आहुतिप्रभावेण मम रजोगुणजनिता मलिनता दूरीभूता भवतु। अहं ज्योतिःस्वरूपो भवानि।

चिदाभासः ब्रह्मस्वरूपोऽहं दार-पुत्र-धन-मान-सुन्दर-देहादिलाभस्य सकलवासना अग्नौ आहुतिं दत्त्वा त्यजामि। स्वाहा"।

गदाधरः। (तथा करोति)।

तोतापुरीः। ददामि अहं तुभ्यं महानाम एकम्—"रामकृष्णः"।

गदाधरः! "रा-म-कृ-ष्णः"। आर्य! सार्थकं भवतु इदं नाम मम दीनहीन-जीवने। यथा अयम् उदेति हिरण्य-किरणस्तरुणोऽरुणः पूर्व-दिगन्ते, तद्वत् उदेतु मम जीवनेऽपि ज्ञानमार्तण्डः अज्ञान-तमिस्रं दूरीकृत्य।

तोतापुरीः। (विहस्य) वत्स! ज्ञान-सूर्योदयस्तु न तादृशः सुकरः। तदर्थं कठिनातिकठिनो निर्विकल्प-समाधिर्हि अत्यावश्यकः।

गदाधरः। स एव मया करणीयः साम्प्रतम्। न तन्मम भीति-कारणम्।

तोतापुरीः। तत आगच्छ मया सह साधनकुटीरे।

(पटपरिवर्तनम्)

स्थानम्—दक्षिणेश्वरस्थ-"पञ्चवटी"तल-निकटस्थ-साधनकुटीरम्।

समयः—प्रभातम्।

तोतापुरीः। उपविश अत्र।

सर्व-बाह्यविषयेभ्यो मन आकृष्य अन्तराभिमुखं कृत्वा केवलम् अध्यात्म-ध्यानं कुरु। सकल-नाम-रूपविहीनं केवलम् आत्मानं ध्याय, तेन सह एकीभव। अयमेव निर्विकल्प-समाधिः।

रामकृष्णः। तथा करोमि। (ध्यानरतः)

(तोतापुरीः तं साग्रहं पर्यवेक्षते)

रामकृष्णः। (सहसा ध्यानं त्यक्त्वा) नाहं पारयामि, नाहं पारयाम्येतत्। अन्येभ्यो विषयेभ्यो मन आकृष्य अहं तत् आत्मनि स्थापयितुं समर्थः अनायासेन। किन्तु एका एव मम महती बाधा।

तोतापुरीः। (सोद्वेगम्) का सा, का सा ?

रामकृष्णः। (भावाविष्टः) सा मम माता जगज्जननी। तस्याः षडैश्वर्यमयी चिद्घनोज्ज्वला मूर्तिर्मम ध्यान-नयनसम्मुखे सर्वदोद्भासिता विराजते। ततो निर्विकल्प-समाधिर्न मम साधनायत्तः।

अन्नं कणामात्रमगृह्णता चिरं
नित्यं तथैवाऽपिबता पयोलवम्।
उच्छ्वास-निश्वासमकुर्वता वरं
स्थेयं मया न त्यजता तु मातरम्॥८०॥

तोतापुरीः। (उत्तेजितः) कथं न, कथं न? अवश्यमेव एष तव साधनगम्यः।

साक्षात् परब्रह्म यतस्त्वमेव
तस्मादसाध्यं तव नास्ति किञ्चित्।
भङ्क्त्वा तदज्ञान-वृतिं हृदिस्थाम्
अन्तर्दृशा ब्रह्म विलोकसे त्वम्॥८१॥

(चतुर्दिक्षु अन्विष्य काचखण्डमेकं गृहीत्वा तस्य तीक्ष्णसूचीमुखं गदाधरस्य ललाटमध्ये निवेश्य च)

अस्य काचखण्डस्य तीक्ष्ण-सूचीमुखेनाहं तव ललाटमध्ये क्षुद्रातिक्षुद्रं विन्दुमेकं कृतवान्। तत्रैव संस्थापय तव मनः सर्व-वस्तुभ्यः समाकृष्य।

रामकृष्णः। (तथा कृत्वा समाधिग्रस्तः)

तोतापुरीः। (स्वगतम्) अहं कुटीरमिदम् अर्गलवद्धं करोमि। यदा अयं समाधिस्तराद् व्युत्थितो भविष्यति, तदाहं एतस्याह्वानानुसारेण कुटीरद्वारम् उन्मोचयिष्यामि। (वहिर्गतः)

(पटपरिवर्तनम्)

स्थानम्—दक्षिणेश्वरस्थ-पञ्चवटीतलस्थ-साधनकुटीरम्।

समयः—रात्रिः।

(प्रविशति तोतापुरीः)

तोतापुरीः। अहो! दिवसत्रयं हि गतम्। कथं स मां न आह्वयति द्वारोद्घाटनाय? किं संघटितम्? (अर्गलम् उन्मोच्य निपुणं दृष्ट्वा) आश्चर्यं महदाश्चर्यम्! स दिवसत्रयं व्याप्य निर्विकल्प-समाधिमग्नः, न तस्य देहे विन्दुमात्रमपि प्राणलक्षणम्। अथ च, परम-ज्योतिर्मयं प्रशान्तं गम्भीरञ्च तस्याननम्। निवात-निष्कम्प-प्रदीपवद् विराजते अयं पूर्णब्रह्मलीनो जनः।

आश्चर्यं महदाश्चर्यम्! सुदीर्घ-चत्वारिंशद्वत्सरव्यापि-साधनया यदहं लब्धवान् तदयं जनः प्राप्तवान् अनायासेन दिवसत्रयेण केवलम्।

आश्चर्यं महदाश्चर्यम्! (उच्चैः) किमियं दैवी माया?

भवतु तं समाधिस्तराद् वहिर्नेतुं प्रक्रिया करणीया

"हरिः ओँम्, हरिः ओँम्, हरिः ओम्।"

रामकृष्णः। (समाधिस्तरादुत्थाय) प्राप्तो मया निर्विकल्प-समाधिस्तरो भवत्कृपया। ब्रह्म-ब्रह्माण्डयोरेकत्वञ्च मयाऽनुभूतं तस्मादेव कारणात्।

ब्रह्म एकमेवाद्वितीयम्। तादृशस्य ब्रह्मणः साक्षादुपलब्धिर्हि सकल-दर्शनशास्त्रस्य परमा चरमा च कथा। सा उपलब्धिर्ज्ञानगम्या, निर्विकल्प-समाधिप्राप्या। तथापि देव! ब्रह्मणः शक्तिर्नावहेलनीया, नावहेलनीयौ भक्ति-कर्मयोगौ। ब्रह्म तस्य शक्तिश्च अभिन्ने। इयं शक्तिर्माया-शक्तिः, इयमेव ब्रह्माण्डस्य कारणम्। समभावेन, भक्ति-कर्मयोगौ ज्ञान-योगस्य उपायस्वरूपौ।

तोतापुरीः। (हुङ्कारसहकारेण) धिक् धिक्! निर्विकल्पसमाधिधन्यो ब्रह्म-ब्रह्माण्डैक्यवित् सन्न्यासी त्वम्। तव मुखे ईदृशी कोमल-ललिता कथा? धिक् धिक्! अद्वैतवेदान्ततत्त्वम् आद्योपान्तं कठिन-कठोर-वीर्यगम्भीरम्, तत्र नास्ति स्निग्ध-सुन्दर-मोहन-मन्थराणां भक्ति-प्रेम-भजनार्चनानां किञ्चि-दपि स्थानम्, नास्ति च निर्विशेष-ब्रह्मणि शक्तेरपि किञ्चिदपि माहात्म्यम्। भक्तिर्मिथ्या, शक्तिर्मिथ्या, धर्मो मिथ्या, कर्म मिथ्या। सत्यं केवलं निर्गुणं निष्क्रियं निरंशं निर्विशेषं ब्रह्म; सत्यं केवलं ब्रह्म-ब्रह्माण्डयोरेकत्वज्ञानम्—नान्यत् किञ्चित्, नान्यत् किञ्चित्। न विस्मर तत्, न विस्मर।

रामकृष्णः। (विहस्य) प्राज्ञवर! पुनरपि कथयामि—ब्रह्म यथा सत्यम् तथा सत्या शक्तिरपि; ज्ञानं यथा सत्यम् तथा सत्ये भक्ति-कर्मणी अपि। भवानपि एतन्मधु-मञ्जुलं तत्त्वं सत्वरमनुभविष्यति सुनिश्चितम्।

एकमेवाद्वितीयं हि ब्रह्म यद्यपि निश्चितम्।
तथापि वर्तते तत्र तच्छक्तिरेकतां गता ॥८२॥
तापोऽनले, जले शैत्यं, क्षीरे धावल्यसञ्चयः।
मार्दवं कुसुमे, दार्ढ्यं दृशदीव सदा स्थिरा।
एवमेव जगन्माता ब्रह्माभिन्ना जगन्मयी ॥८३॥(युग्मकम्)

इतश्च—

भक्तिहीनं पुनर्ज्ञानं रिक्तं निष्पुष्प-वृक्षवत्।
मधुहीन-सरोजाभं रत्नरिक्त-समुद्रवत् ॥८४॥
कर्मशून्यमपि ज्ञानं व्यर्थं निर्जल-मेघवत्।
निष्प्रवाह-जलाधार-तुल्यमलस-संस्थिति।
स्वार्थमात्रैकसारश्च दानहीनाकरो यथा ॥८५॥(युग्मकम्)

तोतापुरीः। (पूर्ववत् हुङ्कारसहकारेण) न न न, कदापि न, कदापि न, कदापि न। दूरमपसर, निर्बोध ! दूरमपसर।

रामकृष्णः। यद्भवान् आज्ञापयति। (निष्क्रान्तो हसन्)

तोतापुरीः। (उत्तेजितः परिभ्रमणशीलः) हुं ! शक्तिः भक्तिः माता कर्म पूजाऽर्चना—फुः फुः फुः ! सर्वमेतन्माया-मरीचिकामात्रम्। जलबुद्-बुद्वत् इन्द्रधनुर्वत् आपात-मनोहरम्, परिशेषे असत्यम् अशाश्वतं अज्ञानजातञ्च केवलम्। फुः फुः फुः ! (अनुकृत्य) मातः मातः मातः ! (मुखभङ्गि-सहकारेण) का सा ? का तस्याः शक्तिः ? का वा प्रयोजनीयता ? फुः फुः फुः।

(सहसा वेदनाक्रान्तो भूत्वा) उः उः उः ! किं संघटितम् ? सहसा अहं भृशम् उदर-वेदनाक्रान्तः। असहनीया खलु इयं यन्त्रणा। असहनीया असहनीया असहनीया। न पारयामि समाधिस्तरं समारोढ़ुम्। ततः किं करोमि किं करोमि ? मरणमपि ईदृश-प्राण-पीड़क-यन्त्रणायाः श्रेयः। तदेव मया वरणीयम्। ततो यामि गङ्गाजले प्राणत्यागार्थम्, यामि यामि यामि।

(वेगेन निष्क्रान्तः)

—o—

(पटपरिवर्तनम्)

स्थानम्—गङ्गातीरम्।

समयः—रात्रिः।

तोतापुरीः। अहो ! वृश्चिकदंशनवत् उदरपीड़ा मां दहति। सहनातीता इयमवस्था। ततो जाह्नवीजले प्राणान् त्यक्ष्यामि। (गङ्गाजले अवतरति)

अहो आश्चर्यम् ! महदाश्चर्यम् ! कुत्र गतं गङ्गाजलं सहसा ? निमज्जनार्थं यथेष्टं जलमपि नास्ति अस्यां गभीरायां गङ्गा-नद्याम्।

परपारम् आगतोऽहम्, तथापि न प्राप्नोमि शरीरनिमज्जनार्थं स्वल्पमात्रम् अपि जलम्, अचिन्तनीया इयं घटना ! किमियं दैवी माया ? माया माया माया, मया चिरनिन्दिता चिरावहेलिता चिरप्रत्याख्याता माया !

अहो ! अकस्माद् विदूरितं मम नयनावरणम्—उद्भासितं मम नयन-सम्मुखे जगन्मातुः अनन्त-सौन्दर्यम् असीम-माधुर्यम् अपरिसीमैश्वर्यञ्च सगौरवम्। सा सा सा हि सर्वत्र, सा सा सा हि सर्वदा, सा सा सा हि सर्वथा। कस्ताम् अवहेलयितुं पारयति। विश्व-ब्रह्माण्डं हि तस्या अत्याश्चर्या मूर्त्तिः केवलम्। सत्यं सत्यं सत्यमिदम्। जन्मनि मरणे, सुखे दुःखे, स्वर्गे मर्त्ते, वन्धे मोक्षे, जीवे जड़े, ब्रह्मणि ब्रह्माण्डे च सा सा सा हि केवलम्। सत्यं सत्यं सत्यमेतत्। मातः मातः मातः ! प्रणमामि त्वाम्, तव मङ्गलाशिषं कामये। प्रार्थये तव सस्नेह-सहायताम्। क्षमस्व अबोध-सन्तानमिमं, क्षमस्व कृपया।

(पटपरिवर्तनम्)

स्थानम्—दक्षिणेश्वरस्थ-पञ्चवटीतलम्।

समयः—प्रभातम्।

तोतापुरीः। तिरोहिता ममोदरयन्त्रणा सम्पूर्णतया। विदूरिता च मम मनःक्लान्तिः शाश्वतकालाय।

अहो आनन्दः, अहो आनन्दः, अहो आनन्दः ! परमानन्दमयी सा। तस्या अनिन्द्यानन्दस्य विकाशो ह्ययं संसारः। ततः कुत्र शोकः, कुत्र शङ्का, कुत्र वा सङ्कटम् ?

प्रत्यक्षा जननी न यद्यपि तथाप्यस्त्येव सर्वत्र सा
भानुर्भानुसमुज्ज्वलोऽपि किमसावन्धेन सन्दृश्यते ?
स्वर्धुन्या वधिरो यथा न कुरुते कर्णे कलं कोमलं
मातुस्तद्वदहो वयं न श्रृणुमो वाणीं हृदुल्लासिनीम् ॥८६॥
चिरप्रकटिता माता चिरसौन्दर्यनन्दिता।
अस्वीकर्तुमवज्ञातुं तामिह क्षमते तु कः ॥८७॥

(ततः प्रविशति हर्षोत्फुल्लः श्रीरामकृष्णः)

रामकृष्णः। आर्य ! कीदृशम् अनुभवति अद्य भवान् शरीरावस्थाम् ? किं भवान् सुस्थो वर्तते सम्पूर्णतया ?

तोतापुरीः। सम्पूर्णतया तात, सम्पूर्णतया। किन्तु भद्र ! न त्वं मम शिष्यः अहमेव तव शिष्यः अद्यारभ्य।

रामकृष्णः। तत् कथं देव, तत् कथम् ?

तोतापुरीः। त्वयैव उन्मीलिता मम दिव्य-दृष्टिः, त्वयैव प्रकाशिता महामातृमूर्तिर्मत्सम्मुखे, त्वयैव पूर्णीकृता मम सर्वजीवनव्यापिनी साधना। धन्यस्त्वम्, धन्यतरोऽहम्।

रामकृष्णः। परमानन्दजनकः संवादोऽयहम्। किन्तु कोऽहम् ? सर्वमेव संघटते तस्या एवेच्छानुसारेण। इच्छामयी सा, कृष्णं श्वेतम् मृतं जीवितम पापं पुण्यं कर्तुं पारयति निमेषमात्रेण।

लीलामयी मे जननी छलेन
संगूहते स्वं तनयात् कदाचित्।
लीलावशादेव पुनः सुतस्य
प्रत्यक्षतां प्रापयति स्वमेषा ॥८८॥
एवं घटेते वत बन्ध-मोक्षौ
लीना वयं तत्र तु वस्तुगत्या।
व्यंशुर्विवस्वान् वितरङ्ग-वार्धिः
कासौरभं वा कमलं समस्ति ? ॥८९॥ (युग्मकम्)

तोतापुरीः। बुध्ये, बुध्ये, अधुनाहं सर्वम्। देव ! एकस्मिन् स्थाने दिवसत्रयादधिकं कालं न कदाप्यतिवाहयाम्यहम्। अथचात्र स्थितवानहम एकादशमासान्।

एतदेव जगज्जनन्या मञ्जुल-विधानम्। इयमेव तस्या मङ्गलेच्छा। अयमेव तस्याः करुणाविलासः।

रामकृष्णः। धन्यातिधन्यो भवान् महामातुरनुग्रहं प्राप्य।

तोतापुरीः। ततः आगच्छतु श्रीगुरुदेव, आगच्छतु मया सह भवान् श्रीकालीमन्दिरम्। जीवने सर्वप्रथमम् अहं देवविग्रहं नमस्करिष्यामि। सर्वप्रथममिदं किन्तु सर्वप्रवरम्। ततः परं त्यक्ष्यामि इदं पवित्रस्थानम्।

रामकृष्णः। अतीव कल्याणजनकम् इदं सर्वम्। असीमवा खलु जनन्याः कृपा !

तोतापुरीः - सङ्गीतम्

श्रीगुरुः मम प्राणप्रदीपः।
श्रीगुरुः मम मानसरसः ॥९०॥
श्रीगुरुः मम संसाराधिपः।
श्रीगुरुः मम जीवनहंसः ॥९१॥
श्रीगुरुः मम सुमोहनस्मृतिः।
श्रीगुरुः मम शोभनकृतिः ॥९२॥
श्रीगुरुः मम सुगहनप्रीतिः।
श्रीगुरुः मम लोभनधृतिः ॥९३॥
श्रीगुरुः मम सेवा साधना।
श्रीगुरुः मम शुद्धिः सिद्धिः ॥ ९४॥
श्रीगुरुः मम देवाराधना।
श्रीगुरुः मम बुद्धिः ऋद्धिः ॥९५

—०—

सप्तम-दृश्यम्

[श्रीरामकृष्णस्य श्रीसारदामणि-देव्या सह महासाधनारम्भः।]

स्थानम्—दक्षिणेश्वरस्थ-श्रीरामकृष्णगृहम्।

समयः—रात्रिः।

भक्तगायकः—

कल्याणकारणं संसारवारणं भवार्णवतारणं
विश्वपतिम्।
दुर्दशादारणं मालिन्यमारणं ज्वर-जरा-जारणं
निःस्वरतिम् ॥९६॥

धरित्रीधारणं हृत्प्राणपारणं चटुगानचारणं
तिष्यगतिम्।
नौमि परमहंसं त्रिभुवनावतंसं वरब्रह्मवंशं
शिष्यमतिम् ॥९७॥

(ततः प्रविशति श्रीरामकृष्णो गायन्)

(सङ्गीतम्)

कुरु मातर्मामुन्मत्तं
न वाञ्छामि ज्ञानविचारम्।
त्वत्प्रेम-सुरापानेन कुरु मदिरं
भक्तचित्तहरे! कुरु प्रेमसागरनिमग्नम् ॥९८॥
प्रेमोन्मादिनी वातुल-शिरोमणिस्त्वं
प्रेमधनेन कुरु धनिनं दीन-प्रेमदासम् ॥९९॥

रामकृष्णः। घनकृष्णावगुण्ठन-कलिता, श्वेत-तारका-खचिताञ्चल-लसिता, नैश-कुसुम-सुरभिवासिता, स्निग्ध-शीतल-समीरणवीजिता, प्रसन्न-झिल्लीरव-निनादिता इयं मधुर-मोहना रजनी। शान्तिधारिणी, क्लान्तिहारिणी क्रान्तिकारिणी च सा। ततः सैव आन्तर-साधनाया निर्जन-तपस्याया नीरव-प्रार्थनायाः सर्वश्रेष्ठ-कालरूपेण गणनीया।

अहमप्यद्य रात्रौ मम परमादरिणीं सन्तान-सुखसाधिनीं मञ्जु-मोहन-हासिनीम् आनन्दामृतवर्षिणीं जगज्जननीं निभृत-हृदयकेन्द्रे पश्यामि, स्पृशामि तस्याः कमल-कोमल-लोहित-लसित-श्रीचरणद्वन्द्वम्, शृणोमि तस्याः स्निग्ध-शीतल-सरलशोभन-वाणीम्। अहो! परम-सौभाग्यं मम।

नैश-प्रालेयखिद्यत्-कमलदलमिव प्रातरर्कांशुयोगात्
स्नेहालोकाज्जनन्या विकशति मलिनं जीवनं मानवानाम्।
ज्ञानज्योतिस्तदानीं दिशि दिशि विततं जायते साधु तेषां
भक्तिः सौगन्ध्यरूपा प्रसरति, मधु च स्यन्दते कर्मरूपम् ॥१००॥

तस्या जगज्जनन्याश्चेद् उपलब्धिः स्वजीवने।
स एव परमो लाभस्तदेकं लक्ष्यमेव च ॥१०१॥

(क्षणं ध्यानमग्नः सहसा उत्थाय)

न जाने, न जाने किं संघटितम्। को माम् आकुलयति आलोड़यति आकर्षति सहसा ? कस्या इयं मूर्तिः ? कस्याः कस्याः कस्याः ? चतुर्दिक्षु विराजते अखण्डा शान्तिः, तथापि कथं मम मनश्चञ्चलं जातम् अकारणम् अकस्मात् ? कथं न प्रतिफलति जनन्या दुर्लभ-दीप्तिर्मम मानस-मुकुरे अद्य ? कथं न प्रतिध्वनति जनन्या वरणीय-वाणी मम कर्णकुहरे अद्य ? कथं न प्रतिलसति जनन्याः स्पृहणीय-स्पर्शो मम सर्वशरीरे अद्य ? कथं न, कथं न, कथं न ?

हृदयः। (नेपथ्ये उच्चैः) कथं न, कथं न, कथं न ? श्रद्धेय पितृदेव ! कथं न मातुलान्या सह भवच्छुभागमनम् अत्राद्य मातुलस्य आनन्दकारणं भविष्यति ? कथं न, कथं न, कथं न ?

रामकृष्णः। (चकितः) किं, किं वदति हृदयः ? किं सा अत्रागता अकस्मान्ममाह्वानं विनापि ? कथं कथं कथम् ?

अहो ! बुध्ये, बुध्ये सर्वमहम् इदानीम्, सा हि मम साधनाविघ्नकारिणी अकस्मात्। सा हि मम जनन्याः स्थले आविर्भूतवती मम ध्याननयनसम्मुखे सानन्दम्। सा हि मम जनन्याः पदम् अधिकृतवती मम जीवने सगौरवम्।

अहो आनन्दः, अहो सौभाग्यम्, अहो सार्थकता !

हृदयः। (प्रविश्य उच्चैः) आगच्छतु आगच्छतु श्रद्धेय पितृदेव ! आगच्छतु भवान् अत्र। आगच्छ आगच्छ त्वं मातुलानि ! मम मातुलः पूर्ववदत्र वातुलवत् जननीध्यानाविष्टो विराजते।

आदरिणि मातुलानि ! त्वदागमनेन तस्योन्मत्तता प्रशमिता भविष्यत्यवश्यम्।

(ततः प्रविशति श्रीसारदामण्या सह तस्याः पितृदेवः श्रीरामचन्द्र-मुखोपाध्यायः)

रामचन्द्रः । वत्स गदाधर ! रात्रिर्गभीरा जाता । अस्मिन् समये आवाम् अत्रागतौ तवाह्वानम् अनुमतिञ्च विनैव । तुभ्यम् अस्मदागमनवार्तापि न आवाभ्यां विज्ञापिता पूर्वम् । ततो भृशं लज्जितौ दुःखितौ चावाम् । किन्तु मम कन्या पथि भीषण-ज्वररोगाक्रान्ता अभवत् सहसा । ततस्तस्याः क्लान्ति-निवारणाय अद्यैव गभीर-निशीथेऽपि आवाम् अत्रागतौ उपायविहीनौ ।

रामकृष्णः । श्रद्धेय पितृदेव ! प्रणमामि । कथं भवान् अकारणम् उद्विग्नो भवति ? नेदं मम गृहम्, अयं जगज्जनन्याः श्रीनिवासः, यस्य द्वाराणि सर्वदा उन्मुक्तानि विराजन्ते सर्वार्थम् । पुनः, नायम् अकालः, शुभकालः, समागतः साम्प्रतम् ।

हृदय । (करतालियोगेन) किं न मयाप्युक्तम् एतदेव ? मम परमादरणीयो मातुलवरः वातुलरूपेण ख्यातोऽपि परम-कोमलहृदयः, वालकवत् सरलो मधुरश्च । विशेषतः स मातुलानीं भृशं समाद्रियते । ततो भवदागमनेन न स किञ्चिदपि रुष्टो जातः ।

रामकृष्णः । हृदय ! मान्यजन-सम्मुखे प्रगल्भता न प्रकटनीया । श्रद्धेय पितृदेव ! सर्वेषां कुशलं याचे । श्रान्त-क्लान्तो हि भवान् जातः । ततोऽविलम्वं स्नानाहार-विश्रामव्यवस्थादिकं करणीयम् ।

हृदय ! पितृदेवस्य सर्वविध-व्यवस्थां कुरु सत्वरम् । सुष्ठुरूपेण तस्य परिचर्या करणीया ।

हृदयः । वरेण्य पितृदेव ! आगच्छतु, आगच्छतु भवान् मया सह । अयं हृदयशर्मा भवदर्थं प्राणांस्त्यक्तुं पारयति । (उभौ प्रस्थितौ)

रामकृष्णः । (सारदामुद्दिश्य) कल्याणि ! कीदृशम् अनुभवसि त्वं साम्प्रतम् शरीरावस्थाम् ? अपि सम्पूर्णतया सुस्था जाता त्वम् ?

सारदा । (सलज्जम्) वाढम् । मा उद्विग्नो भव । तव श्रीमुखदर्शनेन सम्पूर्णतया तिरोहिता मम ज्वरपीड़ा ।

रामकृष्णः । (सानन्दम्) सुष्ठु तत् । किन्तु कथं त्वमत्रागता सहसा ?

सारदा। किं त्वम् असन्तुष्टो यत् तवानुमतिं विनैव अहमत्रागता अनिमन्त्रिता ?

रामकृष्णः। न न, त्वद्दर्शनं भृशं सुखकारणं मम सर्वदा।

सारदा। देव ! तुभ्यं सर्वम् अकपटं निवेदयामि। त्वं सहसा उन्मत्तो जातः इति जनश्रुतिरेव मम अकस्मादत्रागमनस्य कारणम्।

रामकृष्णः। (विहस्य) का तव धारणा एतद्विषये ? किं सत्यमेव अहम् उन्मादो जातः।

सारदा। (विहस्य) न न, न त्वम् उन्मादः, त्वं प्राज्ञश्रेष्ठः साधकश्रेष्ठश्च। परन्तु त्वं श्रीभगवद्रूपदर्शनोन्मत्तः, श्रीभगवत्सुधापानोन्मत्तः श्रीभगवत्पदस्पर्शनोन्मत्तः। नान्यः कश्चित् नान्यः।

रामकृष्णः। (विहस्य) आश्वस्तो जातोऽहं त्वद्वचनेन। भवतु, वाक्यालापेन समयो वृथा न क्षेपणीयः। त्वद्रोगोपशमो हि अधुना मम प्रथमकर्तव्यकर्म।

ततस्तिष्ठ त्वम् अस्मिन्नेव गृहे। अहं स्वहस्तेन तव सेवा-शुश्रूषादिकं करिष्यामि।

सारदा। न न, देव ! कथं त्वम् एतदर्थं श्रमिष्यसि ? तव साधनभजनकार्ये वाधां जनयितुं नाहं वाञ्छामि मुहूर्तमात्रमपि।

रामकृष्णः। (विहस्य) को वा अन्य एतदर्थं श्रमिष्यति ? "मेजवाबु" श्रीमथुरानाथोऽद्य अजीविष्यत् चेत् स हि तव चिकित्साभारं सानन्दं स्वहस्ते अग्रहीष्यत्। किन्तु परम-दौर्भाग्यं मम, यदद्य त्वदागमन-समये तत्तुल्य उदारोन्नतः कोमल-हृदयो जनः कोऽपि नास्ति अत्र। भवतु, अहम् अद्यापि वर्ते अत्र—अतो न चिन्तय किञ्चिदपि आत्मकल्याणार्थम्।

सारदा। (विहस्य) न न आर्य ! आत्मचिन्ता तु मम नास्ति विन्दुमात्रमपि। त्वयि विद्यमाने का वा चिन्ता मम दीनहीन-जीवनार्थम्। अहं केवलं कामये यत्, तव साधन-जीवनस्य वाधा-स्वरूपा यथा न भवेयम्।

रामकृष्णः। न, न, कदापि न तत् संघटिष्यते। त्वं मम साधनसहायः, न तु साधनवाधा। हृदय हृदय ! आगच्छ आगच्छ, अत्र सत्वरम्।

(ततः प्रविशति हृदयः गर्वोत्फुल्लः)

हृदयः। मातुल मातुल ! पितृदेवार्थम् अतीव मनोहरा व्यवस्था मया कृता।

रामकृष्णः। सत्यं नु मम हृदयः अशेष-कर्मकुशलः। वत्स ! तव मातुलानीदेव्यर्थमपि तुल्य-मनोहरव्यवस्थां कुरु अत्र।

हृदयः। (विस्मयान्वितः) अत्र ? किन्तु, किं न तव साधनाराधने विघ्निते भविष्यतस्तेन ? किं न मातुलानी उद्व्यस्ता भविष्यति तेन ?

रामकृष्णः। न न, नैते चिन्ताकारणं तव। ततो वृथा वागाडम्बरं न कृत्वा कुरु यदहं निर्दिशामि।

हृदयः। यातु, यातु तत्। परविषये हस्तक्षेपो न मया करणीयः। किं वा तेन मम ? वाढ़म्, मातुल-महोदय ! करिष्यामि अचिरेण यत् त्वम् इच्छसि। (वेगेन निष्क्रान्तः)

(पटपरिवर्तनम्)

स्थानम्—दक्षिणेश्वर-कालीमन्दिरस्थ-श्रीरामकृष्णगृहम्।
समयः—प्रभातम्।

(ततः प्रविशति हर्षोत्फुल्ला श्रीसारदा)

सारदा। भगवन् भास्कर ! प्रणमामि। तव अरुणालोकेन विदूरिता भवतु अस्माकं जीवनतमिस्रा शाश्वतकालम्।

अहो ! विकशितं मम जीवन-शतदलं ममाराध्य-देवस्य विमल-विभया। आनन्दः आनन्दः महानन्दः ! आनन्द-निर्झरिणी प्रवहति सर्वत्र गगने पवने वनोपवने जीवने सहस्रधारया।

मन्ये, मम चित्तमध्ये सहसा स्थापित एक आनन्दघटश्चिरपूर्णः। तस्यानन्दधारया परिपूर्णं परिप्लुतं परिशुद्धं मे समग्र-जीवनम्।

किन्तु नायमानन्दो दैहिक-कामनाविलासः, नायमानन्दः सांसारिकस्वार्थ-संपूरणम्। अयमानन्दः सकलकामना-वासनातीतः, सकलसङ्कीर्ण-सुखविरहितः सकल-चाञ्चल्य-प्राबल्य-विवर्जितः स्थिरो धीरो दिव्य आध्यात्मिक आनन्दः। अस्य तुलना कुत्र ? अस्य परिमापः कुत्र ? अस्य द्वितीयः कुत्र ?

परम-पूज्यपाद-पतिदेवस्य कृपया लब्धो मया ईदृशः अचिन्तनीयः अनिर्वचनीयः अतुलनीय आनन्दः। अहो सौभाग्यं मम !

(ततः प्रविशति श्रीरामकृष्णः सस्मितवदनः)

रामकृष्णः। शुचि-स्निग्धे ! का वार्ता ? किं सफलं तव साधनम् ?

सारदा। न जाने देव ! न जाने तत्। केवलं जाने यत्, अहं तव श्रीचरणाश्रिता दीनहीना ज्ञान-शक्तिविहीना सारदा। यथा त्वं मां चालयसि तथाहं चलामि, तदेव यथेष्टं मम।

रामकृष्णः। तदेव यथेष्टं तव ? अपि सत्यं भणसि त्वम् ? नान्यत् किञ्चित् काम्यं तव जीवने ? न साधारण-दाम्पत्य-जीवनम्, न पार्थिव-भोगः, न सांसारिक-सुखम्, न धनं मानो वा ?

सारदा। (दृढ़स्वरेण) न न न, कदापि न।

रामकृष्णः। सौम्ये ! बहुकालात् अहं त्वामुद्दिश्य प्रश्नमेकं कर्तुं वाञ्छामि।

सारदा। (विहस्य) पृच्छतु तद् भवान्, पृच्छतु स्वच्छन्दम्।

रामकृष्णः। (सुगम्भीरः) किं त्वम् आगता अत्र मां संसारपथे आकर्ष्टुम् ?

सारदा। (दृढ़स्वरेण) न न न, कदापि न। अहम् आगता अत्र तव साधनपथे सहाया भवितुम्, तवाध्यात्मिक-व्रते अंशं ग्रहीतुम्। सहधर्मिणी अहम्—इयमेव मम एकमात्र-धर्मसाधना। पूर्वमेवाहं कथितवती यत्, मदागमनेन न तव साधन-भजने विघ्निते स्याताम् इत्येव मम मर्मोत्था इच्छा।

रामकृष्णः। (सानन्दम्) अयि प्रज्ञा-प्रसन्ने ! अमृतवर्षिणी तव बाणी। मम सन्देह-दोलितं मनो निमेषेण जातं शान्तम्।

सारदा। धन्यातिधन्या जाताऽहम्।

रामकृष्णः। शृणु शुचिस्मिते! आध्यात्मिकी तृप्तिर्हि सर्वश्रेष्ठा तृप्तिः। आध्यात्मिकी शान्तिर्हि सर्वश्रेष्ठा शान्तिः। आध्यात्मिकी दीप्तिर्हि सर्वश्रेष्ठा दीप्तिः। इयं तृप्तिः, इयं शान्तिः, इयं दीप्तिश्च भवन्तु तव मङ्गल-मञ्जुले जीवने शाश्वतकालम्।

सारदा। एतदर्थं भवदाशिषं निरन्तरं याचे।

रामकृष्णः। आशिषः का वा कथा? त्वं स्वयमेव हि अतुलशक्ति-धारिणी।

शृणु! साधनपथे चित्तस्थैर्यन्तु प्रथम-प्रयोजनम्। ततो मनश्चाञ्चल्य-निवारणाय सर्वदा ईश्वरध्यानं करणीयम्। वङ्गस्य इतिकथानुसारेण यथा चन्द्रः सर्वेषां मातुलरूपेण गण्यः, तथा ईश्वरोऽपि सर्वेषाम् आत्मीयपदवाच्यः। यस्तम् आह्वयति स तस्य दर्शनं प्राप्नोति। त्वम् आह्वयसि चेत् त्वमपि तस्य दर्शनं लप्स्यसे सुनिश्चितम्। तद्दर्शनन्तु मानवजीवनस्य श्रेष्ठ-सारभूतम्, अन्यथा जीवनं वृथैव। मा विस्मर एतत् कल्याणि! मा विस्मर मुहूर्तमात्रमपि।

सारदा। न विस्मरिष्यामि एतत् मुहूर्तमात्रमपि देव! न विस्मरि-ष्यामि।

रामकृष्णः। परमानन्दजनकम् इदं सर्वम्। सारदायिनि सारदे! त्वं हि मम प्राणानां द्युतिः, मनसो गीतिः, जीवनस्य स्थितिः, आत्मनः सुधा— त्वं त्वं त्वं हि केवलम्।

सारदा! (सलज्जम्) देव! एषा तव स्नेहप्रसूता वाणी केवलम्। किन्तु आर्य! यदि दोषान् मम न गणयसि, तदा प्रश्नमेकं कर्तुं वाञ्छामि अहं भृशम्।

रामकृष्णः। (सस्मितम्) पृच्छ पृच्छ, क्षेमङ्करि! नैकं परन्तु शतसहस्राणि; दोषाणाम् अत्र का कथा?

सारदा। (सुगम्भीरा) ततः पृच्छामि त्वां देव, सविनयम्—"काऽहं तव ?"

रामकृष्णः। (सहसा भावाविष्टः) का त्वं मम ? का त्वं मम ? का त्वं मम ? शृणु, ममतामधुरे ! शृणु—

या मम जन्मदात्री जगति
या मन्दिरे राजमाना।
या खलु वसति "नहवत"-गृहे
सा सा त्वं मधुर-रसघना॥

सारदा। (भावाविष्टा) सा सा अहम् ?

रामकृष्णः। वाढ़म्, सा सा त्वम्, नान्या नान्या। "नहवत"-गृहवासिनी त्वं हि मन्दिरनिवासिनी भवतारिणी—विश्वनिवासिनी परमानन्दमयी जगज्जननी—नान्या, नान्या।

सारदा। (भावाविष्टा) साहं साहं साहम्। ब्रह्माहं ब्रह्माहं ब्रह्माहम्। शक्तिरहं शक्तिरहं शक्तिरहम्। (गभीर-समाधिग्रस्ता)

रामकृष्णः। (सानन्दं निरीक्षमाणः) सफला खलु मम साधना। साधारणगृहिवत् अहमपि तया सहैकगृहे अष्टमासकालं यापितवान् सानन्दम्। किन्तु देहबुद्धिर्विलुप्ता मम सम्पूर्णं चिरम्। अत एव पार्श्ववर्तिनीं ताम् उपेक्ष्याहं सर्वरात्रं समाधिग्रस्तावस्थायां यापयितुं समर्थः। जगन्मातुः अशेष-कृपया सापि सम्पूर्णं देहबुद्धिविरहिता। अन्यथा का वा आसीत् मम मुक्तेराशा ?

मातः मातः मातः ! त्वां विना किं वा अन्यदस्ति काम्यं विश्व-ब्रह्माण्डे ? सकल-कामनायाः शान्तिः, सकलाराधनायास्तृप्तिः सकल-साधनायाः सिद्धिः त्वं त्वं त्वं हि केवलम्।

जननि ! जननि ! जननि ! आगच्छ आगच्छ आगच्छ। त्वच्छ्रीचरणारविन्दतलाश्रितयोरावयोर्निकटे। आगच्छ आगच्छ आगच्छ त्वरितम्।

(गभीरसमाधिग्रस्तः)

(पटपरिबर्तनम)

स्थानम्—दक्षिणेश्वरस्थ-श्रीरामकृष्णगृहम् ।

समयः—गभीरा रात्रिः । अमावस्या-तिथिः । फलहारिणी-कालीपूजादिवसः । **षोड़शीपूजा** ।

(ततः प्रविशति आनन्दोत्फुल्लः श्रीरामकृष्णः)

रामकृष्णः । अद्य घोरा अमावस्या, अद्य फलहारिणी-कालीपूजातिथिः समागता सगौरवम् । अद्य अशेषशुभा षोड़शीपूजा मया करणीया । अद्य मम द्वादशवर्षव्यापि-सुकठोर-साधनायाः शोभन-सिद्धिलग्नमपि समुदितं सानन्दम् । अहो ! असीम-सौभाग्यं मम !

किन्तु, कुत्र सा ? कुत्र सा ? मम बुद्धिः, मम शुद्धिः, मम वृद्धिः, मम ऋद्धिः, मम सिद्धिः ? कुत्र सा ?

(ततः प्रविशति भावाविष्टा श्रीसारदा)

सारदा । देव ! त्वदादेशानुसारेण आगताऽस्मि अस्मिन् पुण्य-पूजा-प्राङ्गणे । किं मया करणीयम् ?

रामकृष्णः । देवि ! उपविश त्वम् उत्तरास्या भूत्वा मम दक्षिण-पार्श्वस्थे आलिम्पन-भूषिते अस्मिन् देवीपीठे ।

सारदा । देवीपीठे ? न बुध्ये, न बुध्ये इदं सर्वम् ।

(मन्त्रमुग्धावत् तत्रोपविशति)

रामकृष्णः । (सम्मुखस्थ-कलशस्य मन्त्रपूत-वारिधाराभिः श्रीसारदां वारं वारमभिषिच्य) बाले ! सर्वशक्तीनामधीश्वरि ! मातस्त्रिपुरसुन्दरि ! उन्मोचय मोक्षद्वारं कृपया, अस्या देह-मनसी पवित्रे कुरु । अस्याम् आविर्भूय सर्वकल्याणं साधय ।

(सारदामुद्दिश्य) देवि ! अर्चयामि त्वां देवीरूपां षोड़शोपचारैः, त्वामुद्दिश्य भोगं निवेदयामि च ।

(श्रीरामकृष्णः सारदादेव्या अङ्गेषु मन्त्राणां न्यासं कृत्वा तां पूजयति देवीरूपेण, तामुद्दिश्य भोगं दत्त्वा निवेदित-भोज्यानि तस्या मुखे ददाति च । श्रीसारदा समाधिग्रस्ता भवति । श्रीरामकृष्णोऽपि मन्त्रोच्चारणं कुर्वन् समाधिस्थो भवति । उभौ समाधियोगेन एकात्मानौ भवतः ।)

(अतः परं श्रीरामकृष्णः देवीपादपद्मे आत्मानं निवेदयन तस्य जीवनव्यापि-साधनफलानि जपमालाञ्च समर्पयति सानन्दम् ।)

रामकृष्णः । (सारदामुद्दिश्य) मातः मातः मातः ! जगन्मातः, त्रिभुवनमातः ! तव श्रीपादपद्मे आत्मानं निवेदयामि यथाविहितं सम्पूर्णतया । ततः परम् उत्सृजामि तव श्रीचरण-सरोजे मम सर्वजीवनव्यापि-कठोरसाधनाया योग्य-फलानि, तैः सह मम सर्वजीवनसङ्गिनीं मम 'सर्वजीवनसहायां मम सर्वजीवन-साधनाम् इमां सुपवित्रां जपमालाञ्च सानन्दम् । गृहाण गृहाण मातः ! कृपया मां, मम सर्वस्वं, मम सर्वधर्मं, मम सर्वकर्म, मम सर्व-साधनाञ्च । केवलं विराज कृपया मम देहे, मम मनसि, मम प्राणेषु, ममात्मनि, मम जीवने—नान्यत् किञ्चित् मम प्रयोजनीयम्, नान्यत् किञ्चित्, नान्यत् किञ्चित्, नान्यत् किञ्चित् ।

आविर्भव जगन्मातर्ममात्ममन्दिरोदरे ।
कल्पितोऽल्पं मम ज्ञानं तत्र पूजाप्रदीपकः ।। १०२ ।।
भक्त्याऽल्पया कौसुमार्घ्यमर्चनायास्ति कल्पितम् ।
तुच्छेन कर्मणा तत्र पूजाधूपो निरूपितः ।। १०३ ।।
वचसा च ममाल्पेन मातः शङ्खो यथाविधि ।
प्रस्तुतं सर्वमेवैवं परं देवी न दृश्यते ।। १०४ ।। (विशेषकम्)

"सर्वमङ्गल-मङ्गल्ये ! शिवे ! सर्वार्थसाधिके !
शरण्ये ! त्र्यम्बके ! गौरि ! नारायणि ! नमोऽस्तु ते ।।"

(प्रणमति)

(इति सप्तम-दृश्यम्)

अष्टम-दृश्यम्

[श्रीरामकृष्णस्योत्तर-साधकलाभः]

स्थानम्—दक्षिणेश्वरस्थ श्रीरामकृष्णगृहम् ।

समयः—रात्रिः ।

रामकृष्णः । महामातृ-महाकृपया समाप्ता मम सर्व-जीवनव्यापिनी साधना श्रीश्रीषोड़शीपूजया । किन्तु श्रीमातृ निक्षेप-धनस्य कोषागारं केवलमहम् । ततो नास्ति मे कणामात्रोऽप्यधिकारः तन्महाधनं मय्येव कृपणवद् रक्षितुम् । परन्तु विश्वमध्ये तद् वितरणीयं यथासाध्यम् ।

धनी प्रकृत्या धरणौ स धन्यो
यः पार्थिवाध्यात्मिक-निर्विशेषम् ।
स्वकीयमर्थं निखिलं परेषां
हिताय यच्छत्यविषण्णचेताः ॥ १०५ ॥
चित्रं न चैतेन स दातृवर्यः
प्रपद्यते निर्धनतां कदाचित् ।
तिष्ठत्ययं सन्ततमेव पूर्णः
श्रद्धा-शुभेच्छा-प्रणयैः परेषाम् ॥ १०६ ॥
स्वस्यापि शान्तिश्च कृतार्थता च
प्रीतिश्च तं पूर्णतरं विधत्ते ।
एभ्योऽधिकं किन्नु वृहत्तरं स्या-
दनश्वरं सत्यतरं धनं वा ॥ १०७ ॥

किन्तु, कुत्र तस्य वितरकः ? कुत्र मम मातृदत्त-महाधनागारस्य निर्दोष-कोषाध्यक्षः ? अकृपण-धन वितरको वा ? कुत्र कुत्र कुत्र ?

को भविष्यति मम म्लान-प्राणप्रदीपस्य उज्ज्वलालोकः ? को भविष्यति मम क्षीण-मनोवीणाया उदात्त-भङ्कारः ? को भविष्यति मम क्षुद्र-जीवन-शतदलस्य विस्तृत-सुरभिः । कः कः कः ?

अहो ! सहसा प्रतिफलति मम चित्त-मुकुरे अपूर्वं चित्रमेकम् । —दीर्घतनुः उन्नतमस्तकः कुञ्चितकेशः विशालभालः आयतनयनः दृढ़ौष्ठः फुल्लगण्डः प्रसन्नाननः विस्तृतवक्षाः तरुणो युवक एको गायति मातृसङ्गीतं भावाविष्टः—"नरेन्द्र"—योग्यतमं नामेतत् मोहनतमञ्च—"नरेन्द्रः" ।

श्रीसुरेन्द्रनाथ मित्र-महाशयस्य गृहे तस्य प्रथम-दर्शनलाभान्तरमेव मनो मे उद्वेल्लति तस्य पुनर्दर्शनार्थम् । तत्रागमनार्थं स मया पुनः पुनरनुरुद्धः । तथापि स अद्याप्यत्र नागतः । तद्विरह-विदीर्णं जातं मे मनः । असह्-वेदना सञ्जाता मम अन्तरे साम्प्रतं तदर्थम् ।

(आकाशे) आगच्छ वत्स, आगच्छ, आगच्छ मम तप्तप्राणान् शीतलीकृत्य, मम शुष्क-मनः सरसीकृत्य मम शून्य-जीवनं पूर्णीकृत्य । न पारयामि तात तव-विरहज्वालां सोढुं मुहूर्तमात्रमपि ।

आगच्छ, आगच्छ । प्राणाधिक ! आगच्छ, आगच्छ, आगच्छ । प्राणसंशयो जातो मम साम्प्रतं त्वदर्थम् ।

वरं सूर्यमुखी जीवेद् विना सूर्यस्य दर्शनम् ।
विना चन्द्रमसा कामं चकोरी जीवितुं क्षमा ॥ १०८ ॥
वर्षाधारां विना जीवेत् कदम्बकलिका वरम् ।
तथापि न नरेन्द्र ! त्वां विनाहं जीवितुं क्षमः ॥ १०९ ॥
निर्वाणश्चक्षुरालोकः स्थितः स्पन्दश्च वक्षसः ।
क्षीणा च भुजयोः शक्तिः श्लथा मे पदयोर्गतिः ॥ ११० ॥
अन्धोऽहं मरापन्नः स्थविरः शक्तिवर्जितः ।
ततो निर्मम ! मत्पार्श्वं समागच्छ त्वरान्वितः ॥ १११ ॥

(कल्पकः)

(ततः प्रविशति सहसा नरेन्द्रः वेगेन धावन्—उद्भ्रान्तदृष्टिः, विशृङ्खलवेशः, कर्कश-केशः, श्रान्तदेहः ।

नरेन्द्रः । (दीर्घं निश्वस्य) बहुक्लेशेनाहं प्राप्तवान् इदं दक्षिणेश्वर-मन्दिर-स्थलम् । सूचीभेद्यान्धकार-कवलिता इयं भीषणा रात्रिः, दुर्गमः पन्थाः, सुदूरञ्च लक्ष्यम् । तथापि, तथापि कथमहम्

अत्रागतवान् जीवनं विपन्नं कृत्वापि ? किं मम प्रयोजनम् अत्र ? किं किं किम् ? न जाने, न जाने न जाने तत् । न जाने, को माम् आकर्षति अत्र ? को माम् आकुलयति एतदर्थम् ; को माम् आलोड़यति निरन्तरम् ।

नवीन-ज्ञानविज्ञान-पटोः पाश्चात्त्यधारया ।
न दैवघटनायां मे प्रत्ययोऽल्पोऽपि विद्यते ।
आकर्षणं कथं न्वेतन्मम सञ्जातमद्भुतम् ॥ ११२ ॥
सकृदेव मया दृष्टो रामकृष्णः स भक्तिमान् ।
अथ चोद्भासते तस्य रूपं मे हृदि सन्ततम् ॥ ११३ ॥
वाणी हृदय-वीणायां झङ्करोति निरन्तरम् ।
सम्भाव्यते कथं न्वेतद् दैवीयं घटना किमु ? ॥ ११४ ॥

रामकृष्णः । तात तात ! परमादरभाजन तात ! आगतोऽसि त्वम् अवशेषे, सत्यं नु आगतः ?

(नरेन्द्रस्य कण्ठालिङ्गनं कृत्वा आनन्दश्रु विसृजन्)

आनन्दाश्रु-पूरिते मम नयने, भावरुद्धः कण्ठः, रोमाञ्चितञ्च सर्वशरीरम् । अहो आनन्दः, अहो सौभाग्यम्, अहो पूर्णता !

(भावावेगेन नृत्यति हसति रोदिति च)

नरेन्द्रः । (मन्त्रमुग्धवत् पश्यन् स्वगतम्) सत्यं नु उन्मत्त एष जनः !

रामकृष्णः । कथं त्वम् अत्रागत एतादृश विलम्बेन ? कथं त्वं मां विस्मृत्य एतावत्कालं यापितवान् ? कथं त्वं न चिन्तितवान् मुहूर्तमात्रमपि यत्, त्वदर्थमेवाहं निरन्तरं प्रतीक्षमाण आसम् उद्वेगाकुलो रुद्धश्वासः पथि निबद्धदृष्टिः ?

नरेन्द्रः । (स्वगतम्) अत्याश्चर्यजनकम् इदं सर्वम् !

रामकृष्णः । (पूर्ववद् भावावेगेन) किं न जानासि यद् विषयासक्तजनानाम् असारम् आलपनादिकं निरन्तरं श्रुत्वा श्रुत्वा भृशं पीड़ितं जातं मम कर्णयुगलम् ? तात ! कस्य निकटे अहं मत्प्राणकथां वदिष्यामि ? वद तात ! वद ननु ! को वा भविष्यति

मम आत्मनः आत्मीयः, मम प्राणानां सखा, मम जीवनस्य दयितः! वद तात, वद तत्।

नरेन्द्रः। (आश्चर्यान्वितः) कथमहं तद् वदिष्यामि? किंवाहं जाने तद्विषये?

रामकृष्णः। त्वं सर्वं जानासि—सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान् सर्वदेश-कालव्यापी हि त्वम्।

नरेन्द्रः। (अधिकतराश्चर्यान्वितः) अहम्? अहम्? कथं तत् सम्भवति? अतीव सामान्यो-जनोऽहम्।

रामकृष्णः। न न न, न त्वं सामान्य-जनः। (सहसा युक्तहस्तः) जानेऽहं यत्, त्वं सप्तर्षिमण्डलान्तर्गतऋषिः, नररूपी नारायणः: जीवकल्याणार्थं देहधारी साम्प्रतम्।

धर्मशास्त्रानुसारेण भगवान् स्वयमेव हि।
तदीयादमलाद् धाम्नो जगदुद्धारवाञ्छया।
समागच्छति सानन्दं धरणीधूलिधोरणौ॥ ११५॥
हे नरेन्द्र नरश्रेष्ठ! त्वयि चाद्य विलोक्यते।
तस्य श्रीपरमेशस्य प्रकाशः सुतरां स्फुटः॥ ११६॥
महादुर्दिनमद्यास्ते यतोऽत्र धरणीतले।
ततोऽज्ञान-तमश्छन्ने विश्वे ज्ञानस्य वर्तिकाम्॥ ११७॥
दीपयितुमविश्वास-गरलक्लिष्ट-भूतले।
भक्तेरशेष-पीयूषधारां चारयितुं पराम्॥ ११८॥
स्वार्थतापहते विश्वे निष्काम-कर्मरूपिणीम्।
सेक्तुं सुरधुनीधारां शुभाविर्भाव एष ते॥ ११९॥

नरेन्द्रः। अतीवाश्चर्यजनकम् इदं सर्वम्। न बुध्ये बिन्दुमात्र-मपि, न विश्वसिमि वा।

रामकृष्णः। भारतीय-मतानुसारेण नैतद् बिन्दुमात्रमपि आश्चर्यजनकम् असम्भवम् वा।

भारतीय-मतानुसारेण स्वयं श्रीभगवान् जगदुद्धारार्थम् आवि-र्भवति देहधारणं कृत्वा। किं वा अत्रान्याय्यम्?

नरेन्द्रः। (सहसा विद्युत्स्पृष्टवच्चकितः) स्वयं परमेश्वरो धरातले आविर्भवति ? किन्तु महाशय ! किं वा परमेश्वरस्य अस्तित्वविषये प्रमाणम् ? वयम् आधुनिक-विज्ञानच्छात्राः, ततो वयं केवलं प्रत्यक्षप्रमाणम् आद्रियामहे ।

रामकृष्णः। (विहस्य) वाढ़म् । किन्तु ततः किम् ? प्रत्यक्ष-प्रमाणमेवास्माकम् अपि महाश्रयः। "दर्शन" शब्दस्य स एवार्थः। साक्षाद्दर्शनजातं स्पष्टप्रत्यक्षमूलकं ज्ञानं हि "दर्शनम्", नान्यत् ।

नरेन्द्रः। (अधैर्यः) भवतु तत्, भवतु तत् । किन्तु महाशय ! वाञ्छामि कठिनातिकठिनं मूलीभूतं प्रश्नमेकं कर्तुम् ।

रामकृष्णः। (सस्मितम्) स्वच्छन्दं तथा कुरु सौम्य ! सानन्दञ्च ।

नरेन्द्रः। ततः पृच्छामि भवन्तम्— "किं भवता दृष्टः परमेश्वरः" ?

रामकृष्णः। (विहस्य) अयमेव तव कठिनातिकठिनो मूलीभूतो महाप्रश्नः ? ततः शृणु मम सरलातिसरलं मूलीभूतं महोत्तरम्—

"मया दृष्टः परमेश्वरः"—

यथा दृष्टस्त्वं तदपेक्षया स्पष्टतरभावेन दृष्टः सः ।

वयं घ्राणादिभिः पञ्चेन्द्रियैर्विषयलोलुपैः।
गन्ध-रूप-रस-स्पर्श-शब्दवत्याभिहारनौ ॥ १२० ॥

गृह्णीमः कियतो गन्धान् रूपाणि न कियन्ति वा
पश्यामो रोचयामश्च जिह्वां न कियतो रसान् ॥ १२१ ॥

स्पृशामो न कियद्वस्तु शृणुमो न कियद्ध्वनीन्।
इदमिन्द्रियजं ज्ञानम् आत्मज्ञानमतः परम् ॥ १२२ ॥

आत्मना दर्शनं यत् तद् ब्रह्मदर्शनमुच्यते ॥ ॥
एतदपेक्षया स्पष्टं गभीरं व्यापकं तथा।
नास्त्यन्यद् दर्शनं लोके इति शास्त्रविदो विदुः ॥ १२३ ॥

नरेन्द्रः। (महाश्चर्यान्वितः) किं सत्यमेतत् ? पूर्णतया सत्यम् ?

रामकृष्णः। (विहस्य) सत्यमेतत्, पूर्णतया सत्यम्।

नरेन्द्रः। आश्चर्यं महदाश्चर्यम्! बहवो ज्ञानि-गुणिजनाः पृष्टाः समप्रश्नं मया, किन्तु कोऽपि वक्तुं साहसी नाभवत् यत्, "मया दृष्टः परमेश्वरः"। भवान् हि प्रथमस्तादृश-साहसी जनः।

रामकृष्णः। (विहस्य) साहसस्य का कथा अत्र? ईश्वरदर्शनं हि सर्वेषां जन्मगताधिकारविषयः। तदर्थं न प्रयोजनीयो विपुल-विस्तृत-साधनानिचयः, प्रयोजनीया केवलम् अन्तर्दृष्टिः आत्मोपलब्धिर्वा।

नरेन्द्रः। (सहसा नतजानुः) देव! देव! ईश्वरदर्शन-व्याकुलोऽहम्। किं भवान् मह्यम् ईश्वरदर्शनोपायं निर्देष्टुं शक्नोति?

रामकृष्णः। (विहस्य) शक्नोमि वत्स! शक्नोमि। यदि त्वं मन्निर्दिष्ट-पथे चलसि तदा निश्चितं त्वं श्रीभगवतो मधुर-मोहन-रूपं साक्षाद् द्रष्टुं पूर्णसमर्थो भविष्यसि अचिरेण।

नरेन्द्रः। (चिन्तामग्नः) किं करणीयमत्र मया? किं स विश्वासयोग्यः, अथवा प्रारम्भे परीक्षणीयः? किं मनुष्यशरीर-धारी कोऽपि जन ईदृशशक्तिधरो भवितुमर्हति?

न जाने, न जाने तत्। केवलम् एतज्जाने यत्—नेदं विज्ञान-सम्मतं युक्तियुक्तञ्च।

रामकृष्णः। (नरेन्द्रस्य मनोगतं भावं ज्ञात्वा सकौतुकम्) किं चिन्तयसि त्वं नरश्रेष्ठ नरेन्द्र? आगच्छ, आगच्छ कृपया मन्निकटे।

नरेन्द्रः। (अनिच्छुकः) कथं कथम्?

रामकृष्णः। भवतु, अहमेव गच्छामि त्वन्निकटे।

(सहसा स्वीय-दक्षिणपदं नरेन्द्रस्याङ्के स्थापयति)

नरेन्द्रः। (मुहूर्तमध्ये निर्विकल्प-समाधिग्रस्तः)— अहो! अहो! अहो! किं कृतं भवता मयि? किं कृतम्? देव, देव! उद्धारयतु माम्, उद्धारयतु कृपया। मम मातापितरौ वर्तेते, नाहं पारयामि तौ त्यक्तुं साम्प्रतम्। तत आनयतु, आनयतु भवान् मां पार्थिवस्तरे पुनः।

अवर्णनीये नितरामसीमे
ज्योतिःसमुद्रे क्वचन प्लवेऽहम्।
अनेक-कोटी-रविदीप्तिभाजा
स्नातोऽहमालोक-जलेन तस्य॥ १२४॥

अज्ञेयमज्ञान-तमिस्र-मग्ना
लुप्ता मदक्ष्णोर्नितरां धरित्री।
तथापि तामेव कथं जहामि
धात्री यतः सा मम जीवनस्य॥
सा रङ्गिनी चाश्रयरूपिणी च मे
नेच्छामि मुक्तिञ्च तया विनाहम्॥ १२५॥

रामकृष्णः। (उच्चैर्विहस्य) वाढ़ं वाढ़म्; वत्स! यदि त्वं नेच्छसि ईदृशीं देवदुर्लभाम् अवस्थाम्, तत आनेष्यामि त्वां पारमार्थिक-स्तरात् पार्थिवस्तरे। (नरेन्द्रस्य वक्षउपरि हस्तं चालयति)।

नरेन्द्रः। (प्रकृतिस्थः) अहो अहो अहो! भवत् पद-स्पर्शमात्रेण अकस्मात् अहं पार्थिव-स्तरं त्यक्त्वा बहूर्ध्वम् उपनीतः। समग्रं जगत् निमेषमध्ये तिरोहितं जातम्। अहमेकाकी, नामरूपविहीनो निर्विशेषो निःसङ्गः अहमेकाकी एक एवाद्वितीयो भूत्वा महाशून्ये भासमान आसम्।

अपूर्वा खलु सा अवस्था—अत्याश्चर्या अतुलनीया अननुभूता च। का सा देव? का सा?

रामकृष्णः। (सस्मितम्) सा निर्विकल्प-समाधिरूपा महावस्था, सफलसाधनायाः शेषभूता, सिद्धिस्वरूपा हीयम्, सकल-देवमुनि-भक्तवाञ्छिता च। न तां वाञ्छसि त्वं सौम्य?

नरेन्द्रः। न न आर्य! न वाञ्छामि ताम् इदानीम्। परिवार-कर्तव्यानि विहाय कथमहं महाशून्ये विचरितुं पारयामि?

रामकृष्णः। वाढ़म् वाढ़म्। ततो विरमाम्यहं साम्प्रतम्। भविष्य-काले सर्वमिदं सुष्ठुरूपेण संघटिष्यते पुनः सुनिश्चितम्।

(कपट-दुःखभरेण) हा हा हा ! को मम सङ्गी भविष्यति ? कः कः कः ? सर्वं एव पार्थिव-कर्तव्यकर्मव्यस्ताः । त्वमपि कथयसि यत् तव मातापितरौ विद्येते, अतएव त्वमपि मम सङ्गी भवितुं न पारयसि । हा हतोऽस्मि मन्दभाग्यः निःसङ्गो निरालम्बनो जनः, हा हतोऽस्मि (निष्क्रान्तो हसन्) ।

नरेन्द्रः । किंकर्तव्यविमूढोऽहं जातः । को मां कर्तव्यपथं निर्देक्ष्यति, कः ?

—०—

(पटपरिवर्तनम्)

स्थानम्—दक्षिणेश्वरस्थ-श्रीरामकृष्णगृहम् ।

समयः—प्रभातम् ।

रामकृष्णः । (उच्चैर्हसन्) नरेन्द्र नरेन्द्र ! आगतोऽसि अद्यापि त्वम् ?

नरेन्द्रः । (प्रविश्य) निश्चितम् । कथं नागमिष्यामि ?

रामकृष्णः । (विहस्य) एकमासकालं यावत् अहं त्वया सह एकवारं वाक्यालापमपि न कृतवान्, परन्तु सम्पूर्णम् उदासीनवदाचरितवान् । तथापि त्वं प्रत्यहम् आगतवान् अक्षुन्नः अविषण्णः अरुष्टः । कथं तात ! कथम् ?

नरेन्द्रः । नाहम् अत्रागच्छामि भवता सह वाक्यालापं कर्तुम् । भवान् मम प्राणप्रिय-जनः, ततोऽहम् अत्रागच्छामि केवलं भवद्दर्शनलाभार्थम् । तदेव मम परम-काम्यं, तदेव मम पर्याप्तम् ।

रामकृष्णः । (उच्चैर्हसन्) वाः वाः वाः ! साधु साधु साधु ! सत्यमेव साधकश्रेष्ठस्त्वम् । त्वं मां परीक्षितुं व्यग्रः, अहमपि त्वाम् । हाः हाः हाः ! न जाने तव परीक्षायाम् अहमुत्तीर्णो न वा ? किन्तु वत्स ! मम परीक्षायां त्वं सगौरवम् उत्तीर्णः । हाः हाः हाः ! त्वां विना अन्यः कोपि ईदृशीम् अवज्ञाम् औदासीन्यं वा न सोढुं पारयति ।

नरेन्द्रः । (सुगम्भीरः) भवतु तत्, भवतु तत् ।

रामकृष्णः । (दृष्ट्वा) प्राणधन ! कथं त्वम् ईदृश-गुरु-गम्भीराननो वर्तसे ? किं संघटितम् ?

नरेन्द्रः । (सहसा नतजानुः) देव ! इदानीमहं दारिद्रच-दाह-दग्धः । मम माता भ्रातरश्च उपवासक्लिष्टा दुःख-दैन्यभारग्रस्ताश्च । ततः कृपया मम सहायो भवतु भवान् ।

रामकृष्णः । (विहस्य) नरेन्द्र ! नरश्रेष्ठो राजाधिराजो हि त्वम्—अशेष-शक्तिधरः प्रबलप्रतापान्वितः पुरुषः । कथं ते प्रयोजनं मम सहायतया ?

नरेन्द्रः । देव ! नाहम् उपहास-विषयः । भवान् परमेश्वर-कृपापात्रम्—स्वयं श्रीभगवान् भवत्करतलगतः । ततः प्रार्थयतां भवान् मदर्थं मातरं सत्वरम् ।

रामकृष्णः । न न न, न पारयामि अहं मातरं त्वदर्थं प्रार्थयितुम् ।

नरेन्द्रः । कथं न ?

रामकृष्णः । न त्वं श्रीमातरं स्वीकरोषि । ततः कथमहं त्वदर्थं श्रीमातृसमीपं गन्तुं पारयामि ? वत्स ! शृणु मद्वचनम् । अद्य शुभ-मङ्गलवारः । गच्छ गच्छ तात ! श्रीकालीमन्दिरम् । तत्र श्रीमातरं प्रणम्य प्रार्थयस्व यत् त्वम् इच्छसि । तवाभिलाषं सा अवश्यमेव पूरयिष्यति । ब्रह्मशक्तिरूपा सा, इच्छामयी सा—तस्या इच्छैव मुहूर्तेन सर्वफलदायिका । गच्छ गच्छ, तत्र वत्स ! अद्यैव-निशाकाले तव दुःखमोचनार्थम् ।

विश्वस्य धात्री नितरां दयार्द्रा
सैवान्धकारापगमे निशायाः ।
प्रभातकाले विमले स्वकीयां
सुवर्णदीप्तिं प्रकटां विधत्ते ॥ १२६ ॥

कारागृहं मृन्मयमाशु भित्त्वा
क्षुद्राहपि क्षुद्रतमात्... बीजात् ।

वनस्पतित्वं महदेव धत्ते
सानन्दमेषैव जगद्विधात्री॥ १२७ ॥
विदार्य शुष्कस्य मरोरुरःस्थलं
सा प्राणगङ्गाविधया प्रवाहिता।
ग्रीष्मस्य दावानलतापशान्तये
निरन्तरं सिञ्चति वर्षधारया।
शीतस्य रुक्षप्रकृतेरनन्तरं
प्रकाशते सैव वसन्तशोभया॥ १२८॥
एवं तदीया करुणाऽतिकोमला
सर्वत्र विश्वे वितता विजृम्भते।
त्वञ्चापि तस्याः करुणामनाविलां
नरेन्द्र! भिक्षस्व सुपुत्रधारया॥ १२९ ॥

नरेन्द्रः। (अनिच्छुकः) यद् भवान् आज्ञापयति।

—०—

(पटपरिवर्तनम्)

स्थानम्—दक्षिणेश्वरस्थ-श्रीकालीमन्दिरम्।

समय—गभीर-निशीथः।

नरेन्द्रः। अहो! मदिरासमाच्छन्नो मत्त-जन-इवाहं जातोऽकस्मात्—कम्पितं मम पादयुगलम्; दोदुल्यमानञ्च सर्वशरीरम्। अहो! इयमेव मम माता?

किन्तु किन्तु, कुत्र गता मृन्मयी प्रतिमा—कुत्र कुत्र? विराजते तत्स्थले चिन्मयी जगज्जननी चतुर्दिशो दीपयित्वा स्वविभया। अहो! सहसा उन्मीलिता मम दिव्य-दृष्टिः—न सा जड़प्रकृतिमात्रम्, न सा साधारणविग्रहमात्रम्; सा सच्चिदानन्दरूपिणी अनन्त-सौन्दर्य-माधुर्यैश्वर्यधारिणी परम-प्रेमविलासिनी मधुरामृत-निःस्यन्दिनी जगत्तारिणी विश्व-जननी स्वयमेव।

मातः मातः मातः! क्षमस्व माम् अबोधं सन्तानम्। एतावत् कालम् अहं त्वाम् अवहेलितवान् ज्ञानदम्भेन। अद्य तवैव दिव्यालोकेन निमिषेण विदूरितो मम अज्ञानान्धकारश्चिरम्। मातः मातः

मातः ! अहेतुककरुणाकारिणी हि त्वम् । न मम सुकृतिवशेन, किन्तु केवलं तव अहेतुक-कृपाबलेन अहं तव श्रीरूपं द्रष्टुं समर्थः सहसा। मातः मातः मातः ! वाग्रहितोऽहं जातस्तव कृपाकणास्पर्शेन ।

मातः मातः मातः ! न किञ्चिदपि काम्यम् अस्ति ममातः परम् । देहि मह्यं केवल विवेकम्, केवलं वैराग्यम्, केवलं ज्ञानम्, केवलां भक्तिम्, सर्वोपरि केवलं भवदबाधदर्शनं निरन्तरम् ।

मातः मातः मातः ! समग्र-विश्वब्रह्माण्डं तिरोहितं जातं निमेषेण मम नयनसम्मुखात् । केवलं विराजिता त्वं मम प्राणेषु, मम मनसि, ममात्मनि, मम जीवने—केवलं त्वं माता, केवलं त्वं, केवलं त्वम् ।

आदेशेन गुरोर्दयामयि, दयां ते भिक्षितुं साम्प्रतं
सम्प्राप्तोऽस्मि, तथाशिषं वितर मे दीनाय कृत्वा दयाम्।
शक्नोम्येष यथा तवातिमधुरां मूर्ति सदा प्रेक्षितुं
द्रष्टुं तेऽभयदायिनीं वरतनुं श्रोतुञ्च दिव्यं वचः॥ १३० ॥
वंचिम संक्षेपतस्तावद् विश्वे विश्वेश्वरीं विना।
जानीयां न यथाह्यन्यत् सादरं म दीयतामिति।
एतदन्या न करुणा न चाशीः प्रार्थ्यते मया॥ १३१ ॥

—०—

(पटपरिवर्तनम्)

स्थानम् — दक्षिणेश्वरस्थं श्रीरामकृष्णस्य गृहम् ।

समयः—गभीरा रात्रिः ।

रामकृष्णः । (विहस्य) अरे रे प्राणप्रतिम-मम ! किं त्वं जननीं यथाभिलसितं याचितवान् ?

नरेन्द्रः । (चकितः) न न, महाशय ! अहं तद्विषयं सम्पूर्णतया विस्मृतवान् तदा । अहो ! किं करणीयं मयेदानीम् ?

रामकृष्णः । (कपटाग्रहभरेण) ततो गच्छ गच्छ, त्वरितं गच्छ श्रीमन्दिरं तवाभिलाषं विज्ञापयितुम् ।

नरेन्द्रः । यद् भवान् आज्ञापयति ।

(पटपरिवर्तनम्)

स्थानम्—कालीमन्दिरम् ।

समय—पूर्वोक्त:

नरेन्द्र: । अहो मनोमोहिनी मूर्तिर्मम परमादरिण्या मातु: । तस्या रमणीय रूपच्छटया आलोकितम् इदं क्षुद्र-मन्दिरम् सगौरवम् । तस्या हिरण्य-हास्य विलासेन हृष्टाश्चतुर्दिश: सानन्दम् । तस्या: शोभनाङ्ग-सौरभेण पूरितं विश्वभुवनं स्वच्छन्दम् ।

मात: मात: मात: ! का तव तुलना ? लक्षकोटिदिनकरा न पारयन्ति तव परमालोकस्य कणामात्रमपि प्रकाशयितुम् । लक्षकोटि-सुधाकरा न शक्नुवन्ति तव परमामृतस्य कणामात्रमपि वर्षितुम् । लक्षकोटिकोकिला न प्रभवन्ति तव परमानन्दस्य कणामात्रमपि ध्वनयितुम् ।

मात: मात: मात: ! न किञ्चिदपि काम्यमस्ति ममात:परम् । देहि मह्यं केवलं विवेकम्, केवलं ज्ञानम्, केवलां भक्तिम्, सर्वोपरि केवलं भवदवाधदर्शनं निरन्तरम् ।

मातस्त्वच्चरणान्तिकेऽहमगमं भूयो गुरो:शासनात्
कारुण्यं तव याचितुं जननि हे मा मां निराशं कुरु।
एतामेव महाशिषं वितर मे दीनाय कृत्वा दयां]
त्वन्मूर्तेर्ग्रहणे क्षमं भवतु मे नित्यं मनोमन्दिरम् ॥ १३२ ॥

तस्य वेदी भवेच्छ्रद्धा ज्ञानं पूजाप्रदीपिका।
भक्तिर्मङ्गलवारि स्याद् धूपो निष्काम-कर्म च ॥ १३३ ॥

प्रीतिरर्चनपुष्पं स्यात्दस्तु सेवा च चामरम्।
शंख-घन्टाध्वनी स्यातां नाम्नस्ते जप-कीर्तने॥ १३४ ॥

त्वत्पादस्पर्शमासाद्य कठिनं हृदयं मम।
देवागारतया देवि सद्यो विपरिवर्तताम् ॥ १३५ ॥

—०—

स्थानम्—श्रीरामकृष्ण-गृहम् ।
समयः—पूर्ववत् ।

रामकृष्णः । अरे रे निर्बोध बालक ! किं श्रीमातृपदे तव प्रार्थना निवेदिता ?

नरेन्द्रः । (चकितः) न न, न देव ? पूर्ववत् तद्विषयिणी प्रार्थना सम्पूर्णतया विस्मृता मया मातृवदन-दर्शनमात्रेण ।

रामकृष्णः । (पूर्ववत् कपटाग्रहभरेण) ततो गच्छ गच्छ वत्स ! पुनर्गच्छ श्रीमातुर्निकटम् । त्वरितं निवेदय तां त्वत्सर्वकामना-विषयम् ।

—०—

(पटपरिवर्तनम्)
स्थानम्—कालीमन्दिरम् ।
समय—पूर्वोक्तः ।

नरेन्द्रः । कथम् आगतोऽहं पुनरत्र ? किंलाभार्थम् ? धिक्, धिक् माम् ? सकलैश्वर्यशालिनीं जननीं कथमहं तुच्छातितुच्छानि अन्नवस्त्रानि याचितुम् आगतः ? कुवेरसकाशात् एक-कपर्दक-भिक्षावत्, सागर-सकाशात् एक-जलकणभिक्षावत्, वनस्पतिसकाशात् एकपत्रभिक्षावत् हास्यकरम् इदं सर्वम् ।

मातः मातः मातः ! न किञ्चिदपि काम्यम् अस्ति ममातः परम् । देहि मह्यं केवलं विवेकम्, केवलं वैराग्यम्, केवलं ज्ञानम्, केवलां भक्तिम्, सर्वोपरि केवलं भवदवाधदर्शनं निरन्तरम् ।

गुर्वादेशवशीकृतेन मनसा वारं तृतीयं मया
मातस्त्वं समुपागतासि करुणां काञ्चित् पुनर्भिक्षितुम् ।
एषा शेषतमा तवाम्ब पदयोर्याच्ञा यदेषोऽधमो
भूत्वा तेऽधम-दीनहीनतनयः कालं नयेयं चिरम् ॥ १३६ ॥
न ते वक्षसि मे स्थानं न च क्रोडे भविष्यति ।
न वा चरणयोः किन्तु स्यात् सर्वेषामधःस्थले ॥ १३७ ॥

यदब्धौ पृषतः स्थानं सिकताया मरौ च यत्।
भग्नपत्रस्य यत् स्थानं सुविशाले वनस्पतौ॥ १३८ ॥
तावन्मात्रोऽवकाशोऽपि दिव्यराज्ये न तेऽस्ति मे
करुणायामसीमायां स्थानमद्य तदस्तु मे॥ १३९॥

—o—

(पटपरिवर्तनम्)

स्थानम्—श्रीरामकृष्ण-गृहम् ।

समयः—पूर्वोक्तम् ।

श्रीरामकृष्णः । (कपटक्रोधं प्रदर्श्य) अरे रे ! अर्वाचीन, अबोध, अवाध्य बालक ! किं त्वया कृतं यदुपदिष्टं मया ?

नरेन्द्रः । (नतमुखः) न न न, मान्यमहोदय ? भवदादेशानुसारेण वारत्रयं गतोऽहं श्रीमातृसकाशे, किन्तु तस्या दर्शनमात्रेण तुच्छातितुच्छः संसारवृत्तान्तः सम्पूर्णतया विस्मृतो मया । महामायाविनी प्राणमनोहारिणी सा, तस्या रूपमदिरया मुहूर्तेन मत्तं भवति त्रिभुवनं चिरम्, का कथा मम ? ततोऽहं केवलम् अवदं ताम्—

मातः मातः मातः ! न किञ्चिदपि कास्यम् अस्ति ममातः परम् । देहि मह्यं केवलं विवेकं, केवलं वैराग्यम् केवलां भक्तिम्, सर्वोपरि केवलं भवदवाधदर्शनं निरन्तरम् ।

श्रीरामकृष्णः । (कपटक्रोधभरेण) धिक् धिक् । मूढ़ ! यदि त्वं जननी सकाशे प्रार्थयितुम् अप्यक्षमः ततः का वा आशा तव पार्थिवलाभस्य ? ततो नास्ति संसार-सुखं लिखितं तव ललाटे ।

भवतु, एतदेवाहं कथयितुं पारयामि जननी-पक्षतः, यत् साधारण-ग्रासाच्छादन-कष्टं न भविता तव परिवार-जनस्य कदापि ।

नरेन्द्रः । (सानन्दम्) तदेव यथेष्टं तदेव यथेष्टम् ।

श्रीरामकृष्णः । (नृत्यपरः) अहो आनन्दः, अहो आनन्दः, अहो आनन्दः मम नरेन्द्रः श्रीमातरं स्वीकृतवान् । शृण्वन्तु सर्वे ! मम नरेन्द्रः अत्र श्रीमातरं स्वीकृतवान् । अहो आनन्दः, अहो आनन्दः, अहो आनन्दः !

नरेन्द्रः । (सजलनयनस्तब्धः तं पश्यन् स्वागतम्) परम-सौभाग्यशाली अहम् ईदृश-जनस्येदृश-स्नेहलाभेन ।

श्रीरामकृष्णः । (सहसा नरेन्द्रस्य सन्निकटम् आगत्य तस्य क्रोड़े उपविश्य च आदरभरेण)

पश्यामि तात ! पश्यामि स्पष्टं यत्, एषोऽप्यहम् (आत्मानं निर्दिशति), असावप्यहम् (नरेन्द्रं निर्दिशति), को वा भेदो द्वयोः ? सर्वमेव सा, सा सा ; माता माता माता हि केवलम् ।

जले निक्षिप्ता यष्टिर्द्वे इव परिलक्ष्येते । किन्तु न सा तथा, सा एकव ।समभावेन अहं त्वञ्च द्वौ इव परिलक्षितावपि एक एव–एका मातैव ; नान्यौ नान्यौ । हाः हाः हाः ! प्राणधन ! कुत्र त्वं पलायिष्यसे ? अहं त्वञ्च मातैव । अतएव वत्स ! नास्ति तव परित्राणं मम हस्तात् । हाः हाः हाः । (शिशुवत् हसति सानन्दम्) ।

न कोऽपि भेदो न च वा विरोधो
न द्वैतमप्यस्ति धरातलेऽस्मिन् ।
संसृज्य कोटिर्जलविन्दवो हि
महासमुद्रं घटयन्त्यसीमम् ॥
नाल्पोऽपि तेष्वस्ति विरुद्धभावः
सर्वे यतस्ते जलधिस्वरूपाः ॥१४०॥

एवं मिलित्वा सिकताश्च कोटिः
सृजन्त्यसीमां मरुभूमिमेकाम् ।
विरोध एतास्वपि विन्दुमात्रो
नास्ते यतस्ते मरुभूस्वरूपाः ॥१४१॥

पत्राणि शाखाः कुसुमानि कोटयः
सृजन्ति सम्भूय महामहीरुहम्।
करोति नात्रापि विरोधिता पदं
वनस्पतेस्तानि यतो हि मूर्तयः ॥१४२॥

एवं मिलित्वैव हि जीवकोटयो
राज्यं जनन्या असृजन् यदद्भुतम्।
ता मातृभूता हि यतस्ततः कथं
विरोध एतास्वपि लप्स्यते स्थितिम् ॥१४३॥

नरेन्द्रः। (पूर्ववत् स्तब्धोऽश्रुसजलनयनस्तं पश्यन् स्वागतम्) अहो असीमा खलु तस्याहैतुकी कृपा !

श्रीरामकृष्णः। (पूर्ववत् हर्षोत्फुल्लः) आगच्छ आगच्छ वत्स ! धूमपानं कुरु मत्करकोषेण।

नरेन्द्रः। (सङ्कुचितः) "भवत्करकोषेण ?" किन्तु तेन भवत्करो मुखस्पृष्टो भूत्वा उच्छिष्टो भविष्यति।

रामकृष्णः। (कपटक्रोधान्वितः) अरे रे हीनबुद्धि-जन ! को वा भेदस्तव मम च मध्ये—त्वं हि अहम्, अहं हि त्वम्, को भेदः ? ततस्तथा कुरु यदहम् अभिलषामि।

नरेन्द्रः। (ससङ्कोचं तथा करोति)

रामकृष्णः। (सन्तुष्टः) बाढ़म् ! इदानीम् अहं मम कर-कोषेण धूमपानं करिष्यामि।

नरेन्द्रः। (एस्त-व्यस्तः) विरमतु, विरमतु भवान् कृपया। मम मुखस्पर्शेन उच्छिष्टो जातो भवतो हस्तः पूर्वमेव। ततः प्रारम्भे भवतो हस्तौ धौतौ कुरुतां कृपया।

रामकृष्णः। (रुष्टः) रे रे मोहग्रस्त ! अज्ञान-तिमिराच्छन्न मूर्खं मूढ़ जन ! वारं वारं कथयामि त्वां यत्, तव मम च मध्ये बिन्दुमात्रोऽपि भेदो नास्ति। ततः को वा करयोच्छिष्टं खादति, को वा कस्य देहं धारयति।

(स्वकरेण धूमपानं करोति)

नरेन्द्रः । (पूर्ववद् भावाविष्टः) देव देव ! भवद्गभीरप्रश्नो न योग्योऽहं कणामात्रेणापि ।

रामकृष्णः । (सस्नेहम्) तात ! को योग्यः को न—तस्य हि विचारकर्त्री केवलं माता । ततो मा पर्याकुलो भव । वत्स ! शुभं भविष्यति सर्वदा च तस्या एवानन्तकरुणया ।

(इति अष्टम-दृश्यम्)

—०—

नवम-दृश्यम्

[श्रीरामकृष्ण-कथामृतम्]

स्थानम्—दक्षिणेश्वरस्थ-गङ्गातीरम् ।

समयः—सन्ध्या ।

रामकृष्णः । (हसन्) अहो ! मम दीन-गृहप्राङ्गणे अद्य त्रिवेणीसङ्गमो जातः । नरेन्द्रः, कालीप्रसादः, गिरिशचन्द्रश्च गङ्गा-यमुना-सरस्वतीतुल्या यथाक्रमम् । अथवा, कृष्णः कालो शिवश्चेति देवत्रयम् आगतम् अत्रास्यां मङ्गल-मञ्जुल-सन्ध्यायाम् । अहो ! परमं सौभाग्यं मम तुच्छातितुच्छ-रामकृष्णस्य । (सर्वे हसन्ति)

नरेन्द्रः । भवान् तुच्छातितुच्छश्चेत्, के वयम् ?

रामकृष्णः । (सकौतुकं जिह्वां दशन्) छिः छिः छिः । यूयं महापण्डिताः प्रख्यातमहाविद्यालय-महारत्नरूपाः । अहन्तु निरक्षरो मूर्खो मूढ़ो जड़ो जनः, तदुपरि वातुल-पद-वाच्यः । हाः हाः हाः (उच्चैर्हसति) (सर्वे हसन्ति)

रामकृष्णः । अरे रे कालीप्रसाद ! कथं सुगम्भीर-वदनो वर्तसे त्वम् ? किं तवाद्वैत-वेदान्त-मतं द्वैतस्पर्श-कलुषितं जातम् ? अथवा, किं तव शुद्ध-शुष्क-ज्ञानं ललित-कोमल-भक्तिप्रवाहेण निमग्नं सहसा ? हाः हाः हाः ! (सर्वे हसन्ति)

कालीप्रसादः । (पूर्ववत् सुगम्भीरः) किन्तु देव ! नायम् उपहास-विषयः । भक्तिसिक्ते वङ्गदेशे प्रचण्ड-ज्ञान-मार्तण्डस्य हि अवश्य-प्रयोजनीयता विद्यते त्वरितम् ।

रामकृष्णः । (सस्मितम्) ज्ञानम् ! ज्ञानम् ! ज्ञानम् ! किं तद् ज्ञानम् ? किं तत् सार्वभौम-नृपवत् एककं केवलं निःसङ्गं निरालम्बं निरात्मीयं वा ? न न न—न किञ्चिदपि जगति एककं केवलं निःसङ्गं निरालम्बनं निरात्मीयं वा । सार्वभौम-नृपोऽपि नैककः केवलो निःसङ्गो निरालम्बनो निरात्मीयो वा । तस्यापि सन्ति मन्त्रिणः, तस्यापि सन्त्यात्मीयबान्धवाः । समभावेन, ज्ञानस्या-

च्यास्ति भक्तिरूपम् अवलम्बनम्, सन्ति कर्मरूपा आत्मीय-बान्धवाश्च। अत एव भक्तिभरितं कर्मलसितं ज्ञानं हि प्रकृत-ज्ञानम्।

भूमेरस्या भवति रचना तादृशी येन तस्यां
द्रव्यं किञ्चिन्न खलु घटते स्थातुमन्यानपेक्षम्।
तिष्ठेयुश्चेन्नियतमणवः काममन्यानपेक्षा
अस्याभूमेर्विरचनकथा काममायाद् विलोपम्॥१४४॥

परस्परेण विच्छिन्ना यदि स्याद् जलविन्दवः।
लभेत कथमात्मानं विशालो जलधिस्तदा॥१४५॥

परस्परविरोधिन्यो यदि स्युः सिकतास्तदा।
सैषा दिगन्तविस्तीर्णा मरुभूमिः कथं भवेत्॥१४६॥

कामं यदि वियुज्येरन् शाखाः पुष्प-दलानि च।
ध्रियेत कथमुत्तुङ्गो वनस्पतिरयं महान्॥१४७॥

तथैवाखण्ड-सम्पूर्ण-सत्ता मानवजीवनम्।
गुणशक्त्यादयस्तस्य संश्लिष्टा हि परस्परम्॥१४८॥

अरे रे नरेन्द्र! किं कथयसि त्वम्? त्वं साम्प्रतं श्रीमातृ-प्रेमाप्लुतः। किं तत् प्रेम तव ज्ञानं कोमलतरं शीतलतरं मधुरतरं कर्तुं पारयति? हाः हाः हाः!

नरेन्द्रः। न जाने, न जाने तदहम्। भवान् जानाति किल यत्, अहं स्वभावतो ज्ञानवादी युक्तिवादी प्रत्यक्षप्रमाणवादी च। तथापि भवच्चालितः क्रीड़नकोऽहं जातः। महाशय! भवान् महामायावी, नान्यः कश्चन।

रामकृष्णः। प्राणाधिक नरेन्द्र! किम् इत्थैव तव मतं मत्सम्बन्धे? "महामायावी"—हाः हाः हाः! अतीव सुरसिक-स्त्वम्, प्राणधन! अतीव कौतुकी। हाः हाः हाः!

गिरिशचन्द्रः। किन्तु देव! सत्यमेतत्, अक्षरशः सत्यम्। महामायाविनं विना को वा ब्रह्माण्डं ब्रह्मणि, मतं स्वर्गे, पापं पुण्ये, दुःखं सुखे परिणमयितुं समर्थः?

रामकृष्णः । अतीव स्नेहशीलो मम प्राणाधिको गिरिशः । शृणुत वत्साः ! वैष्णवशास्त्रानुसारि भक्तितत्त्वमाहात्म्यम् ।

कालीप्रसादः । कथयतु भवान्, साग्रहम् अपेक्षामहे वयम् ।

रामकृष्णः । वैष्णव-धर्मानुसारेण नियम-त्रयं सर्वदा पालनीयम्—"नाम्नि रुचिः, जीवे दया, वैष्णव-पूजनञ्च" ।

नाम नामी चाभिन्ने, ततो नाम जपो हि नामिपूजारूपः । भक्तो भगवांश्चाभिन्नौ, ततो वैष्णव-पूजनं हि विष्णुपूजनम् ।

परिशेषे—जीवाः परमेश्वरस्य मूर्त-प्रतिच्छविस्वरूपाः, ततः सर्वजीवे दया हि करणीया परमेश्वरकामि-साधकेन ।

किन्तु किन्तु ; किं मया कथितम्—किं किम् ? (सहसा समाधिस्थः) "जीवे दया" ? न न न—अन्याय्यं मम वचनम् । न न न, न जीवे दया । जीवे प्रेम, जीवे श्रद्धा, जीवे सेवा ।

जीवः स्वयं परमेश्वरः—को वा कीटाणुकीटोऽहं तस्मै दयाप्रदर्शनाय ? न न न । न जीवे दया—जीवे प्रेम, जीवे श्रद्धा, जीवे सेवा ।

शिवज्ञानेन जीवपूजा करणीया—एतदेव सकलागमसारम् एतदेव सकल-दर्शनशास्त्रमाहात्म्यम्, एतदेव सकलधर्मतन्त्र-माधुर्यम् एतदेव सकल-नीतितत्त्वमाङ्गल्यञ्च ।

आपातःदृष्ट्या प्रतिभान्ति जीवा
नितान्तदीना नितरामशक्ताः ।
क्षीणाः सुतुच्छाः परितापिनोऽज्ञाः
क्षुद्राश्च शून्याश्च नितान्तदुस्थाः ॥१४९॥

त एव दृष्टाः परमार्थदृष्ट्या
विभान्ति सच्चित्-सुखपिन्डरूपाः ।
सर्वज्ञ-सर्वत्रग-सर्वशक्ति-
युता महान्तः परदेवभावाः ॥१५०॥

जीवं ब्रह्माद्वैतवादी ब्रवीति
द्वैताद्वैती ब्रह्मकार्यं तमाह ।

रूपाच्छक्तेरंशतः कार्यतश्च
ब्रह्मेवायं सच्चिदानन्दरूपः।
भूमा व्यापी सर्ववित् सर्वशक्तिः
तस्माज्जीवो नैव हीनो न तुच्छः॥१५१॥

(समाधिस्तरादुत्थाय) नरेन्द्र, कालीप्रसाद, गिरिश! प्राणाधिका मम! मा विस्मरत यूयं मुहूर्तमात्रम् इदं सर्वश्रेष्ठ-तत्त्वम्, इदं सर्वश्रेष्ठ-सत्यम्, इदं सर्वश्रेष्ठ-मतम्—

"जीवः शिवः शिवो जीवः जीवः कश्चन नापरः।" कथयत, कथयत सर्वे मया सह—

"जीवः शिवः शिवो जीवः जीवः कश्चन नापरः।'

(सर्वे तथा कुर्वन्ति)

कालीप्रसादः। किन्तु देव! अद्वैत-वेदान्त-मतानुसारेण जीवः अज्ञानप्रसूतः, मिथ्यामायारूपः केवलम्, ततः कथं स शिवो भवेत्?

रामकृष्णः। प्राज्ञवर! शृणु मद्वचनम्। जीवं न कदापि जीवमात्ररूपेण पश्य, सा हि मिथ्या-दृष्टिः, क्षीणदृष्टिः, अल्पदृष्टिः सांसारिकदृष्टिश्च। जीवं सर्वदा पश्य ब्रह्मरूपेण, इयं हि सत्यदृष्टिः, स्पष्ट-दृष्टिः, भूम-दृष्टिः, आध्यात्मिक-दृष्टिश्च।

नञर्थक-भावाद् ब्रह्माण्डं मिथ्या पाप-तापक्लिष्टं त्याज्यञ्च। सदर्थकभावाद् ब्रह्माण्डं सत्यम् ब्रह्मणोऽभिन्नं पूज्यञ्च।

वत्साः! नञर्थकभावं त्यक्त्वा सदर्थक-भावम् आश्रयत।

(सकौतुकम्) अरे रे नरोत्तम नरेन्द्र! किं चिन्तयसि त्वम् एकमनाः?

नरेन्द्रः। चिन्तयामि भवतो मनोहर-तत्त्वम्। सकल-दर्शनफलरूपमिदम्।

कालीप्रसादः। किन्तु आर्य! कठिना खल्वियं साधना। कथं मायामोहमथितं क्लेश-क्लेदकलितं पाप-तापदलितं संसा ब्रह्मरूपेण द्रष्टुं पारयिष्यन्ति सर्वे?

अस्माकमेतद् वहुवादिसम्मतं
मतं प्रसूतं स्थिर-धीर-चिन्तया ।
यद् ब्रह्मविश्वे सुतरां पृथक्स्थिते
शिवश्च जीवादतिदूरतः स्थितः ॥१५२॥

ब्रह्म सत्यं मृषा विश्वं मृषा जीवः शिवोऽमृषा ।
केनोपायेन कर्तव्यं तयोरैक्यं विभिन्नयोः ॥१५३॥

रामकृष्णः । एतदेव साधनाया माहात्म्यम् । वहिरावरणं भित्त्वा आत्मानं पश्यत । पश्यत आत्मनः अमरम् अमलम् अभयम् अशोकम् अजरं रूपम् ।

गिरिशः । (इतस्ततः परिलोक्य) नाहं पश्यामि परमेश्वरं कुत्रापि विश्वब्रह्माण्डे, पश्यामि केवलं गमनशीलं चञ्चलं जगत्—नित्य-परिवर्तमानं नित्य-जरामरणग्रस्तञ्च । पुनरपि कथयामि, कथं तद् ब्रह्म भवेत् ?

रामकृष्णः । (विहस्य) किं न पश्यसि त्वं जगतः अन्तर्निहितम् अनन्त-सौन्दर्यम् असीम-माधुर्यम् अपरिसीमैश्वर्यञ्च ?

गिरिशः । न न न ।

रामकृष्णः । ततो दृष्टिनिक्षेपं कुरु अस्मिन् दीनहीन-देहे । किं पश्यसि त्वम् अत्र ? भक्त-भैरव-गिरिश ! किं पश्यसि ?

गिरिशः । (भावाविष्टः) किमहं पश्यामि ? अहं पश्यामि स्वयं परमेश्वरम्, सर्वशक्तिमन्तं परम-करुणामयं पतितपावनं त्रिभुवन-तारणं दीनजनशरणं स्वयं परमेश्वरम् ।

रामकृष्णः । (सकौतुकम्) अरे रे सुनिपुण-दृष्टि-भक्त-भैरव ! किं न पश्यसि त्वत्सम्मुखे इमं जनं (आत्मानं निर्दिश्य) जीर्ण-शीर्णदेहम् आलोड़ितवेशम् आलुलितकेशम् नग्नपदम् गायन्तं नृत्यन्तं हसन्तं वातुलवदाचरन्तमिमं जनम् ?

गिरिशः । न न न । पश्याम्यहं केवलं परमयुगावतारं परम-युगत्रातारं परमयुगजीवनं श्रीरामकृष्णम् । पूर्णावतारः सः, पूर्ण-

परमेश्वरः सः, पूर्णब्रह्म सः। तमेव पश्यामि, तमेव तमेव तमेव-नान्यं नान्यं नान्यम्।

रामकृष्णः। (सुगम्भीरः) सुष्ठु तत् तात! सुष्ठु तत्। अहं स्वयमेव पुनः पुनः कथितवान् मम अन्तरङ्गतमान् जनान् यत्, अस्मिन्नेव आधारे, अस्मिन्नेव आवरणे, अस्मिन्नेव देहे, अस्मिन्नेव मनसि च इदानीम् आगतः सः—स स स एव, यः पूर्वपूर्वयुगेषु रामरूपेण कृष्णरूपेण चाविर्भूत आसीत्।

किन्तु तस्य साम्प्रतिकम् आगमनं गुप्तरूपेणागमनम्। यथा देशस्य राजा छद्मवेशं धृत्वा परिद्रष्टुं वहिर्गच्छति, तथा।

सर्वे। जयः श्रीरामकृष्णदेवस्य जयः; जयः श्रीयुगावतारस्य जयः, जयः श्रीयुगजीवनस्य जयः।

(सर्वे मन्त्रमुग्धवत् पश्यन्ति भावाविष्टा युक्तहस्ताः)

रामकृष्णः। (सहसा समाधिस्तरादवतीर्य पूर्ववत् सकौतुकम्) वत्साः वत्साः, महामातुर्महालीला ह्येषा। ततो यदि कौतुकमयी खेलनपरा मायाविनी सा अस्मिन्नपि दीनहीने आधारे आविर्भवितुं शक्नोति, तदा कथं न सा विशाले विचित्रे विश्वब्रह्माण्डे प्रकाशिता भवितुमर्हति?

वत्साः! जानीत, संसारः ब्रह्मशक्तिरूपायाः परम-जनन्या मूर्तप्रकाश एव। ततो न ताम् अवहेलय। वस्तुतो ब्रह्म तस्य शक्तिश्चाभिन्ने—अग्निस्तस्य दाहिका शक्तिः, दुग्धं तस्य धवलता, तुषारं तस्य शीतलता च यथाभिन्नास्तथा। ततस्तीव्र-ज्ञानालोकेन विभ्रान्त-दृष्टयो भूत्वा न तामस्वीकुरुत मुहूर्तमात्रमपि।

कालीप्रसादः। भगवन्! भवद्दृष्टिर्हि अस्माकं दृष्टिः। सा भूमदृष्टिरस्माकमपि परमकाम्या। सा तु सकल-साधनानां शेष-कथा।

रामकृष्णः। सत्यं सत्यम्। सौम्याः; शृणुत सावधानाः। लक्ष्यम् एकमेव, आत्मोपलब्धिर्ब्रह्मोपलब्धिर्वा—ब्रह्माण्डे ब्रह्मदृष्टिर्जीवे शिवदृष्टिर्वा।

किन्तु साधनानि हि भिन्नानि। येन केन पवित्र-साधनेन, येन केनाकपटोपायेन येन केन ऋजु-मार्गेण च सिद्धिः प्राप्तव्या।

अतएव वत्साः ! पृथिव्याः सकल-धर्मा हि समानाः। सकल-धर्मा एकमेवाद्वितीयं परमेश्वरम् आद्रियन्ते तल्लाभस्य पथो निर्दिशन्ति च। अतएव परमेश्वर एक एव। किन्तु तस्य बहूनि रूपाणि, बहवो भावा बहवः प्रकाशाश्च।

यथा जलम् एकमेव, किन्तु हिन्दवस्तत् "जलम्", महम्मदीयाः "पानि", खृीष्टधर्मावलम्बिनः "ओयाटार" इति कथयन्ति।

समभावेन, ईश्वर एक एव। तथापि हिन्दवस्तद् ब्रह्म, महम्मदीया "आल्ला" खृीष्टधर्मावलम्बिनः "गड्" इति वदन्ति। (भावाविष्टः) एकः एकः एकः—केवलं सः सः सः। स हि माता, स हि जीवः, स हि जगत्, स हि सर्वम्—केवलं सः सः सः।

जीवात्मभूतं जगतोऽखिलस्य
महैक्यतत्त्वं रस-सार-रूपम्।
विलोक्यतामैक्यगता समन्तात्
सम्मोहना सा मधुरा च लीला॥१५४॥
समीर एको वियदेकमात्रम्
एको रविश्चन्द्रमा एक एव।
एका धरित्री सुरलोक एक-
स्तत् सत्यमेकं स च धर्म एकः॥
अतोऽनुसन्धत्स्व तदेकमेव
तदर्चय स्निह्य च तत्र नित्यम्॥१५५॥

गिरिशः। अहो रोमाञ्चकरी इयं वाणी !

रामकृष्णः। (भावाविष्टः) अतएव पृथिव्या न कोऽपि दीनः, हीनः, क्षुद्रः, क्षीणः, घृण्यस्त्याज्यो वा। सर्वं एव ब्रह्म; सर्वं एव माता, सर्वं एव शिवः, सर्वं एव शक्तिः।

अयमेव विश्वात्मवादो विकशितो भवतु विश्वमैत्रीवादे; इदमेवाद्वैतज्ञानं सार्थकं, भवतु मातृभक्तौ निष्कामकर्मणि च; इयमेव पारमार्थिकोपलब्धिः सार्थिका भवतु व्यवहारिकाचाराचरणेषु।

गिरिशः। धन्यातिधन्या वयं जाताः श्रीरामकृष्णकथामृतपानेन।

लक्ष्मीरुदस्थान्मथने पयोधेः
करे गृहीत्वाऽमृतपूर्णभाण्डम्।
पीयूषमेतत् परिपीय कामं
चिराय देवा अमरत्वमापुः॥१५६॥

वयन्तु दुष्काल-कलेर्मनुष्या
नास्माकमस्तीदृशभागधेयम्।
कृपामयी सा परदेवता तु
तां नः सुधां पाययतेऽन्यथैव॥१५७॥

आश्रित्य सा मानववेशमारात्
मिष्टेन तद्भाषणमाध्यमेन।
अनारतं कर्णविलेऽस्मदीये
वचः-सुधां वर्षति तां निकामम्।
कथामृतं कर्णपुटेन शृण्वन्
प्रभोर्न कल्पेतपुनर्भवाय कश्चित् पुनरेति जन्म॥१५८॥

रामकृष्णः। (सहसा संविदं लब्ध्वा पूर्ववत् सोपहासम्) अरे रे नरेन्द्र! अतीव छलकलाकुशलो हि त्वम्! मां सरलम् अबोधं बालकं गुरु-गम्भीर-कथाजालेन बद्धुम् इदं हि तव भीषण-कूटयन्त्रम् (सर्वे हसन्ति)

रामकृष्णः। (तर्जनीं सञ्चाल्य) किन्तु नाहं तादृशनिर्बोधः कोमलो वा। आनय, आनय मदर्थं मिष्टान्नानि—देहि मह्यं मम प्राप्य-गुरुदक्षिणाम्।

युष्माकं महाविद्यालयाध्यापकास्तेषां स्वल्पभाषणार्थं प्रचुर-

वेतनानि प्राप्नुवन्ति ; ततः कथं मम दीर्घतरभाषणार्थम् अहं प्रचुरतरमिष्टान्नानि न प्राप्स्यामि ? (सर्वे हसन्ति)

रामकृष्णः । अरे रे कपटाः ! जानीत—न मां छलयितुं पारयिष्यथ यूयम् । तत आनय, आनय सत्वरं मदर्थं पूरित-बृहत्-पात्राणि मिष्टान्नानि । (सर्वे हसन्ति)

नरेन्द्रः । (सकौतुकम्) महाशय ! अहं भवन्तं सम्पूर्णतया जानामि । जानामि यत् छलकलाकौशलेन भवान् हि अद्वितीयः । अन्यथा, कथं भवान् दुर्धर्षं युक्तिवादिच्छात्रं श्रीनरेन्द्रं मोहयितुं स्वकरतलगतं स्वपदानतञ्च कर्तुं समर्थः ? ततो नाहम् उत्सहे भवन्तं छलयितुम्, कदापि न । (सर्वे हसन्ति)

तदेव नूनं महतां महत्त्वं यदौत्तमाधम्यविनाकृताधीः।
तथाहि दूरोन्नतिमान् दिनेशः प्रस्फोटयत्यल्पमपि प्रसूनम् ॥१५९॥
प्रीणाति वायुः प्रवहन् तृणञ्च नदीनयत्यर्णवमुच्च-नीचान्।
रुतं पिकानां ध्वनयद् दिगन्तान् प्रीणाति दीनानपिमार्गसंस्थान् ॥१६०॥

देवादिदेवोऽप्यनयैव रीत्या
भूत्वाऽधुना मानववेशधारी।
अस्मादृशैस्तुच्छतमैः सहापि
क्रीड़ाप्रसङ्गेन सदास्ति मत्तः॥१६१॥

रामकृष्णः । (सादरं नरेन्द्रस्य कण्ठालिङ्गनं कृत्वा) अरे रे मम परमादरभाजन दास ! तव मधुरमोहनानि सङ्गीतानि शत-सहस्र-मिष्टान्नानि अतिक्रामन्ति सगौरवम् । ततो मिष्टान्नलोभं त्यक्त्वा अहं तव श्रीकण्ठ-निःसृतानि सुमिष्ट-सङ्गीतानि श्रोतुं वाञ्छामि भृशम् ।

नरेन्द्रः । यद् देव आज्ञापयति ।

(इति नवम-दृश्यम्)

—०—

दशम-दृश्यम्

(अन्तिम-दृश्यम्)

[युगजीवनरूपेण श्रीरामकृष्णस्य "कल्पतरु-रूपधारणम्" अभयप्रकाशश्च]

स्थानम्—काशीपुरवर्तिनी उद्यानवाटी ।

समयः—अपराह्णः । "कल्पतरूत्सवः" ।

(श्रीरामकृष्णः शिष्यदलेन सह धीरम् अग्रेसरति उद्यानपथम् अतिक्रम्य) ।

(नेपथ्ये सङ्गीतम्)

रामकृष्णः । (सहसा वृक्षतलस्थं गिरिशचन्द्रं दृष्ट्वा सुगम्भीरः) गिरिश ! त्वं सर्वदा अस्य जनस्य (आत्मानं निर्दिशति) अवतारत्व-विषये सर्वान् बहुशो वदसि । किन्तु किं त्वम् अस्य विषये दृष्टवान् ज्ञातवांश्च ?

> दुरूहमवतारस्य तत्त्वं दार्शनिकं महत् ।
> यच्छरीरं मनुष्यस्य किन्त्वात्मा ब्रह्मणः सतः ॥१६२॥
>
> शिवः कथमभूज्जीवो निःसीमः सीमितः कथम् ।
> स आनन्दघनः कस्मादकस्मात् क्लेशभागभूत् ।
> उपलब्धुमिदं तत्त्वं क्षमो दार्शनिकोऽस्ति कः ॥१६३॥

गिरिशः । (नतजानुरूर्ध्वमुखो युक्तहस्तः गद्गदकण्ठेन) देव ! यं स्वयं व्यास-वाल्मीकिप्रभृतयोऽपि न सम्पूर्णतया बोद्धुम् अपारयन् तद्विषये किं वाहम् अधिकं वक्तुं शक्नोमि ?

रामकृष्णः । (सस्नेहम्) उत्तिष्ठ वत्स ! उत्तिष्ठ । तव अकपट-सरल-मधुर-वचनैर्मुग्धो जातोऽहम् ।

मम प्राणप्रिय-सन्तानाः ! किं वाहं युष्मान् वदिष्यामि ? केवलं युष्मभ्यम् आशिषं ददामि सत् (सर्वान् सस्नेहं करतलेन स्पृष्ट्वा)

"यूयं ज्ञान-चैतन्य-सम्पन्ना भवत।"
"यूयं ज्ञान-चैतन्य-सम्पन्ना भवत।"
"यूयं ज्ञान-चैतन्य-सम्पन्ना भवत।"

(मुहूर्तेन समाधिग्रस्तः)

भक्ताः। "जयः श्रीरामकृष्णपरमहंसदेवस्य जयः"
"जयः श्रीपरम-भक्तवत्सलस्य जयः"
"जयः श्रीत्रिभुवनतारकस्य जयः"
"जयो जयो जयः"।

गिरिशः। (भावाविष्टः) अहो श्रीरामकृष्णपरमहंसदेवस्य अमृत-मधुर-स्पर्शेनैव अमृत-सिक्तं जातं मम सर्वशरीरम्, पूरितम् आत्मपात्रम्, विकशितञ्च जीवन-शतदलं निमेषमात्रेण। अहो! महासौभाग्यं मम !

जयः श्रीरामकृष्णपरमहंसदेवस्य जयः।
जयः श्रीपतितपावनस्य जयः।
जयः श्रीकरुणा-वरुणालयस्य जयः।
जयो जयो जयः।

(सर्वे श्रीरामकृष्णस्य देहे पुष्पाणि वर्षन्ति सानन्दम् तं प्रणमन्ति च)
(स पूर्ववत् सर्वेभ्यः स्पर्शेन आशिषो ददाति)

गिरिशः। अहो! श्रीश्रीरामकृष्णपरमहंसदेवोऽद्य "कल्पतरु" जातः। उच्चनीच-पण्डितमूर्ख-योग्यायोग्यनिर्विशेषेण सर्वान् स्वकीयेनामृत-स्पर्शेन सञ्जीवयति स परमकृपया अस्मिन् शोभनोद्याने हिरण्यालोकलसिते दिवावसाने। जीवनावसानेऽप्ययं दिव्य-स्पर्शः प्रत्येकजनस्य श्रेष्ठपाथेयरूपेण राजिष्यते निरन्तरम्।

अथवा अद्य तस्य "अभयप्रकाशः"—त्रिभुवनस्योद्धारार्थं वराभयदायिरूपेणापूर्वं आत्मप्रकाशः।

अहो महासौभाग्यं अस्माकम्, महासौभाग्यं विश्ववासिनाम्, महासौभाग्यं त्रिभुवनस्थ-देवमनुष्याणाम्।

कोटि-कोटिमनुष्याणां कोटिकोटयब्दसञ्चितात्।
पुण्यादाविरभूदेष भगवान् दीनतारणः॥१६४॥
सुधामयं तस्य दृशोर्विलोकनं
सुधामयं कण्ठविनिःसृतं वचः।
वरः करस्थोऽपि सुधासहोदरः
प्रभोः सदा दीनजनानुकम्पिनः॥१६५॥
सोऽस्मांस्त्वया प्लावयतीह दृष्टया
तया च वाण्या रणितान् विधत्ते।
विमोचयत्यद्य वरेण तेन
सौभाग्यमास्ते किमतः परं नः॥१६६॥

सर्वे। जयः श्रीरामकृष्णपरमहंसदेवस्य जयः। जयः श्रीभव-पारावारतरणस्य जयः। जयः श्रीमधुर-मोक्षप्रापकस्य जयः। जयो जयो जयः।

(श्रीरामकृष्णो धीरं प्रत्यावर्तते)

—०—

(पट-परिवर्तनम्)

स्थानम्—काशीपुरोद्यान-बाटीस्थ-श्रीरामकृष्णगृहम्।

समयः—प्रभातम्।

(उपविष्टः श्रीरामकृष्णः)

(ततः प्रविशति उद्भ्रान्तो नरेन्द्रः)

नरेन्द्रः। (श्रीरामकृष्णस्य पदतले उपविश्य भावाविष्टः) देव देव! भवान् जानाति यत् अहम् आजीवनं निर्विकल्प-समाधिकामी। भवदाशिषा अस्यां काशीपुरोद्यान-वाटिकायाम् अहमद्य सहसा स्वयमेव तं महासमाधिस्तरं लब्धवान्। अहो अपूर्वा अनिर्वचनीया च सा परमानुभूतिः! अनन्तासीम-ज्योतिस्समुद्रे नामरूप-विहीनोऽहं निमग्न आसं मुहूर्तमात्रं केवलम्।

रामकृष्णः। (अज्ञताम् अभिनीय) किमेतत् सत्यम्? सुष्ठु तत् सुष्ठु तत्। भवतु, परमकरुणामयी जगज्जननी कृपा यात्वां सर्वं,

प्रदर्शितवती। किन्तु ईदृशोपलब्धिस्तव सम्प्रति तालक-बद्धरूपेण स्थास्यति। तत्तालकस्य कुञ्चिकान् अहमेव रक्षिष्यामि। तव-मागतो जगति परम-जनन्याः कार्यं साधनार्थम्। एष कार्यनिकरः समाप्तो भवेच्चेत् अहं तुभ्यं तां कुञ्चिकां दास्यामि, न तत्पूर्वम्।

नरेन्द्रः। (उत्तेजितः) किन्तु देव! अहं वाञ्छामि भृशम् अस्मिन्नेव निर्विकल्प-समाधिस्तरे स्थातुं शाश्वतकालम्। सर्व-शक्तिमन् देव! कृपया यथाविहितं व्यवस्थां करोतु मदर्थम्। भवतः करुणाकामी अहम्।

रामकृष्णः। (सहसा क्रोधान्वितः) धिक् धिक् धिक्! कथं कामयसे केवलं स्वहितम्? केवलं स्वमोक्षञ्च? त्वं भविष्यसि विशाल-वटवृक्षः, यस्य स्निग्ध-शीतलच्छायायां शुष्क-तप्त-दग्ध-कण्टकाकीर्ण-संसारारण्ये पथिभ्रष्टाः पर्याकुलाः पर्यटकाः विश्रामं लप्स्यन्ते, लप्स्यन्ते सत्यपथनिर्देशम्, लप्स्यन्ते नव-बलम्, लप्स्यन्ते पिपासानिवारणार्थं पवित्रं जलम्, आतपनिवारणार्थं दृढ़दण्डमात-पत्रम्, पदव्यथानिवारणार्थं कोमलं भूमितलञ्च—इत्यासीन्मे महती चिरन्तनी आशा। किन्तु हा हतोऽस्मि! आशालता मम निमेषेण उत्पाटिता जाता तव स्वार्थसर्वस्वाचरणेन।

सन्न्यासिनः स्वार्थपरस्य रीत्या
स्वामेव मुक्तिं न तु कामयन्ते।
वाञ्छन्ति ते किन्तु समं समस्तै-
र्विश्वस्थ-जीवः सममेव मुक्तिम्॥१६७॥

अह्माह्मिभावेन जगन्निबद्धं
विदन्ति ते शाश्वततत्त्वमेतत्।
विधाय कञ्चिन्नितरामधस्थं
नोर्ध्वं समारोहति कश्चिदत्र॥१६८॥

महान् क्षुद्रमवज्ञाय न महत्त्वं प्रपद्यते।
आकृष्याकृष्य तं क्षुद्रं कुर्यात्तुर्याद्दिने दिने॥१६९॥

दुःखभाजमवज्ञाय न सुखी सुखभाग्भवेत् ।
तज्जीवनं भवेद् दग्धं दीर्घश्वासेन दुःखिनः ॥१७०॥
सन्न्यासी चानया रीत्या विनिःक्षिप्य गृहिणं गृहे ।
निर्जनं वनमासाद्य कथं शान्तिं प्रपत्स्यते ॥१७१॥

नरेन्द्रः । (निमेषेण लज्जितः) क्षमतां मां भवान्, क्षमतां माम् । बुध्ये अहम् इदानीम्, बुध्ये अहम् ।

वस्तुतः, साधारणसन्न्यासी संसारं त्यक्त्वा वहिर्गच्छति, ईश्वर-चिन्तां करोति च अहरहः । किन्तु प्रकृत-सन्न्यासी संसारे वसति, अथ च संसारे मग्नो न भवति । यः सांसारिक-जीवनं विहाय वने वसति, अथचाहर्निशम् अपूर्ण-कामना-वासनादष्टो राजते स न प्रकृत-त्यागी । संसार-संग्राममध्ये निर्भयमवस्थानं हि प्रकृत-सन्न्यासिनः कर्तव्यम् । निर्जन-गुहा-मध्ये अथवा निद्राकाले स्थिर-धीर-शान्त-भावधारणं सुकरम् । किन्तु जगत उन्मत्त-कर्मावर्त-मध्येऽपि दण्डायमानो भूत्वा यो धैर्यं स्थैर्यं वीर्यं च रक्षितुं पारयति स हि प्रकृत-सन्न्यासी ।

देव ! प्रतिजाने अहम् यत् अहं प्रकृत-सन्न्यासी भवितुं सर्वदा चेष्टिष्ये भविष्यकाले । जनसेवा भवतु मम एकमात्र-जीवन-व्रतम् ।

रामकृष्णः । (सानन्दम्) सुष्ठु तद् वत्स ! सुष्ठु तत् ।

नरेन्द्रः । (भावाविष्टः) भवतु मम वारं वारं जन्मग्रहणम्, भवतु मम सहस्र-सहस्र-दुःख भोगः, यतोऽहं जीवरूपं परमेश्वरं पूजयितुं पारयामि, पापिरूपं तापिरूपं दरिद्ररूपं परमेश्वरं पूजयितुं पारयामि ।

रामकृष्णः । प्राणप्रिय मम ! भवतु तवाकाङ्क्षा परिपूर्णा ।

(श्रीरामकृष्णो नरेन्द्रम् अपक्ष्मक-स्थिरदृष्ट्या पश्यन् समाधिस्थः)

नरेन्द्रः । (विद्युत्स्पृष्टवच्चकितः) अहो ! किं संघटितम् ? श्रीगुरुदेवस्य अपक्ष्मक-स्थिरदृष्ट्या मम सर्वशरीरे तड़ित्प्रवाहः प्रविष्टः । अहो ! मम वाह्यचेतना विलुप्ता भवति ।

(समाधिग्रस्तः)

रामकृष्णः। (संविदं लब्ध्वा रोदिति)

नरेन्द्रः। (संविदं लब्ध्वा श्रीरामकृष्णं रोरुद्यमानं दृष्ट्वा) अहो ! किं संघटितम् ? कथं रोरुद्यमानः श्रीगुरुदेवो मम ?

रामकृष्णः। प्राणसर्वस्व मम ! अद्याहं तुभ्यं मम सर्वस्वं दत्त्वा भिक्षुको जातः। एतच्छक्तिमाध्यमेन त्वं जगतः प्रभूत-कल्याणं कर्तुं पारयिष्यसि। तव कर्तव्य-कर्माणि समाप्य केवलस्त्वं स्वस्थाने प्रत्यावर्तिष्यसे।

ज्वलति यदि न शिष्यप्राणदीपोऽप्रसन्नः
कथमपि गुरुदिव्यालोकभासं समेत्य।
यदि न रणति शिष्यप्राणवीणा च मूकाऽ-
मृतमय-गुरु वाण्या हन्त कीदृग्गुरुः सः॥१७२॥

न हि गुरुपदवाच्यस्तादृशः स्यात् कथञ्चिद्
विहित-निजविधेये योग्यता नास्ति यस्य।
घटित-करपुटोऽहं कामये तेन नित्यं
नहि गुरुरनुरूपः स्यामहं जीवनेऽपि॥१७३॥

नरेन्द्रः। धन्यातिधन्योऽहम्। (स्वगतम्) अधुना स कराल-पीड़ाग्रस्तः। अस्याम् अवस्थायामपि यदि स पुनर्मुक्त-कण्ठेन घोषयति यत् स स्वयं भगवदवतारः तत एवाहं तस्यावतारत्वे विश्वसिष्यामि, अन्यथा न।

रामकृष्णः। (नरेन्द्रस्य मनोगतं भावं निमेषेण ज्ञात्वा गुरु-गम्भीरस्वरेण) नरेन्द्र ! किम् अद्यापि तव सन्देहो विलीनो न जातः ? ततः शृणु—

यो हि रामः, यो हि कृष्णः स इदानीं "रामकृष्णः" ; अवश्यं न तव वेदान्तानुसारेण।

नरेन्द्रः। (स्वगतम्) अहो ! कथं श्रीगुरुदेवो मम मन्मनसोऽन्यार्यचिन्तां जानाति ? (प्रकाशम्) देव ! कृपया क्षमतां मां भवान्, क्षमतां माम् अबोधजनम्। भृशं लज्जितोऽनुतप्तश्चाहम्।

भवत्प्रसादेनाहं भवतः अन्तरङ्गतमो जनः। तथापि एतावत्कालं यावत् भवदवतारत्वविषये मम सन्देहः अतीवानुचितो मत्पक्षे। ततः क्षमतां मां भगवन्! क्षमतां मां कृपया भवान्।

सन्देहो मे मनसि न मनागस्ति देवाद्य कश्चिद्
यत् त्वं पूर्णावतारो भवसि भगवतः पूर्णरूपस्य तस्य।
ज्ञानं शक्तिं तदीयां गुणगणमथवा व्यस्तवाचाकृतं मे
सामस्त्यात् तत्स्वरूपं स्ववपुषि निदधत् त्वं धराङ्केऽवतीर्णः॥१७४॥
देहस्तवास्ति जीवस्य किन्त्वात्मा ब्रह्मणः सतः।
नेत्रे ते पार्थिवे किन्तु तत्र दृष्टिरपार्थिवी॥१७५॥
कण्ठात् ते लौकिकाद् वाणी निर्याति पारमार्थिकी।
साधारणी प्रवृत्तिस्ते सूतेऽसाधारणं फलम्॥१७६॥
नारायण नराकार नमस्य नितरां त्वयि।
गृहाण कृपया देव लक्षकोटीर्नतीर्मम॥१७७॥

रामकृष्णः। (विहस्य) तात! मा पर्याकुलो भव। इयं हि महामायाया लीला। न जानीमो वयं कं सा मोहयति, कं न।

(उभौ प्रस्थितौ)

—o—

(पट परिवर्तनम्)

स्थानम्—काशीपुरोद्यान-वाटीस्थ श्रीरामकृष्णगृहम्।

समयः—रात्रिः।

(ततः प्रविशति श्रीसारदा—सुगम्भीरा, विषण्णा, पथ्यहस्ता)

सारदा। देव? आनीतं मया तव पथ्यम्। गृहाण तत् कृपया।

रामकृष्णः। (सस्मितम्) कल्याणि! उपविश, उपविश अत्र। पथ्येन नास्ति मम प्रयोजनम्, अस्ति प्रयोजनं भृशं त्वया।' किन्तु तव दर्शनन्तु दुर्लभम्।

सारदा। (अश्रुनिरुद्ध-कण्ठेन) आर्य! विद्यते खलु भवत्-प्रकोष्ठे अहरहः भक्त-सन्तानानां विपुल-समागमः। कथमहं पारयामि

आगन्तुं तत्र ? किन्तु जानीहि देव ! यदहं मुहूर्तमात्रमपि त्वत् पार्श्वं न त्यक्तवती । का नाम पत्नीः ?

न भोगसहचर्यसौ न सुखकारणं पार्थिवं
न चोपकरणं रतेर्न हि विलाससंसाधिनी ।
इयं पतिसधर्मिणी पतिसकर्म-सम्पादिनी
गता च पतितुल्यतां मनसि वाचि कर्मण्यपि ॥१७८॥

पतिव्रतामीदृश-धर्मयोगिनीं
प्रियाद् वियोक्तुं क्षमतेऽत्र को जनः ।
वरं तरत्वर्णवमेष फेनिलं
वरं च बध्नातु मदोत्कटं गजम् ॥१७९॥

त्वं हि मम प्राणाः, मम निःश्वास-प्रश्वासाः, मम धमनीरक्त-स्रोतः, मम नयनालोकं मम हृदयपुलकः, ममात्म-गोलकश्च । जानी हि देव, जानीहि तत् ।

एको हि धर्मः सहधर्मिणीनां
संस्थापनं धर्म्यपथे धवस्य ।
तत्राकृतार्था रमणीकुलस्य
कलङ्कभूता नरकं प्रयाति ॥१७९॥

निःशेष-दुर्भाग्यविडम्बितायाः
कैवल्यलाभः खलु दूरतोऽस्याः ।
सात्यन्तहीना पदरेणुतोऽपि
नितान्त-लोला ज्लबुद्बुदाच्च ॥१८०॥ (युग्मकम्)

रामकृष्णः । (गभीर-स्नेहभरेण) जानामि तत्, मधुरभाषिणि ! जानामि तत् सम्पूर्णतया ।

किन्तु आनन्दमयि ! कथं विषण्ण-विरसवदना हि त्वम् ? तव मधुरहास्येन समुज्ज्वलं जातं मम सर्वजीवनम् एतावत्कालम् । इदानीं जीवनत्यागकालेऽपि तद् भवतु मम अनिर्वाणरश्मि, इति मे प्राणगता प्रार्थना ।

नानन्दो दैहिको भोगो न पार्थिवसुखञ्च सः।
न पाशव-प्रवृत्तिर्वा, स्वरूपमात्मनः स तु ॥१८१॥

आत्मनः सर्वसौन्दर्य-माधुर्यैश्वर्यमेष हि।
सर्वरूप-रसौ गन्ध आलोकोऽमृतमव्ययम् ॥१८२॥

अनुभूतं कणामात्रं तस्यानन्दस्य येन हि।
सोऽजरश्चामरश्चैव स्यादजेयोऽभयोऽपि च ॥१८३॥ विशेषकम्

सारदा। (रोरुद्यमाना) कृपया क्षमस्व मां देव ! किन्तु त्वद् विरह चिन्तया कथं मम हास्यालोको लसिष्यति ललित-विभया ? कथं देव, कथम् ?

(रोदिति)

रामकृष्णः। मङ्गलमयि ! प्राणप्रतिमे ! मा रुदिहि, मा मा रुदिहि !

क्षेमार्थं जगतीतलस्य जननी याऽऽविर्भवत्यादरात्
त्वं सैवासि तवैव भानुभिरिदं विश्वं समुद्भासितम्।
कौमुद्या च तवैव नित्यशिशिरं जातं जगन्मण्डलं
जाह्नव्या न, तवैव पूत-पयसा विश्वं पवित्रीकृतम् ॥१८४॥

नो पुष्पस्य, तवैव सौरभ-भरेणामोदि जातं जगद्
ब्रह्माण्डं मुखरं तवैव वचसा, नो कोकिलानां कलैः।
इत्थं। त्वं धरणौ विराजसि चिरं मातेव धात्रीव च
ज्ञानस्यैकविधायिकेव च यतस्तद् भागधेयं नृणाम् ॥१८५॥ युग्मकम्

कुत्रावयोर्विरहः ? नाहं त्वां त्यक्त्वा कुत्रापि गमिष्यामि। गमिष्याम्यहं केवलम् अस्मात् प्रकोष्ठात् अस्मिन् प्रकोष्ठे (हस्तेन निर्दिशति)—नान्यत्र। को वा जन्म मरणयोर्भेदः ? वस्तुतः, आत्मा एक एवाद्वितीयः, केवलो जन्ममरणातीतः—आत्मा नित्यो निरञ्जनः अशोकः अजड़ः अपार्थिवः आत्मा हि ब्रह्म। तत्र कः शोकः, का शङ्का, किं वा सङ्कटम् ?

आत्मा शरीरं न, न चेन्द्रियाणि
प्राणा न वा नैव मनो न बुद्धिः।
एभ्यः स भिन्नः सुतरां सुपूर्णः
श्रेयांस्तथोच्चश्च समस्त-भावात् ॥१७४॥

समुज्ज्वलः कोटिदिवाकरद्युतेः
स्निग्धः परं कोटिशशाङ्कमन्डलात्।
उच्चैस्तरां कोटि-हिमाद्रिशृङ्गतः
स कोटिगङ्गारयतोऽपि निर्मलः ॥७५॥

सारदा। सत्यं सत्यम्, पूर्णसत्यम्, शाश्वत-सत्यम्। तथापि शिक्षा-दीक्षाविहीना, दुर्बला, अधमा, दीना, हीना नारी अहं—सम्पूर्णतया त्वत्पादपद्माश्रिता। ततः किं करोमि साम्प्रतमहं, किं करोमि?

रामकृष्णः। अयि अमृत-मधुरे! मा पर्याकुला भव। जानीहि यत्, त्वं न दीना, न हीना, न दुर्बला, नाधमा। त्वं सारदा, स्वयं सरस्वती ज्ञानदानार्थम् आगता। अथवा, त्वं स्वयं शारदा, दुर्गतिहारिणी देवी दुर्गा। त्वं न साधारणरमणी। त्वं हि मम शक्तिः।

सारदा। इयं तव स्नेहप्रसृता वाणी केवलम्।

रामकृष्णः। न न न, इयम् अक्षरशः सत्या। त्वं हि महाशक्तिरूपा, त्वं हि जगज्जननी, त्वं हि विश्वधारिका विश्वपालिका।

सारदा। (कातरा) न जाने, न जाने एतत् किञ्चित्।

रामकृष्णः। शृणु क्षेमङ्करि! शृणु। यदाहं इदं शरीरं त्यक्त्वा, गमिष्यामि तदा त्वमपि शरीरं न त्यज। दायो न केवलं मम, दायस्तवापि समभावेन। ईश्वरं विस्मृत्य अन्याय-कर्माणि कृत्वा जनाः पतङ्गवत् किलविलायन्ते गभीरकष्टानि भुञ्जते च। त्वं तेषां रक्षणावेक्षणे करिष्यसि। 'तान् ईश्वराह्वानं शिक्षयिष्यसि, तेभ्यः शक्तिं भक्तिं च दास्यसि। आवाम् अत्रागतौ समकर्माणि कर्तुम्।

किन्तु किं वा मया कृतम् ? ममासम्पूर्णं कर्माणि सम्पूर्णानि करिष्यसि त्वम् ।

कल्याणि ! शृणु मद्वचनम् । उन्नमय तव श्रीमुखम्, प्रमार्जय तव नेत्राभ्यामश्रूणि, धारय तव वक्षसि बलम्, सञ्चारय तवात्मनि आनन्दम् ।

भव त्वं सच्चिदानन्दमयि ! विश्वजननी, विश्वसेवका, विश्व तारिका निरन्तम् ।

सारदा । (सहसा शान्ता) तादृश्येव भविष्यामि नाथ ! तादृश्येव भविष्यामि तवाशिषा अहम् । केवलं याचे त्वच्छ्रीपाद-पद्मे यत् तिष्ठ त्वम् अहर्निशं मत्समीपे ।

भव मम चक्षुषोरनिर्वाण आलोकः, भव मम कण्ठस्य सङ्गतं सङ्गीतम् भव मम वक्षसो वरिष्ठं बलम् ; भव मम चित्तस्य प्रसन्ना प्रीतिः, भव मम जीवनस्य गौरवमयी गतिः ।

रामकृष्णः । भवामि, यदेव त्वमिच्छसि इच्छामयि ! भवामि तत् ।

किन्तु त्वं स्वयमेव तवालोकः, तव सङ्गीतम्, तव बलम्, तव प्रीतिः, तव गतिः । को वाहम् ? सर्वं त्वं त्वमेव ।

परमशक्तिमयि ! लसतु तव प्राणानां प्रदीपः, नदतु तव मनोवीणाया झङ्कारः, प्रसरतु तव चित्तशतदलस्य सौरभम्, वर्षतु तव आत्मनः अमृतं निरन्तरं दिशि दिशि ।

सारदा । भवतु तद् देव ! भवतु तत् । तवैवालोको ममालोकः, तवैव गीतिर्मम गीतिः, तवैव सौरभं मम सौरभं, तवैवामृतं ममामृतम् । भवतु स आलोकः, सा गीतिः, तत् सौरभम्, तदमृतञ्च विश्ववासिनां शोभनसम्पत्, शाश्वत-सौभाग्यम्, गभीर-गौरवम् ।

अनिर्वाणालोकं तव यदि कणामात्रमवने-
दिशामन्ते सञ्चारयितुमहमर्हामि हतधीः ।
तवादिष्टां वाणीममृतरसधानीं ध्वनयितुम्
अमेयं पीयूषं तव च कणशो वर्षितुमपि ॥

तथाशीर्वादं मे वितर कृपया देव सुतराम्
अधन्याय मे स्यात् तदियमतिधन्या नरजनिः॥१७६॥

किञ्च—

तवास्य दिव्योज्ज्वल-जीवनस्य
सौन्दर्य-माधुर्य-गभीर-भक्तेः।
निष्काम-कृत्यस्य च गूढ़-वुद्धेः
स्यां धारिका काचन वाहिका च॥१७७॥

रामकृष्णः। आनन्दामृतघने ! धन्यं भवतु तव पुण्यम् अनन्यं जीबनम्।

—o—

(पट परिवर्तनम्)

स्थानम्—काशीपुरस्था उद्यानवाटी।

समयः—प्रभातम् (१६ आगष्ट, १८८६, सोमवारः)।

(ततः प्रविशति रोदनपरा श्रीसारदा)

सारदा। कुत्र गता मम श्रीकालीमाता ? कुत्र कुत्र कुत्र ? माभ् एकाकिनीन् अत्र त्यक्त्वा कुत्र गता मम श्रीकालीमाता ? कुत्र कुत्र कुत्र ?

(स्वीयाङ्गात् अन्यान् अलङ्कारान् उन्मोच्य करद्वयाद् वलयद्वयम् उन्मोचयितुम् उद्यता)

अहो ! को मां सहसा निवारयति मम हस्तद्वयं धृत्वा ?

(सहसा आविर्भवति श्रीरामकृष्णः)

रामकृष्णः। कल्याणि ? विरम विरम विरम। कथं त्वं तव वराभयदायि करद्वया् वलद्वयम् उन्मोचयसि ? नाहं मृतः, नाहं त्वां त्यक्त्वा कुत्रापि गतो वा। अहं केवलम् आगतः अस्मात् प्रकोष्ठात् अस्मिन् प्रकोष्ठे। ततः कथं त्वं वैधव्य वेशं धारयसि ? विरम विरम विरम। त्वं चिरसौभाग्यवती चिर सीमन्तकधारिणी सीमन्तिनी शोभिनी !

त्वं नित्यसौभाग्यवतीभिं कस्ते
सौभाग्यमुत्सादयितुं समर्थः।

सीमन्तसिन्दूरमिदं त्वदीयं
को लेशतोऽपि क्षमतेऽपनेतुम् ॥७८॥

को भङ्क्तुमीशः करकङ्कणं ते
पथापहर्तुं स्मितमाननस्य।
कः शोणपारं वसनं त्वदीय-
माच्छिद्य शुभ्रं परिधापयेत् त्वाम् ॥१७९॥

नैराश्यमुत्सृज्य विहाय शोकं
घटस्व कर्मण्यपनीत-खेदा।
चिराभयायाः क्व पुनर्भयंस्या-
च्चिरामरायाः क्व च शोकवार्ता ॥१८०॥

सारदा। (विह्वला) सत्यं सत्यं नाथ! सत्यं सत्यम्! तवादेशो मम शिरोधार्यः।

रामकृष्णः। सुष्ठु तत्, मङ्गल-मञ्जुले! सुष्ठु तत्!

सारदा। भगवन्! अतः परं किमन्यत् प्रियं कर्तुं पारयामि?

रामकृष्णः। अयि शुचिस्मिते! इतोऽपि प्रियं स्यात्?

तथापि इत्थमस्तु—

(भरतवाक्यम्)

जननी करुणा तरुणी तरुणा
नटतु भावुके भवने।
जननी-प्रीतिः धरणीं-सुधृतिः
नदतु पावने पवने॥
जननी-तुष्टिः परतम-पुष्टिः
हसतु गभीरे गहने।
जननी-लीला रम-रसशीला
लसतु गरिष्ठे गगने॥

ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः।

(इति दशम-दृश्यम्)

(समाप्तमिदं युगजीवनं नाम नाटकम्)

—o—

"विद्यया विन्दतेऽमृतम्"

PRACYAVANI

(Institute of Oriental Learning)
(Registered Under Act XXI of 1860)

Office— 3, Federation Street
Calcutta—700009
(Phone : 35-1995)

FOUNDERS

Established in 1943.

By the Learned Couple :

Dr. Jatindra Bimal Chaudhuri M. A. Ph. D. (London), Kavyatirtha.

Formerly, Officer-in-charge of the Sanskrit-Pali Department, India Office Library, London, Lecturer in Sanskrit and Bengali, School of Oriental Studies, London University ! Professor and Head of the Department ol Sanskrit, Presidency College, Govt. of West Bengal, Calcutta , Principal, Sanskrit College, Govt. of West Bengal, Calcutta ; Lecturer in Sanskrit, University of Calcutta ; Secretary, Vangia Sanskrit Siksa Parisat, Govt. of West Bengal, Calcutta ; author of numersous Research Works and articles in English, Bengali and Sanskrit ; and of many Modern Sanskrit Dramas, Poems and Songs ; Member, Central Sanskrit Board, Govt. of India. etc. etc.

And

Dr. Roma Chaudhuri, M.A., Ph. D. (Oxford), F. A. S. B. Formerly Professor and Head of the Department of Philosophy, Lady Brabourne College, Govt. of West Bengal, Calcutta, and Lecturer in Philosophy, University of Calcutta ;

Principal and Professor of the above College for 30 years Vice-chancellor, Rabindra Bharati University. for 7 years.

Author of many Research Works and Articles in English, Bengali, Sanskrit ; and also of many Modern Sanskrit Dramas, Sanskrit Poems and Songs etc. etc.

Aims

Propagation and Popularisation of Sanskrit Language and Literature, Learning and Culture amongest all ; making arrangements for Lectures, Seminars, Symposia, Sanskrit Song-Recitals, Staging of Sanskrit Dramas, Debates and Discourses ; Sanskrit Pathsalas or Catuspathis ; Lessons in Sanskrit Dialogues and Sanskrit Songs, Libraries of printed books and Manuscripts ; Publications in English, Bengali, Sanskrit and Hindi, and so on.

DEPARTMENTS

(1) **Lectures, Seminars, Symposia, etc.**—Regular Lectures and the like on different Oriental and Cultural Topics by well-known scholars are arranged.

(2) **Sanskrit Song-Recitals, Sanskrit Debates, Extempore Speeches, Discourses and the like**—Regularly arranged.

(3) **Sanskrit Dramas**—Pracyavani Sanskrit-Pali-Dramatic Troupe regularly stages Sanskrit-Pali Dramas, in different parts of India, on invitation, on an average of 30/40 times a year Thus it has already staged, within the last 30 years more than 1000 times, 50 Modern Sanskrit Dramas. composed by Dr. Jatindra Bimal, and Dr. Roma Chaudhari on devotional, national and cultural themes, containing numerous poems and songs. with great success before appreciative audiences of thousands strong, in Rangoon, Nepal (Kathmandu), Calcutta, Delhi, Bombay, Madras, Pondicherry, Bangalore, Goraksapur, Jamnagar, Dwaraka, Vrindavan, Naintal, Patna, Puri, Purulia, Navadwip, Jamsedpur, Burnpur, Contai, Midnapore, Hooghly, Banipur, Bankura, Mallickpur, Chittaranjan, Howrah, Barranagar, Mayapur, Pyradanga Village (Nadia, W. Bengal), Nimpith Village (Jaynagar-Mazilpur, 24-Pgs.), Agarpara, Jaipur (Rajasthan) Okha (Saurastra), Suri, Surat, Udaipur, Jodhpur, Hardwar, Hrisikesh, Kankhal, Kasmir (Srinagar), Jammu, Kanya-

Kumarika, Digboi, Dwaraka, Bhet-Dwaraka, Guzrat, Poona, Gauhati, Agra, Lucknow, Ujjain, Bhopal, Indore. Rewa, Chandigarh, Himachal Pradesh (Minali, Kulu, Sunder Nagar, Simla, Solon. Chamba, Dharamsala, Nahar etc.), Punjab (Ludhina, Amritsar, Jullunder, Rupar, Patiala etc.), Hariyana (Yumna Nagar, Karnal, Panipat etc.), Kuruksetra, Baroda, Ahmedabad, Hydrabad, etc. etc.

It had the great honour, of staging two Sanskrit Dramas **"Amara-Miram"** on the holy life of Sri Mira Bai and **"Bharata-Vivekam"** on the holy life of Swami Vivekananda in Rastrapati Bhavan, New Delhi, in April 1963 and October 1964, in the benign presence of the revered Rastrapati Dr. Sarvapalli Radhakrisnan, and a large number of Central Ministers, High Officials, Scholars and Devotees. The Rastrapati graciously donated Rs. 500/- as his blessing to Pracyavani, for the latter Drama on 12. 10. 64.

"Sankara-Samkaram" was staged in Kathmandu, Nepal, under the anspices of Indian Embassy, in the benign presence of King Mahendra of Nepal, and other members of the Royal Family.

"Bharatacaryam" was staged in Rastrapati Bhavan, in the benign presence of the revered Rastrapati Dr. S. Radha Krisnan, who donated Rs. 1500/- to "Pracyavani" as his blessings.

By staging **"Kavi-Kula-Kokilam"** "Pracyavani"[4]—for the first time for West Bengal — Won the coveted **"Svarna-Kalasa"** (Golden Pitcher) as first Prize in All-India Kalidasa-Samaroha in Ujjain in November, 1967.

It also staged the first-ever Pali Drama, in the whole History of Pali Literature **"Bimba-Sundari-Patibimbanam"** in Rangoon.

(4) **Castuspathis**—It maintains three Castuspathis, one exclusively for ladies. The number of students is uniformly high, and results good.

(5) **Lessons in Sanskrit Dialogues and Songs**—Arranged.

(6) **Library**—There is a big Library of Printed books in English, Bengali, Sanskrit. Hindi ; as well as a large and valuable collection of Sanskrit Manuscripts,

(7) **Press**—Good English, Bengali and Sanskrit Presses of its own.

(8) **Publications**—More than 150, in English, Bengali and Sanskrit, including valuable Research Works and Modern Sanskrit Dramas, and Song-Collections ; also "Pracyavani" Journals (English and Bengali).

(9) Recognised and aided by Central and State Governments.

(10) New and Extensive Development Schemes, in all the Departments, undertaken.

PUBLICATIONS OF PRACYVAVANI & SOME OTHER WORKS OF

Dr. Jatindra Bimal Chaudhuri

A. Contribution of Women to Sanskrit Literature (in 7 volumes)

* Vol. I (Sanskrit Drama)— Viddhasala-Bhanjika of Rajasekhara with the commentary of Sundari & Kamala called Camatkara-Tarangini. Rs. 25/-

* Vol. II (Sanskrit Poetry)— Sanskrit Poetesses, Part I. An outstanding record of literary achievements of women Sanskrit Poets of Ancient, Mediæval and Modern India. English Translation by Dr. Roma Chaudhuri. Rs. 25/-

* Vol. III & IV (bound together) Pauranic and Smriti Literature-Contributions of women to Pauranic and Smriti Literature. It also contains Binabayi's Dvaraka-Pattala and Visvasa Devi's Ganga-Vakyavali. Rs. 30/-

* Vol. V (Tantras)— The Sudarsana of Pranamanjari. Commentary of Pranamanjari on Tantraraja Tantra. Rs. 35/-

* Vol. VI (Sanskrit Poetry)— Sanskrit Poetesses, Part B. Six complete works with critical editions of two,

viz., Vaidyanatha-Pranada-Prasasti of Deva Kumarika and Santana-Gopala Kavya of Laksmi Devi. Rs. 25/-

* Vol. VII (Smriti Literature)— An outstanding account of the scholarly achievements of Laksmi Devi Payagunda and a critical edition of Kala-Madhava-Laksmi by Dr. J. B. Chaudhuri Rs. 25/-

B. Contribution of Muslims to Sanskrit Learning.

* 1. Sangita-Malika of Md. Shah. One of the best contributions of Muslims to Fine Arts in Sanskrit. Rs. 20/-

2. Khan Khanan Abdur Rahim and contemporary Sanskrit Learning. First systematic study of the development of Sanskrit Literature during 1550 A.D. Rs. 18/-

XX 3. Samudra Sangama of Md. Dara Shukoh, critically edited for the first time by Dr. J. B. Chaudhuri and English translation by Dr. Roma Chaudhuri. Rs. 30/-

C. Muslim Patronage to Sanskrit Learning.

1. Muslim Patronage to Sanskrit Learning, Vol. 1 2nd Ed.) Ed. by Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 22/-

2. Muslim Patronage to Sanskrit Learning, Vol. II Jataka-Paddhati-Udaharana by Krisna Daivajna (on the life of Khan Khanan Abdur Rahim)— Ed. by J. B. Chaudhuri. Rs. 26/-

3. (Biography) Rudra Kavi & his works on Muslim Patrons Ed. by Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 16/-

D. Historical Kavyas & Works.

1. Abdullah Carita of Laksmipati, critically edited for the first time by Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 20/-

2. Virabhadra Campu Kavya by Padmanabha Misra, a historical Sanskrit Campu, critically edited by Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 27/-

3. Jamavijaya Kavya by Vaninatha. a history of the Royal family of Nawanagar, Ed. by Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 27/-

4. Surjana-Carita-A historical Mahakavya by Candrasekhara of Bengal. A history of the Hara Dynasty of Bundi, Rajasthan. Ed, by Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 25/-

5. Nripati-niti-garbhita-Vritta or Farruk-Siyar Caritam by Lakamipati, Ed. by Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 30/-

E. Sanskrit Poets of Mediaeval India

* 1. Rasika-Jivana by Gadadhara Bhattacharya (A Sanskrit Anthology of Mediaeval India). Ed. by Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 22/-

* 2. Romavali Sataka by Ramachandra Bhattacharya. Ed. by Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 14/-

* 3. Bhupa Sataka of Raghava Vacaspati Bhattacarya. Ed. by Dr. J. B. Chaudhuri Rs. 14/-

* 4. Ramacandra-Yasah-Prabandha by Akabariya Kalidasa Ed. by Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 14/-

* 5. Dhurta-Vidambana of Amaresvara Sarman Ed. by Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 14/-

6. Padyaveni by Venidatta (The best Sanskrit Anthology of Mediaeval India). Ed. by Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 25/-

7. Sabhyalankarana by Govindajit. Ed. by Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 16/-

8. Sukti-sundra of Sundaradeva. Ed. by Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 14/-

F. Sanskrit Duta-Kavya Sangraha

1. History of Duta Kavyas of Bengal (In Sanskrit) By Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 18/-

2. Bhramaraduta Kavya by Rudra Nyrayapancanana Ed. by Dr. J. B. Chaudhuri. 16/-

* 3, & 4. Vanmandana-gunaduta Kavya by Viresvara and Candraduta Kavya by Jambu Kavi. Ed. by Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 16/-

* 5. Hamsaduta by Vamana Bhatta Bana. Ed. by Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 14/-

* 6. Panthaduta of Poet Bholanatha of Bengal. Ed. by Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 12/-

7. Padankaduta by Krisnanatha Sarvabhauma. Ed. by Dr. J. B. Chaudhuri with an original commentary called Bhasvati by Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 16/-

8. Ghatakarpara Kavya. Ed. with an original commentary in Sanskrit by Dr. J. B. Chaudhuri Rs. 16/-

* 9. Meghaduta of Kalidasa with the commentary of Bharata Mallika and copious extracts from various commentaries. Ed. by Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 30/-

G. **Contribution of Bengal to Smriti Literature**

1. Tithi-Viveka of MM. Sulapani. Ed. by Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 17/-

2. Sambandha-Viveka. Ed. by Dr. J. B. Chaudhuri Rs. 17/-

H. **Pracyavani Sanskrit Series**

1. Position of Women in Vedic Ritual. By Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 25/-

2. Children's Sanskrit Literature. By Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 11/-

* 3. Padyamrita Tarangini of Haribhankara. Ed. by Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 30/-

4. Vivekananda Campu Kavya. By Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 10/-

I. **Poetical Works**

1. Sakti-Sadhanam-A Poetical composition by Dr. J. B. Chaudhuri, advocating among other things, the claims of Sanskrit being the National Language of India, National Unity on linguistic basis, Inter-state harmony etc. Rs. 14/-

2. Sanskrit and Bengali songs of Dr. J. B. Chaudhuri with Bengali translation by Dr. Roma Chaudhuri (in, 7 volumes). Rs. 28/-

J. **Religion and Philosophy**

1. Srimad Bhagavad Gita with an introduction and Translation in Bengali by Dr. J. B. Chaudhuri Rs. 16/-
2. Sri Sri Candi with an introduction in Bengali on the history and significance of Durgapuja by Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 16/-

K. **Journal**

* English Journal of Pracyavani, vols. 1—10 Rs. 12/ each.

L. **Essays (Prabandhavali)**

* Collections of articles by erudite scholars of Pracyavani-Vols. 1—8 Rs. 20/- each

M. **Pracyavani Series in Bengali**

1. Jaina Guru Mahavira. By Dr. Bimala Charan Law. Rs. 14/-
2. Bharato Punyatirtha. By Dr. Bimala Charan Law. Rs. 14/-
3. Songs of Kavi Kamini Kumar-Compiled by Sri Swarna Kamal Bhattacharya. Rs. 14/-
4. Avanti. By Dr. Bimala Charan Law Rs. 14/-
5. Pandit Iswar Chndra Vidyasagar. By Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 14/-
6. Carvak Darsan. By Gopal Krishna Shastri. Rs. 14/-
7. Vaisnavacarya Viswanatha. By Sri Nanigopal Bhattaacharya. Rs. 14/-
* 8. Songs of Lalan Fakir. Compiled and edited by Md. Mansur Uddin. Rs. 14/-
9. Buddha-Yasodhara. By Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 15/-
10. Pauraniki. By Girindra Sekhar Bose. Rs. 14/-
11. Mahakavi Nabin Chandra. By Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 14/-
12. Vidarsan Yoga. By Silananda Brahmachari. Rs. 14/-

* 13. Bharater Darsan Samanvaya. By MM. Dr. Jogendra Nath Tarkatirtha. Rs. 18/-

* 14. Prachin Bharater Dandaniti. By MM. Dr. Jogendra Nath Tarkatirtha. Rs. 25/-

15. Sentiment of Pathos in Bengali Literature. By Swarnakamal Bhattacharya. Rs. 14/-

* 16. Contribution of Bengal Vaisnavas to Sanskrit Literature. By Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 14/-

* 17. Vangiya Sanskrita Visvavidyalay. By Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 12/-

18. Gaura-Tattvam with an introduction by Dr. J. B. Chaudhuri. Rs. 18/-

19. Bhagavata Dharmer Pracin Itihasa (In 4 volumes) By Swami Vidyaranya. Rs. 100/-

20 Chaitanya Charitamriter Bhumika. By Dr. Radha Govinda Nath. Rs. 20/-

21. Gaudiya Vaisnava Darsan (In five parts) By Dr. Radha Govinda Nath. (Rabindra Prize Winer)

Vol. I Rs. 26/-
Vol. II Rs. 30/-
Vol. III Rs. 30/-
Vol. IV, Pt-I Rs. 20/-
Vol. IV, Pt-II Rs. 20/-

P. **Original Sanskrit Dramas by Dr. J. B. Chaudhuri**

1. Swapna-Raghuvamsam In Press
2. Dhriti-Sitam. In Press
3. Bhakti-Visnupriyam (Bengali) (On the holy life of Visnupriya, the holy consort of Sri Cantanya) Rs. 10/.
4. Mahaprabhu Haridasam (on the holy life of Haridasa, the foremost disciple of Sri Caitanya-deva). Rs. 10/-
5. Niskincana-Yasodharam (on the holy life of Yasodhara, the divine consort of Lord Buddha) Rs. 10/
6. Mahimamaya Bharatam (Glorious India-Irrigation Policy of India throughout the ages) Rs. 10/-

7. Sakti-Saradam (On the holy life of Sri Saradamani, the holy consort of Sri Ramakrisna). Rs. 10/-

8. Bharata-Hridaya.Aravindam (On the holy life of Sri Aravinda). Rs. 10/-

9. Bhaskara-Bhasam (The light of the Sun)—In 3 vols.

   (a) Bhaskarodayam (On the early part of the holy life of Poet Ravindranath with an English version by Principal Dr. Roma Chaudhuri). Rs. 26/-

   (b) Bharata-Bhaskaram (On the middle part of the holy life of Poet Ravindranath). In Press

   (c) Bhuvana-Bhaskaram (On the later part of the holy life of Poet Ravindranath). In Press

10. Ananda-Radham (On the holy life of Sri Radha). Rs. 10/-

11. Dinadasa Raghunatham (On the holy life of Sri Raghunatha, one of the six Vrindavana Gosvamins). Rs. 10/-

12. Priti-Visnupriyam (On the early life of Visnupriya, the holy consort of Lord Gauranga). Rs. 10/-

13. Vimala-Yatindram (On the holy life of Sri Ramanuja the great Vaisnava Vedantist). Rs. 10/-

14. Bharata-Janakam (On the holy life of Mahatma Gandhi). Rs. 10/-

15. Milana-Tirtha-Bharatam (On India's quest for Unity throughout the ages). Rs. 10/-

16. Bharata-Vivekam (On the holy life of Swami Vivekananda). Rs. 10/-

17. Visva-Vivekam (On the later part of the life of Swami Vivekananda). In Press

18. Amara-Miram (On the holy life of Sri Mira Bai). Rs. 10/-

19. Bharata-Laksmi (On the holy life of Queen Laksmi Bai). Rs. 10/-

20. Bharata-Rajendram (On the holy life of Dr. Rajendra Prasad). In Press

21. Mukti-Saradam (On the later part of the holy life of Sri Saradamani, the holy consort of Ramakrisna). In Press

22. Subhasa-Subhasam (On the holy life of Netaji Subhas Chandra Basu). In Press

23. Desabandhu.Desapriyam (On the holy lives of Desabandhu Chittaranjan & Desapriya Jatindra Mohan Sen Gupta). In Press

24. Venice-Bani jam (Sanskrit version of Shakespeare's Merchant of Venice). Rs. 10/-

25. Othello (Sanskrit version of Shakespeare's Othello). Rs. 10/-

26. Raksaka-Sri Goraksam (On the holy life of Goraksanatha the celebrated saint of Natha Sampradaya). In Press

Pali Drama

1. Bimba Sundari-Pativimbanam (First ever written Pali Drama on the holy ltfe of Yasedhara Gopa). In Press.

WORKS OF DR. ROMA CHAUDHURI

ENGLISH

1. Doctrine of Nimbarka & his followers (Vaisnava Vedanta. In 3 volumes. Published by Asiatic Society of Bengal.

2. Sufism & Vedanta. In 3 volumes. 2 volumes published and 3rd volume in Press.

3. An Indo-Islamic Synthetic Philosophy (Comparative survey of Indian and Islamic views, viz., Upanisads, Vedanta Systems Holy Quran and Sufi system).

4. Doctrine of Srikantha (Saiva Vedanta). In 3 volumes. 2 volumes published and 3rd volume in Press.
5. Sanskrit and Prakrit Poetesses.
6. Philosophical Essays.
7. Ten Schools of Vedanta. In 3 volumes. Published by Rabindra Bharati University, Calcutta.
8. Aspects of Indian life-Published by the University of Rajasthan.

BENGALI

1. Nimbarka Darsan
2. Sufi Darsan 0 Vedanta.
3. Sanskrita 0 Prakrit Nariganer Kavitavali-Published by Visva Bharati.
4. Vedanta Darsan (5th Edition). Published by Visva Bharati.
5. Dasa Vedanta Sampraday A0 Vangadesh. In 3 volumes. First Volume published.
6. Sahitya Kana.
7. Sanskritatanka Roga.

Modern Sanskrit Drama composed by Dr. Roma Chaudhuri and staged all over India and outside many times with great success. **(Rs. 10/- each)**

1. Samkara-Samkaram (On Samkaracharya).
2. Desa-Dipam (On the life of a Jawan fighting for his Mother Country).
3. Palli-Kamalam (On a village girl).
4. Nagara-Nupuram (On a city girl).
5. Samsaramritam (On Modern life).
6. Kavi-Kula-Kokilam (On Mahakavi Kalidasa).
7. Kavi-Kula-Kamalam (On Mahakavi Kalidasa).
8. Megha-Medura-Mediniyam (On Meghaduta of Kalidasa).

9. Yatindra-Yatindram (On Dr. J. B, Chaudhurl).
10. Abhedanandam (On Swami Abhedananda).
11. Nivedita-Niveditam (On Sister Nivedita).
12. Yuga-Jivanam (On Sri Ramkrishna Paramahamsa).
13. Bharatacharyam (On Dr. Sarvapalli Radhakrishnan).
14. Rama-Carita-Manasam (On Saint Tulsidas).
15. Bharata-Tatam (On Mahatma Gandhi).
16. Caitanya-Caritamritam (On Lord Sri Gauranga).
17. Rasamaya-Rasamani (On Rani Rasmani).
18. Prasanna-Prasadam (On Sadhak Ramprasad).
19. Gana-Devata-Natakam (On Tarasankar).
20. Agni-Vina-Natakam (On Poet Nazrul).
21. Bharata Pattikam (on Raja Ram Mohan Roy)